নির্ব্বাসিতা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মূল্য ॥০ আট আনা।

বসুমতী ইলেকট্রো-মেসিন প্রেস
১১৩।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কখনও দেখি নাই। সুতরাং পরিচয় বলিতে পারিলাম না, আমার বোধ হয়, ইহাঁরা ভিন্ন দেশের লোক।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "আমারও তাহাই অনুমান হয়, অনুমান কি, এ কথা নিশ্চয়। এই যুবতী ইংরাজ-যুবতী নহে, ভাব-ভঙ্গীতেই বুঝিতে পারিয়াছি। এই যুবতীর পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে হইতেছে, যুবতী ফরাসী; ইংরাজ-যুবতী হইলে পরিচ্ছদের আড়ম্বরের মধ্যে এমন সহজ-সুন্দর ভাবটি দেখিতে পাইতাম না।"

সেই টেবিলে একটি ইংরাজ-যুবতী খাইতে বসিয়াছিলেন; তিনি বলিলেন, "আমিও এই যুবতীকে দেখিয়াছি, সে নিশ্চয় ইংরাজ নহে, ইংরাজের মেয়ে এ বয়সে এত হীরা-জহরত পরিয়া বাহির হয় না।"

হার্কট বলিলেন, "ইহাঁরা কে, শীঘ্রই বলিতে পারিব। ইহাঁরা টেবিলটি রিজার্ভ করিয়াছিলেন। যাঁহারা টেবিল রিজার্ভ করেন, হোটেলের দরজায়—ঘরের নম্বরের পাশে তাঁহাদের নাম লেখা থাকে; সেই নাম দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, ইহাঁরা কে।"

হার্কটের বন্ধুগণের আহার শেষ হইয়াছিল, তিনি তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া উল্‌ফেন্‌ডেনের সহিত চলিলেন। উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "চল,আমরা একত্র কাফি খাইব,আমি কাফির জন্য আদেশ করিয়াছি।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ হার্কটকে লইয়া তাঁহার টেবিলের কাছে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, ডেন্‌সাম সেখানে একাকী বসিয়া আছেন। ডেন্‌সাম তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,"তোমার বন্ধু ফেলিক্স চলিয়া গিয়াছে; সে বলিতেছিল, অন্যত্র তাহার একটু দরকার আছে, বিলম্ব করিলে চলিবে না, কাল তোমার সঙ্গে দেখা করিবে।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "ফেলিক্স অদ্ভুত লোক, তাহার কখন্ যে কি খেয়াল হয়, বলা যায় না।"

ডেন্‌সাম বলিলেন, "লোকটা একেবারেই মজলিসি নয়, কথা-বার্ত্তা বড় কম বলে, তবে দেখিয়া লোকটিকে বুদ্ধিমান্ বলিয়াই মনে হয়, তোমার কাছে এ কোথা হইতে আসিয়া জুটিল?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বসিয়া কাফি নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "ফেলিক্স রুস-রাজদূতের আফিসে নূতন চাকরী পাইয়াছে; চার্লি ইহাকে আমার সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছে; কয় দিন হইল, পেল্‌মেলে উহার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল, আমি উহাকে আজ এখানে খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম।"

আমরা এখানে হার্কটের একটু পরিচয় দিব। হার্কটের বয়স অধিক নহে; তাঁহার পৈতৃক অবস্থা অতি স্বচ্ছল, কিন্তু ব্যবসায় বাণিজ্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল না, তাঁহার সুন্দর রচনাশক্তি ছিল, এই জন্য তিনি সংবাদপত্রের লেখক-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন; এই কার্য্যে তিনি অত্যন্ত আমোদ পাইতেন, অর্থের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না; তাঁহার যেরূপ সামাজিক সম্ভ্রম ছিল, তাহাতে তিনি চেষ্টা করিলে ইংলণ্ডের কোন প্রধান সংবাদপত্রের সম্পাদক হইতে পারিতেন, কিন্তু কোনরূপ বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকিতে তাঁহার আগ্রহ ছিল না, তিনি অনেক কাগজেই লিখিতেন, সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা তাঁহার প্যারার বড় আদর করিতেন; বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া অল্প কথায় তিনি এমন চমৎকার প্যারা লিখিতে পারিতেন যে, ইংরাজী সংবাদ-পত্রের প্যারা-রচনায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সংবাদপত্রের সংস্রবে তিনি নানা সমাজের বহু লোককে চিনি-তেন, এমন কি, অন্য কেহ যাঁহাকে না চিনিত, তিনি তাঁহারও পরিচয় বলিতে পারিতেন। তিনি অনেক খুঁটি-নাটি সংবাদ রাখিতেন। ডেন্-সাম একজন নবীন চিত্রকর, চিত্রবিদ্যায় বার্ষিক তিনি কত টাকা

উপার্জ্জন করেন, উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ তাঁহার পিতার নিকট হইতে কত টাকা মাসহারা পান, এইরূপ ক্ষুদ্র সংবাদও হার্কটের অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু আজ এই আগন্তুক বৃদ্ধ ও তাঁহার সঙ্গিনী যুবতীর পরিচয় বলিতে না পারিয়া তিনি কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন,একটু অপ্রস্তুতও হইলেন। তিনি স্থির করিলেন, যেমন করিয়া হউক, এই বৃদ্ধের ও এই যুবতীর পরিচয় সংগ্রহ করিয়া তিনি তাঁহার বন্ধুর কৌতূহল দূর করিবেন, সবজান্তা বলিয়া তাঁহার যে সুনাম আছে, সেই সুনামে তিনি কলঙ্ক-পাত হইতে দিবেন না।

২

আকস্মিক দুর্ঘটনা।

হোটেলে আহারাদির কার্য্য শেষ হইলেও উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ ও তাঁহার বন্ধুদ্বয়—লেখক ও চিত্রকর হোটেল-ত্যাগের জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। বোতলের পর বোতল খোলা হইতে লাগিল, মিনিটে মিনিটে দিয়েসলাইয়ের কাঠী জ্বলিতে লাগিল, চুরুটের ধূমে ঘর অন্ধকার হইয়া গেল। তখনও বারান্দায় সুমধুর বাদ্যধ্বনি হইতে-ছিল, কিন্তু সে দিকে বন্ধুত্রয়ের দৃষ্টি ছিল না; তিন জনে তখন নানা গল্পে উন্মত্ত; কিন্তু উল্‌ফেন্‌ডেনের চক্ষু মুহূর্ত্তের জন্যও সেই অপরি-চিতা লাবণ্যবতী যুবতীর দিক্‌ হইতে অন্য দিকে যায় নাই। তিনি বন্ধুগণের সহিত নানা গল্পে ব্যাপৃত থাকিলেও যুবতীর প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গী তিনি লক্ষ্য করিতেছিলেন।

যুবতী তাঁহার সঙ্গী বৃদ্ধের সহিত কদাচিৎ দুই একটি কথা বলিতে-ছিলেন, বৃদ্ধও গল্প করিবার জন্য তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই; বৃদ্ধের আহারে বিলক্ষণ রুচি ছিল, কিন্তু যুবতী অতি যৎসামান্য আহার করিলেন; আহার করিতে করিতে একবার তিনি উল্‌ফেন্‌ডেনের

টেবিলের দিকে চাহিলেন, উল্‌ফেন্‌ডেনকে কৌতূহল-প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিতে দেখিয়া তিনি কিছু অপ্রতিভ হইলেন ; উল্‌ফেন্‌ডেনও তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া হার্কট ও ডেন্‌সামের সহিত গল্প আরম্ভ করিলেন।

পানাহার শেষ হইলে উল্‌ফেন্‌ডেন্ ভৃত্যকে বিল আনিতে বলিলেন, কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিলের টাকা চুকাইয়া দিয়া সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু হোটেল ত্যাগ করিলেন না। একটু আড়ালে আসিয়া ডেন্‌সাম বলিলেন, "কি চমৎকার রূপ !"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "এমন রূপসী আর কখনও দেখি নাই।"

হার্কট বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য, আমি এত লোককে চিনি, আর ইহাঁদের চিনিতে পারিলাম না ? দাঁড়াও, দরজায় দেখিয়া আসি, রিজার্ভের লিষ্টে বুড়োটার নাম আছে কি না ; কিন্তু যুবতী এই বুড়োর কে ? একটা কোন সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে। স্বামী-স্ত্রী বলিয়া মনে হয় না। ইহাঁদের মধ্যে কোনরূপ অবৈধ সম্বন্ধ নাই ত ?"

লেখকের এই প্রশ্নে উল্‌ফেন্‌ডেন্ হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, কিছু বেগের সহিত বলিলেন, "কি যে বল, তাহার ঠিকানা নাই ; এ রকম কথা তোমার মনে আসিল কি করিয়া ? ষাট বৎসরের এই বৃদ্ধ, নিশ্চয়ই কোন সম্বন্ধ-বিরুদ্ধ যুবতীকে হোটেলে লইয়া আসেন নাই ; দেখিলে, বুড়ার চুল পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে ?"

হার্কট বলিলেন, "বৃদ্ধটি যে খুব অদ্ভুত লোক, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু লোকটা খোঁড়া, উহার ছড়িগাছটি দেখিয়াছ, কাঠের ছড়ি বটে, কিন্তু মলক্কা-বেতের মত পালিস করা, আবার ছড়ির মাথায় চড়াই-পাখীর ডিমের মত একটু সবুজ পাথর বসান ; সেই পাথরে

বিছ্যতের আলো পড়িয়া ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল; ছড়িখানা বোধ হয়, খুব মূল্যবান্; একটা চাকর টেবিলের উপর হইতে ছড়িখানা সরা-ইয়া রাখিতে গিয়া বুড়ার কাছে তাড়া খাইয়াছে; বুড়া বোধ হয় এ ছড়ি নিমিষের জন্যও কাছ-ছাড়া করে না।”

উল্‌ফেন্‌ডেন্ আর একটি চুরুট ধরাইয়া অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, “স্বামী-স্ত্রী কি? না—তাহা বোধ হয় না। সম্ভবতঃ এই যুবতী বৃদ্ধের কন্যা।”

হার্কট বলিলেন, “ভুল, কোন বাপ মেয়ের জন্য এত ফুলের আয়োজন করে না।”

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, “যুবতীর অঙ্গুলিতে বিবাহের অঙ্গুরী নাই, সুতরাং নিশ্চয়ই যুবতীর বিবাহ হয় নাই।”

হার্কট হাসিয়া বলিলেন, “তাহা হইলে তুমি ভাল করিয়া গোঁফে তা দাও, যদি শীকারটা হাতে আসিয়া পড়ে।”

উল্‌ফেন্‌ডেন্ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ডেন্‌সামকে বলি-লেন, “চল, যাওয়া যাক্, অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, আমাদের পরে যাহারা আসিয়াছিল, তাহারাও খাইয়া চলিয়া গিয়াছে, আর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গল্প ভাল লাগে না।”

তাঁহারা সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় পশ্চাতে গাউনের খস্ খস্ শব্দ শুনিতে পাইলেন; উল্‌ফেন্‌ডেন্ পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, আহার শেষ করিয়া যুবতী ও বৃদ্ধ তাঁহা-দের পশ্চাতে আসিতেছেন। সিঁড়ির কাছে আসিয়া তাঁহারা পথ ছাড়িয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন।

যুবতীর সঙ্গী বৃদ্ধ তাঁহাদিগকে এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া উলফেনডেনকে বলিলেন, “মহাশয়! আপনারাই অগ্রে

নামিয়া যাউন, দুর্ভাগ্যক্রমে আমার তাড়াতাড়ি চলিবার শক্তি নাই, আমার জন্য আপনারা কত বিলম্ব করিবেন?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "আপনারাই অগ্রে চলুন, আমাদের তাড়াতাড়ি নাই।" এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ যুবতীর স্কন্ধে এক হাত রাখিয়া অন্য হাতে লাঠীর উপর ভর দিয়া নামিতে লাগিলেন, যুবতী উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বা তাঁহার সঙ্গিগণের দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ সতৃষ্ণ-নয়নে যুবতীর হস্তস্থিত প্রস্ফুটিত সুবৃহৎ শ্বেতবর্ণ গোলাপটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেই হস্তে গোলাপটিও বিবর্ণ বোধ হইতে লাগিল।

বৃদ্ধ ও যুবতী সোপানপ্রান্তে অবতরণ করিলে হার্কট দ্বারপ্রান্তবর্ত্তী একটি তালিকার দিকে চাহিয়া উল্‌ফেন্‌ডেন্‌কে বলিলেন, "এই বৃদ্ধের নাম মিঃ সেবিন্‌, সেবিন্‌ নামটি তেমন অসাধারণ নহে, কিন্তু লোকটিকে দেখিয়া অত্যন্ত অসাধারণ বোধ হয়; ইহা ছদ্মনাম নহে কি?"

উল্‌ফেন্‌ডেন এ কথার কোন উত্তর দিলেন না, তিনি তখন সেই যুবতীর কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। যুবতী সুন্দরী সন্দেহ নাই, কিন্তু লণ্ডন নগরেও সুন্দরী যুবতীর অভাব ছিল না, তাঁহাদের কেহই উল-ফেন্‌ডেন্‌কে রূপ-জ্যোতিতে এরূপ মুগ্ধ করিতে পারেন নাই। এই যুবতীর সৌন্দর্য্যে নূতনত্ব ছিল, সেই নূতনত্বেই তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইল, কোন ছবির দোকানে এই যুবতীর অনুরূপ চিত্র দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহা এই যুবতীর চিত্র কি না, ইহা তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না; তিনি বুঝিলেন, এই যুবতী হয় ফরাসী, না হয় অষ্ট্রীয়ান্‌, নিশ্চয়ই ইংরাজ নহেন।

ভিড় কমিলে উল্‌ফেনডেন্‌ সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া নীচে

নামিয়া আসিলেন ; তিনি দেখিলেন, যুবতী ও বৃদ্ধ তখনও গাড়ীর প্রতীক্ষায় হোটেলের নীচে পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছেন ; পথের আর এক দিকে আর একটি লোকও যুবতীর দিকে চাহিয়া ছিল ; এই লোকটি দীর্ঘকায় ও কৃশ, তাহার কোটের কলারে চিবুক পর্য্যন্ত আবৃত, মস্তকে একটি অপেরা-হ্যাট, তাহার উভয় হাত ওভার-কোটের পকেটে সংরক্ষিত, অন্ধকারে তাহার মুখখানি ঠিক দেখা যাইতেছিল না। মিঃ সেবিন্ একটু সরিয়া দাঁড়াইবামাত্র সেই লোকটিও দুই হাত সরিয়া আসিল, পথের আলোকে উল্‌ফেন্‌ডেন্ মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মুখখানি দেখিতে পাইলেন, মুখ অত্যন্ত পরিচিত বোধ হইল, কিন্তু ঠিক চিনিতে পারিলেন না। সেই লোকটি তাহার পকেট হইতে দক্ষিণ হাত বাহির করিবামাত্র ছুরিকার ন্যায় কোন পদার্থ ঝক্-ঝক্ করিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি সেই জিনিসটি কি, ঠিক বুঝিতে পারিলেন না ; তাঁহার বোধ হইল, লোকটি কাহারও প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

ইতিমধ্যে একখানি ক্রহাম গাড়ী সোপানশ্রেণীর অদূরে উপস্থিত হইলে যুবতী প্রথমে গাড়ীতে উঠিলেন, তাহার পর বৃদ্ধ গাড়ীর পাদানীতে একটি পা রাখিয়াছেন, এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত লোকটি একলম্ফে বৃদ্ধের সম্মুখে আসিয়া বামহস্তে তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হাতখানি উর্দ্ধে তুলিল। উল্‌ফেন্‌ডেন্ দূর হইতে সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাহার মুষ্টিমধ্যে একখান তীক্ষ্ণধার বক্র ছুরিকা! ছুরিকাখানি মুহূর্ত্তমধ্যেই বৃদ্ধের বক্ষঃস্থলে সমূলে বিদ্ধ হইত, কিন্তু উল্‌ফেন্‌ডেন্ চক্ষুর নিমিষে ছুটিয়া আসিয়া সেই যুবকের হাতখানি ধরিয়া ফেলিলেন, তখন বৃদ্ধ আততায়ীর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আততায়ীর মস্তকে আঘাত করিবার জন্য তাঁহার হস্তস্থিত যষ্টিখানি নিক্ষেপ করিলেন ; কিন্তু যষ্টি আততায়ীর মস্তকে না লাগিয়া তাহার

কর্ণমূলে লাগিল। আততায়ী সেই আঘাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া উল্‌ফেন্‌ডেনের হাত ছাড়াইয়া একদিকে পলায়ন করিল।

তৎক্ষণাৎ মহা সোর-গোল উপস্থিত হইল; হোটেলের কয়েক-জন দ্বারবান্ ও দুই তিন জন পুলিস-প্রহরী আততায়ীকে ধরিবার জন্য দ্রুতবেগে তাহার অনুসরণ করিল, কিন্তু কেহই তাহাকে ধরিতে পারিল না। যুবতী এই আকস্মিক বিপদ্‌পাতে ভীত হইয়া গাড়ীর দরজার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিলেন, উল্‌ফেন্‌ডেন্‌কে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেহ কি আহত হইয়াছে?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "না, কেহ আহত হয় নাই, আক্রমণকারী পলাইয়া গিয়াছে।"

মিঃ সেবিন্ তাঁহার লাঠীখানি কুড়াইয়া লইয়া কোটের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে গাড়ীতে উঠিলেন, তাহার পর তাঁহার পকেট হইতে একটি ম্যাচ-বাক্স বাহির করিয়া চুরুট ধরাইয়া তাহা টানিতে লাগিলেন; তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, এই দুর্ঘটনায় তিনি বিন্দুমাত্র চঞ্চল বা বিহ্বল হন নাই।

চুরুটে দুই একটি টান দিয়া গাড়ীর সম্মুখে দণ্ডায়মান উল্‌ফেন্‌-ডেন্‌কে বলিলেন, "বোধ হয়, লোকটা পাগল, পাগল না হইলে সে আমার ন্যায় অপরিচিত ভদ্র লোককে হঠাৎ এ ভাবে আক্রমণ করিতে আসিবে কেন? যাহা হউক, আপনি আজ আমার যে উপকার করি-লেন, সে জন্য আমি আপনার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, আপনি ঠিক সময়ে উহাকে বাধা দান না করিলে হয় ত আমার জীবন বিপন্ন হইত, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার কার্ডখানি রাখুন। আজ আমি বড় ব্যস্ত, সময়ান্তরে আমি আপনার নিকট যথাযোগ্য ধন্য-বাদ জ্ঞাপন করিব। আমি আপনার স্বজাতীয় নহি, এই ব্যাপার

লইয়া কোন গোলযোগ বা পুলিস-তদন্ত হয়, এরূপ আমার ইচ্ছা নহে।”

গাড়ীখানি তাঁহাদিগকে লইয়া ছুটিয়া চলিল, উল্‌ফেন্‌ডেন ক্ষণকাল বিস্মিতভাবে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

৩

ফেলিক্সের ভবিষ্যদ্বাণী।

ক্রহাম দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলে উল্‌ফেন্‌ডেনের সঙ্গিদ্বয় তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন ; এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহারা একটু দূরে দাঁড়াইয়া এই বিচিত্র অভিনয় দেখিতেছিলেন। হার্কট উল্‌ফেন্‌ডেনের নিকট বিদায় লইয়া একখানি ভাড়াটে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন ; ডেন্‌সামও আর একখানি গাড়ী ডাকিয়া উল্‌ফেন্‌ডেন্‌কে বলিলেন, “উল্‌ফেন্‌ডেন্! তুমি বড় ভাগ্যবান্ পুরুষ, হঠাৎ ফাঁকতালে ইহাদের সহিত তোমার পরিচয় হইয়া গেল ; কিন্তু স্মরণ রাখিও, প্রথমে যে খেলায় জয় লাভ করে,শেষে অনেক সময়ই তাহাকে হারিতে হয়।”

উল্‌ফেন্‌ডেন্ এ কথায় মৃদু হাস্য করিলেন ; ডেন্‌সাম গাড়ীতে উঠিয়া ভিন্ন দিকে প্রস্থান করিলেন। উল্‌ফেন্‌ডেনের গাড়ীও তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; তিনি কোচম্যানকে বলিলেন, “ডসন, তুমি গাড়ী লইয়া যাও, আমি নদীর ধারে একটু বেড়াইয়া তাহার পর হাঁটিয়াই বাড়ী যাইব।”

উল্‌ফেন্‌ডেন্ ঘুরিতে ঘুরিতে নদীর বাঁধের উপর উপস্থিত হইলেন। মধ্যে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তখন মেঘ ছিল না, আকাশ পরিষ্কার, আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যাইতেছিল। উল্‌ফেন্‌ডেন্ চিন্তাকুলচিত্তে বাঁধের উপর দিয়া চলিতে লাগিলেন।

চলিতে চলিতে দেখিলেন, বাঁধের একধারে একখণ্ড কাঠের উপর একটি লোক তাহার মাথার টুপীটি চক্ষুর উপর পর্য্যন্ত টানিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে; তিনি তীক্ষ্নদৃষ্টিতে সেই লোকটির দিকে চাহিলেন, পরিচিত লোক বলিয়া বোধ হইল; তাহার নিকটে আসিয়া দেখিলেন, লোকটি বিস্ফারিত-নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিতেছে, তাহার ওষ্ঠ কম্পিত হইতেছে, তাহার কর্ণমূল অনেকখানি ফুলিয়া উঠিয়াছে, যেন রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

উল্‌ফেন্‌ডেনের সন্দেহ এতক্ষণ পরে প্রতীতিতে পরিণত হইল, তিনি সেই যুবকের সম্মুখে আসিয়া ঈষৎ ভর্ৎসনার স্বরে বলিলেন, "তোমার মত লোককে নিমন্ত্রণ করাও বিপদ্ দেখিতেছি, আজ তুমি ভয়ানক অনর্থ ঘটাইবার উপক্রম করিয়াছিলে।"

পাঠক বোধ হয় বুঝিয়াছেন, এই লোকটি ফেলিক্স।

ফেলিক্স বলিলেন, "আমি যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, তাহা পূর্ণ করিতে পারিলাম না; এই হতভাগাকে মারিবার জন্য ইহাই আমার প্রথম চেষ্টা নহে, আমি পূর্ব্বে আরও কয়েকবার এ চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই; আমার বোধ হইতেছে, আমার হস্তে মৃত্যুলাভ উহার অদৃষ্টে নাই। যাহা হউক, আমি সকল কথা স্বীকার করিলাম, তুমি পুলিস ডাকিয়া আমাকে ধরাইয়া দাও, আমি পলাইব না, নিশ্চয়ই আমি এখানে বসিয়া ধরা দিব।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ ফেলিক্সের কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া তিনি তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, ফেলিক্স ভ্রূকুটি-কুটিলনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

উল্‌ফেন্‌ডেন বলিলেন, "পুলিস ডাকিবার আবশ্যক নাই, আমার

পক্ষে তাহা অনধিকার-চর্চ্চা; তুমি যাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিলে, তিনি যখন এ সম্বন্ধে কোন উচ্চ-বাচ্য করিলেন না, তখন তোমাকে গ্রেপ্তার করাইবার জন্য আমার কি এত মাথাব্যথা? কিন্তু একটা কথা বুঝিতে পারিতেছি না। এত লোকের ভিতর হইতে তুমি কিরূপে পলাইয়া আসিলে?"

ফেলিক্স হাসিয়া বলিলেন, "একটু বুদ্ধি থাকিলে, একটু চট্পটে হইলে পলায়ন করা অত্যন্ত সহজ; আমি বাগানের ভিতর দিয়া ঝোপের আড়ালে আড়ালে সরিয়া পড়িয়াছি, তাহার পর এইখানে বসিয়া শ্রান্তি দূর করিতেছি।"

উল্ফেন্ডেন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তুমি কি করিবে মনে করিতেছ?"

ফেলিক্স বলিলেন, "তোমার তাহা জানিয়া কি হইবে?"

উল্ফেন্ডেন্ বলিলেন, "আমি স্বীকার করি, আমার এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই, কিন্তু যদি এই নোংরা কাজের সহিত আমার কোন সম্পর্ক না থাকিত, তাহা হইলে তোমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতাম না। তোমাকে আমি হোটেলে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, তুমি আমার অতিথি হইয়া এই অপরিচিত ভদ্র লোককে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, যদি আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ না করিতাম, তাহা হইলে হয় ত সেই ভদ্রলোকটিকে আক্রমণ করিবার সুবিধা পাইতে না. তাহার পর আমি যদি তোমাকে বাধা না দিতাম, তাহা হইলে ভদ্রলোকটি হয় ত খুন হইত, তুমিও নরহন্তা বলিয়া ধরা পড়িতে, আদালতে এই মামলা উঠিলে সকলে জানিত, লর্ড উল্ফেন্ডেনের বন্ধু নরহত্যা করিয়াছেন।"

ফেলিক্স বলিলেন, "তুমি অত্যন্ত নির্ব্বোধ।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ আপ্যায়িত হইয়া বলিলেন, "ধন্যবাদ, কিন্তু আমার কোন্‌ কথাটা নির্ব্বোধের মত হইল, বুঝিতে পারিলাম না; বুদ্ধি না থাকার দোষ অনেক, তুমি আমাকে বুঝাইয়া দাও।"

ফেলিক্স বলিলেন, "তুমি নির্ব্বোধের মত কথা বলিতেছ, ইহা বলি নাই, নির্ব্বোধের মত কাজ করিয়াছ, তাহাই বলিতেছি। হাঁ, আবার বলিতেছি, এই দুর্ব্বৃত্তকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়া তুমি অত্যন্ত আহাম্মুখী করিয়াছ। এই বৃদ্ধটি বড় সাধারণ লোক নহে, সে তাহার কার্য্যগুণে অনেক শত্রু সৃষ্টি করিয়াছে, আমি তন্মধ্যে একজন। আমি যেমন তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, এই ভাবে অনেকে বহুবার তাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু কাহারও চেষ্টা এ পর্য্যন্ত সফল হয় নাই। যাহারা এই ভাবে আসন্নমৃত্যু হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছে, তাহাদের সকলকেই অত্যন্ত অনুতপ্ত হইতে হইয়াছে; তুমিও তোমার সদাশয়তার ফল ভোগ করিবে, আজ রাত্রে যে পরোপকার করিয়াছ, সে জন্য তোমাকে দীর্ঘকাল অনুতাপ করিতে হইবে, তোমার ক্রমাগত মনে হইবে, ইহার মৃত্যু হওয়াই ভাল ছিল; তোমাকে এইরূপ অনুতপ্ত দেখিলে আমি অত্যন্ত আমোদ ও আনন্দ লাভ করিব।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ নীরবে ফেলিক্সের সকল কথা শ্রবণ করিলেন, কথাগুলি সহসা যেন তাঁহার নিকট ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া মনে হইল; তিনি অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন ঠাণ্ডা হইয়া আসিল; তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া ফেলিক্সকে বলিলেন, "বিপন্নের উপকার-সাধন প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবশ্য-কর্ত্তব্য, আমি যাহা করিয়াছি, তাহা কর্ত্তব্য-বোধেই করিয়াছি। অন্য কোন ব্যক্তির জীবন এই ভাবে বিপন্ন হইলে তাহাকেও রক্ষা করিবার চেষ্টা

করিতাম। তুমি যাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, সে ব্যক্তি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, পূর্ব্বে তাঁহাকে কখনও দেখি নাই, হয় ত পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না।"

ফেলিক্স গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যদি ঈশ্বরের প্রতি তোমার বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে যুক্তকরে তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, এই বৃদ্ধের সহিত যেন পুনর্ব্বার তোমার সাক্ষাৎ না হয়; ইহার সহিত তোমার পরিচয়ে কখনও মঙ্গলের আশা করিও না; যে যে ব্যক্তি তাহার সম্পর্কে আসিয়াছে, তাহারই অনিষ্ট হইয়াছে। এই ব্যক্তি সর্পের ন্যায় ক্রূর ও হিংস্র, ইহার শত্রু-মিত্র-বিচার নাই, যাহার সংস্পর্শে থাকে, তাহাকেই দংশন করে, সুতীব্র বিষে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত করে, সে বিষ সর্ব্ববিষ অপেক্ষাও তেজস্কর।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ নীরবে সকল কথা শ্রবণ করিলেন; ফেলিক্সের গাম্ভীর্য্যে তাহার মন অত্যন্ত দমিয়া গেল; দুই একবার তাঁহার সন্দেহ হইল, হয় ত ফেলিক্স উন্মাদ। তিনি মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "দেখিতেছি, তোমার গল্প জমাইবার বেশ ক্ষমতা আছে, তোমার কথা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক; কিন্তু তুমি গোড়ায় গলদ করিয়া বসিয়াছ। লোকটি কে, প্রথমে তাহার পরিচয় দেওয়াটা উচিত ছিল।"

ফেলিক্স বলিলেন, "তাহা আমি তোমাকে বলিব না।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "তাহা না হয় না বলিলে, কিন্তু বৃদ্ধের সঙ্গিনী যুবতীটি কে, তাহাও কি বলিতে বাধা আছে?"

ফেলিক্স বলিলেন, "যুবতীটিকে আমি চিনি না, তবে এইমাত্র বলিতে পারি, স্ত্রীলোকই হউক আর পুরুষই হউক, কোন ভাল লোকের উহার সংস্রবে থাকিবার সম্ভাবনা নাই।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "তুমি কোন কথারই সরলভাবে উত্তর

দিতেছ না, তথাপি তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, আজ রাত্রে কি উদ্দেশ্যে তুমি এই ভদ্রলোকটিকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলে?"

ফেলিক্স হাসিয়া বলিলেন,"তিনটি বিশেষ কারণে আমি উহার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিলাম। হাঁ, আমার উদ্দেশ্য তিনটি, কিন্তু এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা নানা উদ্দেশ্যে ইহার হত্যার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু কাহারও চেষ্টা সফল হইতেছে না; যেন কোন অদ্ভুত ইন্দ্রজালের সহায়তায় ইহার জীবন সুরক্ষিত; উহার ছড়িগাছটা দেখ নাই বুঝি?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "হাঁ, দেখিয়াছি, সেই ছড়ির মাথায় একখানি গোল পাথর বসান আছে; বিদ্যুতালোকে পাথরখানি সবুজ বলিয়া বোধ হইয়াছিল; এই ছড়ির কোন বিশেষত্ব আছে না কি?"

ফেলিক্স বলিলেন, "বিলক্ষণ আছে, উহাই উহার রক্ষা-কবচ, এই ছড়ির সহায়তাতেই সে শত্রু-হস্ত হইতে সর্ব্বদা আত্মরক্ষা করে। শুনিয়াছি, সে যখন হিন্দুস্থানে ছিল, সেই সময় কোন মুসলমান ফকির তাহাকে এই ছড়িগাছটি দান করিয়াছিল; লক্ষমুদ্রার বিনিময়েও সে ছড়ি হস্তান্তরিত করিতে সম্মত নহে। শুনিয়াছি, যতদিন এই ছড়ি তাহার অধিকারে থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত সহস্র চেষ্টাতেও কেহ তাহার অনিষ্ট করিতে পারিবে না।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন আজগুবী সংবাদ কাহার নিকট শুনিয়াছ?"

ফেলিক্স বলিলেন, "সে কথা জানিয়া কি হইবে? লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন্, তোমার সঙ্গে আমার অতি অল্পদিনের আলাপ, তথাপি বন্ধুভাবে তোমাকে একটি উপদেশ দিতেছি, স্মরণ রাখিও; এই লোকটির

সংশ্রব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিবে, সাপ-বাঘ দেখিলে মানুষ যেমন দূরে সরিয়া যায়, ইহাকে দেখিয়াও সেইরূপ দূরে সরিয়া যাইবে; যদি সে তোমার সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা করে, তাহা হইলে তুমি তাহার সহিত কদাচ সাক্ষাৎ করিবে না, লুকাইয়া থাকিবে; দেশে যদি লুকাইয়া থাকিতে না পার, দেশান্তরে চলিয়া যাও, যতদিন সে ইংলণ্ড ত্যাগ না করে, ততদিন তুমি দেশে ফিরিও না।"

উল্‌ফেন্‌ডেন বলিলেন, "তুমি কি পাগলের মত কথা বলিতেছ? এই উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষের কুসংস্কার অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ আমাদের মত সংশয়বাদী ইংরাজের ত কথাই নাই; আমি রাজনীতিক নহি, কোন দলাদলিতে মিশি না, জুয়া-খেলাতেও আমার অনুরাগ নাই, সুতরাং এই লোকটির দ্বারা ভবিষ্যতে আমার কোন বিপদের আশঙ্কা আছে বলিয়া বোধ হয় না। এ সকল কথা থাক্, এই যুবতী সম্বন্ধে যদি তোমার কোন কথা জানা থাকে, তবে তাহাই বল।"

ফেলিক্স তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে উল্‌ফেন্‌ডেনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি ত বলিয়াছি, এই যুবতী সম্বন্ধে আমি কোন কথাই জানি না, তবে সে যখন এমন ভয়ঙ্কর লোকের সঙ্গে মিশিয়াছে, তখন এই যুবতীর প্রশংসা করিবার কিছু আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।"

উল্‌ফেন্‌ডেন বলিলেন, "তোমার কি মনে হয় না হয়, তাহা আমি জিজ্ঞাসা করি নাই; তুমি তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা জান কি না, তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি; তোমার জানা না থাকিলে তুমি চুপ করিয়া থাক, না জানিয়া শুনিয়া কোন স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা অতি অভদ্রের কাজ।"

ফেলিক্স হাসিয়া বলিলেন, "তোমাদের ইংরাজ-জাতটাই অন্ধ;

আমি কি অন্যায় কথা বলিয়াছি? যে যুবতী এমন জঘন্য-চরিত্র লোকের সহিত দুপুর রাত্রে হোটেলে খানা খাইতে আসে, তাহার সম্বন্ধে কি করিয়া উচ্চ ধারণা হইবে?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ সক্রোধে বলিলেন, "আমি তোমার কোন কথা শুনিতে চাহি না, তুমি অতি বর্ব্বর, আমি চলিলাম।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ প্রস্থানে উদ্যত হইলেন, ফেলিক্স তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন্‌, তুমি বড় ভদ্রলোক, কিন্তু স্মরণ রাখিও, আমি যাহা বলিয়াছি, সে তোমার মঙ্গলের জন্যই ; এই যুবতী—"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ ফেলিক্সকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া তাঁহার বুকে ধাক্কা দিয়া বলিলেন, "এই যুবতী সম্বন্ধে আর একটি কথাও বলিলে তোমাকে আমি নদীতে ফেলিয়া দিব।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন ; ফেলিক্স তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন্‌, আমার কথা স্মরণ রাখিও, সময় থাকিতে আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিলাম।"

* * * * *

লণ্ডনের হাফমুনষ্ট্রীটে উল্‌ফেন্‌ডেনের বাসা। উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক বিলম্বে বাসায় ফিরিলেন, তাঁহার ভৃত্য সেল্‌বি তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিল। সে উল্‌ফেন্‌ডেনের কোট খুলিয়া লইল, তাহার পর বলিল, "হুজুর, আমার বেয়াদপি মার্জ্জনা করিবেন, একটি যুবতী আপনার সহিত সাক্ষাতের আশায় বসিয়া আছেন।"

উল্‌ফেন্‌ডন্‌ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে বসিয়া আছে বলিলে?"

ভৃত্য বলিল, "একটি যুবতী, হুজুর !"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "এত রাত্রে কে আমার কাছে কি মৎলবে আসিবে ?"

সেল্‌বি বলিল, "তাহা বলিতে পারি না হুজুর, ঘণ্টাখানেক আগে একটি যুবতী আসিয়া আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল, জন্‌সন্ তাহাকে বলিল, আপনি বাহিরে গিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিবেন। ইহা শুনিয়া যুবতী আপনার জন্য অপেক্ষা করিবার ইচ্ছা করায় জন্‌সন্ তাহাকে আপনার পড়িবার ঘরে রাখিয়া আসিয়াছে, সে এখনও সেখানে বসিয়া আছে।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন,"এত রাত্রে আমার ঘরে যুবতী, এ কি রকম কথা ! সেল্‌বি, তুমি এমন পাগলের মত কথা বলিতেছ কেন ?"

সেল্‌বি সভয়ে বলিল, "সত্য কথাই বলিয়াছি হুজুর, সে জন্‌সন্‌কে বলিতেছিল, আপনার সহিত তাহার পরিচয় আছে।"

উল্‌ফেন্‌ডেন ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "যত আহাম্মক, বর্ব্বর, রাস্কেল আমার বাড়ীতে চাকরী করিতেছে। তোমরা দুজনেই সমান গাধা; রাত্রিকালে আমি আমার বাড়ীতে কোন স্ত্রীলোককে আসিতে দিই না, তাহা কি তোমরা জান না ?"

সেল্‌বি অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বলিল, "হুজুর, আমাদের কসুর মাপ করিবেন, এই যুবতী দেখিতে অনেকটা ভদ্রলোকের মেয়ের মত, তাহার পোষাকটিও বেশ পরিপাটী; আমরা ভাবিয়াছিলাম, কোন ভদ্রলোকের মেয়ে বিপদে পড়িয়া গোপনে আপনার কাছে সাহায্যের জন্য আসিয়াছে, তাই তাহাকে আপনার গৃহে স্থান দিয়াছিলাম, এখন বুঝিতেছি, বড়ই ভুল করিয়াছি।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বিরক্তভাবে বলিলেন, "উত্তম করিয়াছ, ভবিষ্যতে

এ রকম ভুল আর করিও না. আমি ঘরে গিয়া দেখিতেছি, সে কে, তুমি নিকটে থাকিও, দরকার বুঝিলে আমি ঘণ্টা নাড়িবামাত্র তুমি ঘরে গিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিবে।”

উল্‌ফেন্‌ডেন্ তাঁহার পাঠগৃহে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দরজা ঠেলিয়া দিলেন; সেল্‌বি ঘণ্টাধ্বনি শুনিবার জন্য উৎকর্ণে বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়াও সে ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইল না; বসিয়া বসিয়া সে নানা কথা ভাবিতে লাগিল।

৪

রুসীয় রাজদূত-ভবনে।

মিঃ সেবিন্ ও তাঁহার সঙ্গিনী যে ব্রুহামে চড়িয়া মিলান হোটেল হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা ষ্ট্র্যাণ্ড রোড দিয়া পশ্চিমমুখে চলিতে লাগিল। হার্কটের গাড়ী সেই ব্রুহামের অনুসরণ করিয়াছিল এবং ডেন্‌সামের গাড়ীও কিছু দূরে থাকিয়া সেই দিকে চলিতেছিল. এই তিনখানি গাড়ী ট্রাফালগার স্কোয়ার অতিক্রম করিয়া পেল্‌মেল্-পল্লীতে প্রবেশ করিল।

উল্‌ফেন্‌ডেন্, হার্কট এবং ডেন্‌সাম তিন বন্ধুতেই এই বৃদ্ধ ও যুবতীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ছিল। জিয়োফ্রি ডেন্‌সাম চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, এই যুবতীর রূপে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্যে স্বার্থপরতা ছিল না; তিনি মনে করিয়াছিলেন, এই যুবতীর সহিত পরিচয় হইলে তিনি তাঁহার একখানি ছবি আঁকিবেন। এমন রূপবতীর চিত্র অঙ্কিত করা চিত্রকরের পক্ষে গৌরবের বিষয়। উল্‌ফেন্‌ডেন্ যুবতীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন; সেই

যুবতীকে একবারমাত্র দেখিয়াই তাঁহার মনে হইয়াছিল, তাঁহাকে না পাইলে জীবন বৃথা। হার্কটের এরূপ কোন অভিসন্ধি ছিল না, কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ইহাঁদের অনুসরণ করিয়াছিলেন; তিনি ভাবিয়াছিলেন, এই অজ্ঞাত-কুলশীল বৃদ্ধ ও যুবতী সম্বন্ধে যদি কিছু গুপ্ত তথ্য আবিষ্কার করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার পরিশ্রম সফল হইবে। তাঁহার ও ডেন্‌সামের বিশ্বাস হইয়াছিল, ইহাঁরা সাধারণ লোক নহেন, অতএব হোটেল হইতে তাঁহারা কোথায় যান, দেখিতে হইবে।

অগ্রগামী ব্রুহামখানি ঘুরিতে ঘুরিতে বেলগ্রেভ স্কোয়ারে উপস্থিত হইয়া যখন আলোকমালায় সুশোভিত একটি সুবৃহৎ অট্টালিকার দেউড়ীতে প্রবেশ করিল, তখন হার্কট ও ডেন্‌সাম উভয়েই অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। একটু দূরে গাড়ী থামাইয়া ডেন্‌সাম গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, বৃদ্ধ গাড়ী হইতে নামিয়া এক হাতে লাঠিতে ভর দিয়া ও অন্য হাতে যুবতীর হাত ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত অট্টালিকায় প্রবেশ করিতেছেন। হার্কট অতঃপর কি করিবেন, পথের একপাশে দাঁড়াইয়া তাহাই ভাবিতেছেন, এমন সময় তাঁহার পশ্চাতে কে বলিয়া উঠিল, "এতক্ষণ পরে একেবারেই বেকুব বনিয়া গিয়াছ?"

হার্কট মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, তাঁহার বন্ধু ডেন্‌সাম সকৌতুকে তাঁহার দিকে চাহিতেছেন।

হার্কট সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে?"

ডেন্‌সাম বলিলেন, "আমারও ঐ প্রশ্ন, তুমিই বা এখানে কেন? তোমার ও আমার অভিপ্রায় ঠিক একই রকম, আমরা উভয়েই এই যুবতী ও বৃদ্ধের অনুসরণ করিয়াছিলাম, ইহারা কে, কোথায় থাকে,

তাহাই অবগত হওয়া আমাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু এখানে আসিয়া বড় গোলমালে পড়িয়া গিয়াছি।"

হার্কট বলিলেন, "ভয়ঙ্কর ধাঁধাঁ; আমার বোধ হয়, উহারা এখানে থাকে না, ঘণ্টাখানেক পথের মোড়ে অপেক্ষা করিলেই দেখিতে পাইব উহারা বাহির হইয়া আসিতেছে।"

ডেন্‌সাম বলিলেন, "এ কোন কাজের কথা নহে, আমার মনে হয়, তুমি উহাদের মৎলব ঠিক বুঝিতে পার নাই; তদ্ভিন্ন আমরা দুই জনেই অভিন্ন উদ্দেশ্যে উহাদের অনুসরণ করিলে হয় ত আমাদের উভয়েরই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। আমাদের উভয়ের বিভিন্ন ভাবে চলাই কর্ত্তব্য; তাহাতে একজন ঠকিতে পারি, কিন্তু দু'জনেই ঠকিব না।"

হার্কট বলিলেন, "আমরা এক পথেই আসিয়াছি বটে, কিন্তু একই উদ্দেশ্যে আসি নাই; তুমি যে উদ্দেশ্যেই ইহাদের অনুসরণ করিয়া থাক, আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উল্‌ফেন্‌ডেন্ আমাদের অপেক্ষা সৌভাগ্যবান্, সে বৃদ্ধকে বাচাইতে গিয়া পরিচয়ের পথ অনেকটা সহজ করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু আমরা যদি পরস্পরকে সাহায্য করি, তাহা হইলে আমাদেরও স্ব স্ব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে; আমার মনে হইতেছে, তুমি মনে মনে কোন ফন্দী আঁটিয়াছ, ফন্দীটি কি, বলিবে কি?"

ডেন্‌সাম ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "বাড়ীটা কার, জান কি?"

হার্কট বলিলেন, "তা আর জানি না? উহা রুসীয় রাজদূতের বাড়ী।"

ডেন্‌সাম কোন কথা না বলিয়া পকেট হইতে একখানি চতুষ্কোণ

মসৃণ সুবৃহৎ শুভ্র কার্ড বাহির করিলেন, এই কার্ডে লেখা ছিল, রাজকুমারী লোবেনস্কি রাত্রি বারোটা হইতে দুইটার মধ্যে তাঁহার প্রাসাদে মজলিসে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছেন।

হার্কট গ্যাসের আলোকে সেই কার্ডখানি পাঠ করিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "আজ রাত্রের নিমন্ত্রণ! এই নিমন্ত্রণপত্র কোথা হইতে বাগাইলে?"

ডেন্‌সাম কার্ডখানি পকেটে পূরিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "দেখ হার্কট, আমি বুদ্ধি-কৌশলে আজ তোমাকে জিতিয়া যাইব; আমি অনেক ফিকিরে এই কার্ডখানি হস্তগত করিয়াছি, এ নিমন্ত্রণপত্র আমার নহে, আর রাজকুমারীর সহিত আমার এরূপ জানা-শুনা নাই যে, তোমাকে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত পরিচিত করি; সুতরাং আমি এখানে তোমার নিকট বিদায় লইব; কিন্তু আমি অঙ্গীকার করিতেছি, যদি কিছু নূতন খবর সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইলে কাল সকালে তুমি তাহা জানিতে পারিবে; এখন বিদায়।"

ডেনসাম্ হার্কটকে আর কথা বলিবার অবসর না দিয়া খোলা দেউড়ী অতিক্রম করিয়া রুস-রাজদূতের ভবনে প্রবেশ করিলেন; হার্কট ভাবিলেন, বৃদ্ধ মিঃ সেবিন্ যুবতীকে সঙ্গে লইয়া দূতভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেই তিনি তাঁহাদের অনুসরণ করিবেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের বাসার সন্ধান পাইবেন। তিনি একটা চুরুট টানিতে টানিতে কয়েকবার সেই পথে ঘুরিলেন, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই ভাবে পাদচারণ করিয়া বিরক্তিবোধ হওয়ায় তিনি দেউড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন; মজলিসে তাঁহার নিমন্ত্রণ আছে ভাবিয়া দেউড়ীর দরবান্ তাঁহাকে সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল,

তখন হার্কট ভাবিলেন, সম্মুখে যখন কোন বাধা নাই, তখন এক বার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি না। এই চিন্তা করিয়া তিনি সোজা দূতভবনে প্রবেশ করিলেন,—দেখিলেন, অনেকগুলি ভদ্রলোক উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সুপ্রশস্ত সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিতেছেন, ডেন্‌সাম্‌কেও তিনি তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাইলেন। এত দূর অগ্রসর হইয়া আর ইতস্ততঃ না করিয়া তিনিও সেই ভদ্রলোকগুলির অনুসরণ করিলেন। তিনি যদিও বুঝিলেন, বিনা নিমন্ত্রণে তিনি এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাঁহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না, তথাপি তিনি সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না, সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া দ্বিতলে উঠিলেন।

রুসীয় রাজদূতের অট্টালিকার দ্বিতলস্থ যে কক্ষে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা সমাগত হইয়াছিলেন, সেই কক্ষে হার্কট কোন কোন পরিচিত ব্যক্তিকেও দেখিতে পাইলেন। তিনি যে বিনা নিমন্ত্রণে আসিয়াছেন, কাহারও মনে এরূপ সন্দেহ হইল না; তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি সে কক্ষে অনেকেই ছিলেন। তাহার অদূরে আর একটি কক্ষে রাজকুমার ও রাজকুমারী নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের অভ্যর্থনা করিতেছিলেন; হার্কট তাঁহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া অন্য দ্বার দিয়া নাচের মজলিসে উপস্থিত হইলেন।

এতক্ষণ পরে তিনি আপনাকে নিরাপদ্ মনে করিলেন। তিনি জনতার আড়ালে দাঁড়াইয়া আমোদ দেখিতে লাগিলেন, তখন নৃত্য আরম্ভ হইয়াছিল; ডেন্‌সাম পীতবর্ণ পরিচ্ছদধারিণী একটি যুবতীর সহিত তালে তালে নৃত্য করিতেছিলেন; কিন্তু ডেন্‌সামের নৃত্য দেখিতে তিনি আসেন নাই, যাহাদের সন্ধানে আসিয়াছিলেন, সেই কক্ষে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না; মিঃ সেবিন্ ও তাঁহার

সঙ্গিনী যুবতীকে সে কক্ষে না দেখিয়া হার্কট স্থির করিলেন, তাঁহারা অন্য কোন কক্ষে আছেন; সুতরাং তিনি নাচের মজলিসে আর না দাঁড়াইয়া অন্যান্য কক্ষে ঘুরিতে লাগিলেন।

দুইটি কক্ষ অতিক্রম করিয়া তৃতীয় কক্ষের বাতায়নপ্রান্তে উপস্থিত হইবামাত্র হার্কট দেখিতে পাইলেন, দ্বারের অদূরে দুই জন লোক দণ্ডায়মান হইয়া অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে আলাপ করিতেছেন। এই দুই জনের একজন মিঃ সেবিন্, অন্য লোকটি কে, তিনি ঠিক বুঝিতে পারিলেন না, তবে তাঁহার মুখখানি নিতান্ত অপরিচিত নহে। এই ব্যক্তি দীর্ঘাকৃতি, কেশরাশি শুভ্র, ইংরাজেরা যেরূপ কোট ব্যবহার করেন, তাঁহার দেহে সেইরূপ কোট থাকিলেও তিনি ইংরাজ নহেন। তিনি দুই হাত পশ্চাতে রাখিয়া মিঃ সেবিনের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া অনুচ্চ অথচ সুস্পষ্টস্বরে কি বলিতেছিলেন, আর মিঃ সেবিন্ সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হস্তে লাঠির উপর ভর দিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন। তাঁহারা কোন্ বিষয়ের আলাপ করিতেছেন, তাহা জানিবার জন্য হার্কটের অত্যন্ত আগ্রহ হইল, তিনি পরদার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার অপরিচিত ভদ্রলোকটি তখন বলিতেছিলেন, "যদি অর্থ দ্বারা কার্য্যোদ্ধার হয়, তাহা হইলে যত অর্থের আবশ্যক, আমাদের দেশ আপনাকে তাহা প্রদান করিতে পারিবে, যদি অর্থ ভিন্ন অন্য কোন প্রস্তাব থাকে, তাহাও আপনি বলিতে পারেন; আপনার দায়িত্ব-জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া আমরা আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতেও পারি। আপনি যে গুরুতর ভার-গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন, সেই ভার-গ্রহণের যোগত্যা আপনার আছে, ইহা বিশ্বাস করি, সুতরাং তদনুসারে কাজ করিতে প্রস্তুত আছি; আমি শীঘ্রই এখান

হইতে দেশে যাইব এবং স্বয়ং সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিব।”

এই কয়েকটি কথামাত্র শুনিয়া হার্কটের কৌতূহল সমধিক বর্দ্ধিত হইল; এই ভদ্রলোকটি যাঁহার সহিত এমন আগ্রহভরে ও সসম্মানে কথা কহিতেছেন, তিনি নিশ্চয়ই সাধারণ লোক নহেন। তবে মিঃ সেবিন্ কে? হার্কট রুদ্ধনিশ্বাসে সেবিনের উত্তর শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিলেন; হঠাৎ ধরা পড়িতে পারেন, এ আশঙ্কা থাকিলেও তিনি সেখান হইতে নড়িতে পারিলেন না।

মিঃ সেবিন্ ধীরে ধীরে বলিলেন, “আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য, স্বীকার করি, কিন্তু আপনার দেশ আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারিবে না। ফ্রান্সের স্বার্থ আপনাদের নিকট কখনই অগ্রগণ্য হইবে না। ইংলণ্ডের সহিত আপনারা বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ, কোন কারণে আপনারা যে ইংলণ্ডকে চটাইতে পারিবেন, তাহা বোধ হয় না।”

রাজদূত বলিলেন, “সে কথা সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতে কি হইবে, কে বলিতে পারে? আর দশ বারো বৎসরের মধ্যে সমগ্র ইউরোপের বর্ত্তমান রাজনীতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; সত্য বটে, কোন বৃহৎ দেশের রাজনৈতিক মত শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হয় না, যুগ-যুগান্ত কাল ধরিয়া তাহা একই ভাবে থাকে, তথাপি আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তনে কাহারও হাত নাই; সেই পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে আপনা হইতেই হয়, বাহিরে সহসা তাহা আত্মপ্রকাশ করে না,—আপনি আমার কথা বুঝিতেছেন?”

মিঃ সেবিন্ বলিলেন, “হাঁ, বুঝিয়াছি, আপনি বলুন।”

হার্কটের বিস্ময় ও কৌতূহল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল,

তিনি স্থান-কাল বিস্মৃত হইয়া, মনোযোগ দিয়া এই গুপ্ত পরামর্শ শুনিতে লাগিলেন।

রাজদূত বলিতে লাগিলেন, "সাধারণের মুখপত্রস্বরূপ সংবাদ-পত্র সমূহকেও অনেক সময় প্রতারিত হইতে হয়; বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হয়, কোথাও কোন অশান্তি, কোন গণ্ডগোল নাই, কিন্তু যখন ঝটিকা আরম্ভ হয়, তখন সকলেই বুঝিতে পারে, বহুদিনের গুপ্ত আয়োজনে এই ঝটিকার উদ্ভব হইয়াছে; এখন যে সকল গুপ্তকথা অতি অল্প কয়েক জনের অন্তরে সংগুপ্ত আছে, কার্য্যকালে তাহা আত্মপ্রকাশ করিবে; অতি সঙ্গোপনে ইহা শক্তিসঞ্চয় করিতেছে, সুতরাং আপনার নিরাশ হইবার কারণ নাই। আপনি আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছেন ?"

মিঃ সেবিন্ বলিলেন, "হাঁ, কতক কতক বুঝিয়াছি, আপনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত কথা বটে, আমি এ সম্বন্ধে চিন্তা করিব, পুনর্ব্বার আপনার সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে আমি কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিব না, আমার এ কথায় আপনি নির্ভর করিতে পারেন।"

কথা শেষ হইয়াছে বুঝিয়া হার্কট আর সেখানে দাঁড়াইলেন না। দাঁড়াইতে সাহসও হইল না, তিনি এই সকল গুপ্ত কথা শুনিয়াছেন, ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাঁহার বিপদের সীমা থাকিবে না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি লঘুপদ-বিক্ষেপে সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া পাশের একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং এক-খানি চেয়ারে বসিয়া এই গুপ্ত কথা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন; তিনি যে উদ্দেশ্যে সেখানে আসিয়াছিলেন, তাহাও বিস্মৃত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, গোপনে গোপনে একটা রাজনৈতিক

ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছে; যে কারণেই হউক, জর্ম্মনী ইংলণ্ডের সহিত প্রকাশ্যে বন্ধুতার ভাণ করিয়া এই ব্যক্তির সহিত গোপনে তাঁহার স্বদেশের সর্ব্বনাশের ষড়্‌যন্ত্র করিতেছে। যদি তিনি এই পরামর্শের আরও কোন কোন কথা ভাল করিয়া শুনিতে পাইতেন, তাহা হইলে ব্যাপারটি কি, তাহা স্পষ্ট বুঝিতেন। মিঃ সেবিনের সহিত যিনি কথা কহিতেছিলেন, তিনি জর্ম্মন-রাজদূত ব্যারণ ভন্ নিজে-ষ্টিন। এই রাজদূত মিঃ সেবিনের সহিত যে বিষয়ের আলাপ করিতেছিলেন, তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলে সংবাদপত্রে যে অচিন্ত্যপূর্ব্ব নূতন বিষয়ের অবতারণা করিতে পারিতেন, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না; সম্পাদক-সমাজে তিনি অসা-ধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন তাহাও বুঝিতে পারিলেন; তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন; নাচ, তামাসা, প্রণয়, কৌতুকস্পৃহা তাঁহার অতি তুচ্ছ মনে হইতে লাগিল। যাহা হউক, অনেকক্ষণ পরে তিনি উঠিয়া রিফ্রেশমেণ্ট রুমে গিয়া এক গ্লাস স্যাম্পেন উদরস্থ করি-লেন এবং নাচের মজলিসে উপস্থিত হইয়া ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিলেন;—দেখিলেন, ডেন্‌সাম একটি পরদার অন্তরালে গৃহপ্রাচীরে পৃষ্ঠস্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান আছেন, নিকটে আর কেহ নাই, তিনি শূন্যদৃষ্টিতে নৃত্য দেখিতেছেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত। হার্কট তাঁহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ডেন্‌সাম্ হার্কটকে দেখিতে পান নাই, তিনি অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু যে, নাচে একেবারে মজিয়া গিয়াছ?"

ডেন্‌সাম্ চমকিয়া উঠিলেন, বিস্ময়পূর্ণদৃষ্টিতে হার্কটের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি এখানে? এখানে কিরূপে আসিলে?"

হার্কট হাসিয়া বলিলেন, "আমরা সংবাদপত্রের লেখক, যেখানে

মার্ক্কারও প্রবেশ নিষেধ, আমরা সেখানে অনায়াসে উপস্থিত হইতে পারি, কাজটি আমাদের পক্ষে বিন্দুমাত্র কঠিন নহে, সহজেই আসিতে পারিয়াছি ; এখন কাজের কথা বল, সেই যুবতী কোথায় ?"

সিঁড়ির কাছে যেখানে দাঁড়াইয়া রুসরাজদূত মহাশয় সস্ত্রীক নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগের অভ্যর্থনা করিতেছিলেন, ডেন্সাম্ সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "যুবতী এখন রাজকুমারীর কাছে কাছে ফিরিতেছেন, ঐ লোকগুলির মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।"

হার্কট জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরিচয়ের কোন সুবিধা পাইয়াছ ?"

ডেন্সাম্ বলিলেন, "আমি রাজকুমার লোবেনস্কিকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন ফল হয় নাই ; লোবেনস্কি তাঁহাকে চেনেন না. এই যুবতী নৃত্যে যোগদান করেন নাই, কাহারও সহিত তিনি আলাপ করিতেও ইচ্ছুক নহেন। লোবেনস্কি তাঁহার মাতাকে সুপারিশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, যুবতীর সহিত কাহারও পরিচয় হইবে না. ইহা তাঁহার অভিভাবকের ইচ্ছা নহে।"

হার্কট বলিলেন, "অভিভাবক কে ? মিঃ সেবিন্ কি ? তিনি বোধ হয় যুবতীর পিতা নহেন ?"

ডেন্সাম বলিলেন, "না, তবে কোন গুরুজন হইতে পারেন, কাকা কি মামা ঠিক বলিতে পারি না ; ঐ যে তাঁহারা চলিয়া যাইতেছেন।"

ডেন্সাম ও হার্কট কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, যুবতী মিঃ সেবিনের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন। ডেন্সাম হার্কটকে বলিলেন, "এমন সুন্দরী জীবনে দেখি নাই, কোন চিত্রকরের তুলিকায় এমন রূপসীর চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। আমি যদি এই যুবতীর চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার জীবন ধন্য হইত।"

হার্কট বলিলেন, "তুমি যে একেবারে পাগল হইলে, এই যুবতীর ছবি না আঁকিয়া তুমি বোধ হয় ছাড়িবে না, কিন্তু কাজটি বড় কঠিন।"

ডেন্‌সাম বলিলেন, "কঠিন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এই যুবতী কোথায় বাস করেন, তাহা না জানিয়া আজ আমি বাসায় ফিরিব না; যদি আবশ্যক হয়, উহাঁর বাসা পর্য্যন্ত হাঁটিয়া পাড়ি দিব; উহাঁর বাসা কোথায়, তাহা জানা সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক।"

হার্কট বলিলেন, "আমারও সেই মত।"

ডেন্‌সাম বলিলেন, "কিন্তু তোমার আগ্রহ আমার আগ্রহের মত প্রবল নহে, আজ উহাঁর বাসার সন্ধান করিতে না পারিলে আমার নিদ্রা হইবে না।"

হার্কট বলিলেন, "তাহা হইলে দু'জনে আর কেন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াই? তুমি যুবতীর সন্ধানে যাও, আমি বাসায় ফিরিয়া যাই, কিন্তু তুমি অঙ্গীকার কর, যাহা জানিতে পারিবে, কাল সকালেই তাহা বলিবে।"

ডেন্‌সাম ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, সকালেই তুমি তাহা জানিতে পারিবে; আমি চলিলাম, আর বিলম্ব করিলে উহাঁদের ধরিতে পারিব না. কাল তোমার বাসায় গিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, নিতান্ত যাইতে না পারি, তোমাকে পত্র লিখিব।"

ডেনসাম হার্কটের নিকট বিদায় লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন, মিঃ সেবিনের ক্রুহামের পশ্চাতে পশ্চাতে তাঁহার গাড়ী চলিতে লাগিল। হার্কট গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়াইয়া স্বগত বলিলেন, "এই যুবতী আশ্চর্য্য সুন্দরী বটে,কিন্তু আমার বিশ্বাস,আমি বা ডেন্‌সাম—আমাদের উভয়ের কেহই সেখানে দন্তস্ফুট করিতে পারিব না, তবে সে জন্য আমি বিশেষ

চিন্তিত নহি, মিঃ সেবিন্ কে, তাঁহার উদ্দেশ্য কি, তাহাই জানিবার জন্য আমি অধিক উৎসুক।"

৫

উল্‌ফেনডেনের সমস্যা।

উল্‌ফেন্‌ডেন্ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া টেবিলের নিকটে একটি স্ত্রীলোককে উপবিষ্ট দেখিলেন, স্ত্রীলোকটি কে, প্রথমে তাহা বুঝিতে পারিলেন না, কারণ, টেবিলের আলোটা অত্যন্ত মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল, স্ত্রীলোকটি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া ছিল। তিনি আলোটি উজ্জ্বল করিয়া দিলেন; রমণী পূর্ণদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল; উল্‌ফেন্‌ডেন্ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "মিস মার্টন, তুমি এখানে?"

এই যুবতীকে দেখিয়া উল্‌ফেনডেনের ক্রোধ প্রশমিত হইল, তিনি তাহাকে তাড়াইবার জন্য ভৃত্যকে আহ্বান করিলেন না; তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া যুবতীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল; উল্‌ফেন্‌ডেন যুবতীর কাতরতায় বিচলিত হইলেন, কোমলস্বরে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি লণ্ডনে কবে আসিয়াছ? এত রাত্রেই বা এখানে আসিয়াছ কেন? ডেরিংহামের সকল সংবাদ ভাল ত?"

ডেরিংহাম লণ্ডনের বহু দূরবর্ত্তী একটি পল্লীগ্রাম, সেখানেই উল্‌ফেন্‌ডনের পৈতৃক বাসস্থান, তাঁহার পিতা-মাতা ডেরিংহামের ভবনে বাস করেন; এই যুবতী তাঁহার পিতার কেরাণীগিরি করিত।

যুবতী বলিল, "সকল সংবাদই ভাল, কেবল আমি চাকরী ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছি।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "চাকরী ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছ? এ কথার অর্থ কি? কেন চাকরী ছাড়িলে?"

যুবতী বলিল, "আমি ছাড়ি নাই, আপনার পিতা আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন।"—যুবতী চোখে রুমাল দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "তোমাকে ছাড়াইয়া দিলেন কেন, তুমি কি করিয়াছিলে?"

মিস্‌ মার্টিন্‌ বলিল, "আপনার পিতা-মাতা উভয়েরই বিশ্বাস, আমাকে যে সকল কাগজ নকল করিতে দেওয়া হইত, তাহার এক একটা নকল আমি নিজে লুকাইয়া রাখিতাম; সে সকল কাগজে আমার দরকার কি? এ কোন কাজের কথা নয়, আমাকে তাড়াইবার ফন্দী মাত্র।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তুমি এখানে আসিয়াছ কেন, বুঝিতে পারিতেছি না, যদি তোমার কোন বক্তব্য থাকে, আমাকে বলিতে পার।"

মিস্‌ মার্টিন বলিল, "বুঝিতেছি, আমি এখানে আসিয়া অন্যায় করিয়াছি; আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমি চলিলাম।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "এত রাত্রে কোথায় যাইবে? যাইও না, শুন।"

মিস্‌ মার্টিন বলিল, "না, আপনি আমার উপর রাগ করিয়াছেন, আমি থাকিব না, যে দিকে দুই চক্ষু যায়, যাইব।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ তাহাকে উঠিতে দেখিয়া বলিলেন, "এখন মধ্যরাত্রি অতীত হইয়াছে, লণ্ডনে তুমি নূতন আসিয়াছ, কোথায় যাইবে? এখানে তোমার কোন পরিচিত লোক আছে কি?"

মিস্‌ মার্টিন বলিল, "না।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "তবে এই রাত্রে কোথায় গিয়া বিপদে পড়িবে? তুমি আমাকে সকল কথা খুলিয়া বল। তুমি যে দুই একটি কথা বলিয়াছ, তাহাতে ভিতরের ব্যাপার ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই।"

মিস্ মার্টিন বলিল, "আপনার পিতা লর্ড ডেরিংহাম ক্রমেই যেন অধিক ক্ষেপিয়া উঠিতেছেন, পূর্ব্বেই তাঁহার মাথা খারাপ হইয়াছিল, এখন বড় বাড়াবাড়ি দেখা যাইতেছে। তিনি সমস্ত দিন ধরিয়া কি যে লেখেন, তাহা কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই, আমাকে সেই সকল ছাই-ভস্ম নকল করিতে দিতেন, প্রাণপণে খাটিয়াও আমি তাঁহার মন পাইতাম না। যদি দৈবাং একটু ভুল হইত, তাহা হইলে তিনি অকথ্যভাষায় আমাকে তিরস্কার করিতেন।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "বাবার বড় অন্যায়, তাঁহার পর কি হইল?"

মিস্ মার্টিন বলিল, "আমি তাঁহার গালাগালি খাইয়াও যথাসাধ্য সাবধানে তাঁহার লেখাগুলির নকল করিতাম। সংপ্রতি তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল, আমি দুই প্রস্থ নকল করিয়া তাহার একপ্রস্থ নিজের কাছে রাখি; এই সন্দেহে তিনি আমার উপর রীতিমত পাহারা বসাইয়াছিলেন; এক এক সময় তিনি লুকাইয়া লুকাইয়া আমার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইতেন। তাঁহার ঘর হইতে বাহির হইবার সময় আমাকে কাপড় ঝাড়িয়া যাইতে হইত। কোন কোন দিন তিনি আমার চিঠি-পত্রগুলি পর্য্যন্ত খুলিয়া দেখিতেন, ইহা অসহ্য।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, আমার বাবার অনেক বয়স হইয়াছে, তাঁহার মেজাজেরও ঠিক নাই। এ অবস্থায় প্রাণপণে খাটিয়াও তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখা সত্যই কঠিন।

ডাক্তারেরা বলেন, তাঁহার মানসিক অবস্থা ঠিক স্বাভাবিক নহে ; আমরা যতদূর বুঝি, তাহাতে মনে হয়, এ অনুমান নিতান্ত মিথ্যা নহে, তুমি কি বল ?”

মিস্ মার্টিন বলিল, “তাঁহার মানসিক অবস্থা যেরূপই হউক, তাঁহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আমি বেতন লইতাম, তাঁহার কাজ করিতাম ; কিন্তু এ ক'দিনের ঘটনা বড়ই বিড়ম্বনাজনক হইয়াছিল। সে দিন সকালে আপনার পিতা তাঁহার লিখিবার ঘরে আসিয়া দেখিলেন, আমার টেবিলের উপর তাঁহার একখানি কাগজের দুই প্রস্থ নকল রহিয়াছে ও একখানি কার্ব্বন্-পেপার আছে। কার্ব্বন্-পেপারের সাহায্যে কিরূপে নকল করিতে হয়, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্ত আমি সে কাগজখানি আনিয়াছিলাম এবং এক প্রস্থ নকল ভুল হওয়ায় পাছে গালাগালি খাইব, এই ভয়ে আর এক প্রস্থ নকল করিয়াছিলাম ; যেখানা ভুল হইয়াছিল, সেখানি আমি ছিঁড়িয়া ফেলিতাম, কিন্তু তাহা ছিঁড়িবার পূর্ব্বেই আপনার পিতা আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কাপির দুই প্রস্থ নকল ও কার্ব্বন্-কাগজখানি দেখিয়া চটিয়া লাল হইয়া উঠিলেন, আমাকে কি জঘন্ত ভাষায় গালাগালি দিলেন, আপনার সম্মুখে তাহা মুখে আনিতে পারিব না। তিনি আমার বাক্স, ডেস্ক সমস্ত খানাতল্লাসী করিলেন, যেন আমি দাগী চোর, তাঁহার কতই ধন-সম্পত্তি চুরি করিয়াছি। খানাতল্লাসী শেষ হইলে তিনি আমাকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করিলেন। এ দেশে আমার আর যাইবার স্থান নাই ; আমার ভগিনী মুরিয়েল ছিল, সেও গত সপ্তাহে আমেরিকায় চলিয়া গিয়াছে, আমি আর কোথায় যাইব, ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া আপনার দয়ার কথা মনে করিয়া এখানেই

আসিয়াছি।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া মিস্ মার্টন চোখে রুমাল দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

লর্ড উল্‌ফেনডেন্ দুই একটি মিষ্ট-কথায় মিস্ মার্টনকে শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার মা কি তোমার সপক্ষে কোন কথাই বলেন নাই?"

মার্টন মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, লেডী ডেরিংহাম আমার পক্ষ হইয়া আপনার পিতাকে কোন কথাই বলেন নাই, তিনিও আমার উপর সন্তুষ্ট নহেন; আপনি যখন বাড়ীতে ছিলেন, সেই সময় আমাকে সঙ্গে লইয়া মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে যাইতেন, সেই হইতে তিনি আমার উপর বড় বিরূপ। আপনি যতদিন বাড়ীতে ছিলেন, ততদিন তিনি আমার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, কিন্তু আপনি লণ্ডনে চলিয়া আসিবার পর হইতেই তিনি আমার প্রতি মন্দ-ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে কথা আমি আপনাকে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি আমার পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দেন নাই।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "আমি সর্ব্বদা নানা কাজে ব্যস্ত থাকি, সে জন্য প্রায় কাহাকেও পত্র লেখা ঘটিয়া উঠে না; আমার মায়ের হৃদয় অত্যন্ত কোমল; তিনি যে তোমার প্রতি কুব্যবহার করিয়াছেন, ইহা অনুমান করিতে পারিতেছি না, ইহা বোধ হয়, তোমার কল্পনা মাত্র।"

মিস্ মার্টন বলিল, "না, সত্য সত্যই লেডী ডেরিংহাম সেই হইতে আমার প্রতি নারাজ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি আমার সহিত কথা কহিতেন না, অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিতেন, এ সকল কি দয়ার লক্ষণ? আজ সকালে আমি চাকরী হইতে বরখাস্ত হওয়ায় তাঁহাকে বেশ প্রফুল্ল দেখিয়াছিলাম। তিনি জানেন,

তাঁহার স্বামীর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, তথাপি তিনি স্বামীর কথা বাইবেলের কথার মত সত্য মনে করিয়া আমাকেই অপরাধিনী স্থির করিলেন। এই ব্যাপারের পর আপনার নিকট উপস্থিত হওয়া আমার পক্ষে বড়ই নির্ব্বোধের কাজ হইয়াছে; কিন্তু কি করিব, পৃথিবীতে আমার বন্ধু-বান্ধব কেহই নাই; আমি আপনার নিকট আসিয়াছি বলিয়াই আপনি কি রাগ করিয়াছেন?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "না, রাগ করিব কেন? তুমি আসিয়াছ, ভালই করিয়াছ, আমার পিতা-মাতা তোমার প্রতি অন্যায় করিয়াছেন শুনিতেছি, এ অবস্থায় তোমার সাহায্য করাই আমার কর্ত্তব্য; তোমার জন্য কি করিতে পারি, তাহা ভাবিয়া দেখি।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ নতমস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া মিস্ মার্টন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ভাবিতেছেন?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "আজ রাত্রে তুমি কোথায় থাকিবে, তাহাই ভাবিতেছি।"—তাহার পর তিনি হঠাৎ উঠিয়া তাঁহার ভৃত্য সেল্‌বিকে ডাকিলেন; সেল্‌বি দ্বারপ্রান্তেই দাঁড়াইয়াছিল, সে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

উল্‌ফেন্‌ডেন্ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেল্‌বি, তোমার স্ত্রীর ঘরখানি খালি আছে?"

সেল্‌বি বলিল, "আছে হুজুর!"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "তাহা হইলে এক কাজ কর, তুমি এই স্ত্রীলোকটিকে তোমার স্ত্রীর ঘরে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আইস। ইহার লগেজগুলি এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই,

সেগুলি আসিলে তাহাও সেখানে রাখিয়া আসিতে হইবে, আর তোমার স্ত্রীকে বলিয়া দিবে, ইহার যেন কোন অসুবিধা না হয়।"

এই প্রস্তাবে মিস্ মার্টিন যেন কিছু অসন্তুষ্ট হইল, কিন্তু আপত্তি করিল না, উল্‌ফেন্‌ডেন্ তাহাকে বলিলেন, "আপাততঃ তুমি সেল্‌বির স্ত্রীর ঘরে গিয়াই বাস কর, ইহাতে তোমার কোন অসুবিধা হইবে না, সেই স্ত্রীলোকটি বড় ভালমানুষ, কাল আমি তোমার সঙ্গে সেখানে দেখা করিতে যাইব, তোমার জন্য কি করা যাইতে পারে, তাহাও সেই সময় স্থির করিব; তুমি যখন আমার নিকট আসিয়াছ, তখন আমার সাধ্যানুসারে তোমার সাহায্য করাই কর্ত্তব্য।"

মিস্ মার্টিন কতকটা দুঃখে, কতকটা অভিমানে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর তাঁহাকে বলিল, "আমার প্রতি আপনার বড় দয়া, আপনি খুব বিবেচক, আপনার দয়ার কথা কখনও ভুলিব না।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "তোমার প্রতি আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহার অধিক কিছুই করি নাই। এ জন্য তোমাকে আমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইবে না; তোমার এই অসহায় অবস্থায় উপকার করিতে পারিলে আমি সুখী হইব।"

ইতিমধ্যে সেল্‌বি একখানি গাড়ী লইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইল, অগত্যা মিস্ মার্টিন অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত সেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, সেল্‌বি কোচবাক্সে বসিয়া তাহার বাসার দিকে গাড়ী চালাইতে বলিল।

মিস্ মার্টিন প্রস্থান করিলে উল্‌ফেন্‌ডেন্ মনে মনে বলিলেন, "ছুঁড়ীটার মৎলব কি? দেখিলাম, সে অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত

গাড়ীতে উঠিল ; যাইবার সময়ে যে ভাবে সে আমার দিকে চাহিতে লাগিল, তাহাতে মনে হইল, সে কোন গুপ্ত অভিসন্ধিতে আমার কাছে আসিয়াছে।"

৬

তিন বন্ধুর গুপ্ত সঙ্কল্প।

লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেনের কোন কাজ-কর্ম্ম ছিল না, তথাপি তিনি যখন যাহা করিতেন, ঘড়ি ধরিয়া করিতেন। পরদিন বেলা দশটার সময় তিনি আহার শেষ করিয়া এগারটার পূর্ব্বেই বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, কোথাও না কোথাও তাহার বন্ধু মিঃ সেবিন্ ও তাঁহার সঙ্গিনী যুবতীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না, পথে বাহির হইয়া তিনি অনেক লোককে দেখিতে পাইলেন বটে, কিন্তু যাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের জন্ত তাহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছিল, কোথাও তাঁহাদের দেখিতে পাইলেন না।

বেলা বারোটার সময় তিনি বাসায় ফিরিয়া অশ্বারোহণের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক সাধারণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া হলঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে দেখিলেন, তাঁহার নামে কোন চিঠি-পত্র নাই ; তিনি মনে করিয়াছিলেন, মিঃ সেবিন্ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে পত্র লিখিবেন ; পত্র না পাইয়া তিনি কিছু নিরাশ হইলেন, মিঃ সেবিন্‌কে অকৃতজ্ঞ মনে করিলেন।

কিছু কাল বিশ্রামের পর তিনি ক্লাবে চলিলেন ; ক্লাবে তাঁহার নামে দুই চারিখানি পত্র আসিয়াছিল, কিন্তু সে সকল বাজে-চিঠি ; তাহা পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, তাহার পর ক্লাবের দুই চারি জন বন্ধুকে মিঃ সেবিনের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই

তাঁহার আশানুরূপ উত্তর দিতে পারিলেন না। বেলা একটার সময় তিনি হার্কটের বাসায় চলিলেন; হার্কট তখন বাসায় ছিলেন, ডেন্‌সামও সেখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে হার্কটের কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ডেন্‌সাম সহাস্যে বলিলেন, "আমাদের সেই ভাগ্যবান্ বন্ধু আসিয়াছেন, আশা করি, তাঁহার কাছে সকল কথাই শুনিতে পাইব।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ একটা চুরুট ধরাইয়া বলিলেন, "আমি তোমাদের কাছে সংবাদ জানিবার জন্য আসিয়াছি, কোন সংবাদ দিতে আসি নাই, কাল রাত্রে যতটুক জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহার অধিক কিছুই জানি না।"

ডেন্‌সাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি? মিঃ সেবিন্ তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আসেন নাই?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, বোধ হয়, তিনি আমার নিকট আসিবেন না, তিনি গাড়ীতে উঠিবার সময় আমাকে যে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন, তাহাই বোধ হয়, যথেষ্ট মনে করিয়াছেন, তিনি আমার নিকট আমার ঠিকানা চাহেন নাই এবং ভদ্রতার খাতিরে আমাকে তাঁহার যে কার্ডখানা দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ঠিকানা ছিল না।"

হার্কট বলিলেন, "কিন্তু তিনি বোধ হয়, তোমার নাম জানেন।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "এইরূপই আমার বিশ্বাস; যদি তাঁহার ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে তিনি আমাকে খুঁজিয়া লইতে পারিতেন।"

হার্কট বলিলেন, "লোকটির হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা নামক পদার্থের বড় অভাব বলিয়াই বোধ হয়; এরূপ প্রকৃতির লোক বিস্তর আছে, তাহারা উপকারীর নিকট যৎসামান্য কৃতজ্ঞতা-প্রকাশেও কুণ্ঠিত।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতালাভের জন্য ব্যস্ত নহি ; এমন কি, ভবিষ্যতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াই আমি প্রার্থনীয় মনে করি ; তথাপি যে আমি তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলাম, ইহার অন্য কারণ আছে। কাল রাত্রে, তোমরা তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিলে না ?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ এ কথা কিরূপে জানিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া হার্কট ও ডেনসাম মুহূর্ত্তের জন্য পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন ; কিন্তু এ কথা গোপন করিয়া ফল নাই বুঝিয়া হার্কট বলিলেন, "হাঁ, আমরা উভয়েই তাঁহাদের কহামের অনুসরণ করিয়াছিলাম, তাহাতে বুঝিয়াছি, তাঁহারা বাজে লোক নহেন ; তাঁহারা প্রথমে রুসীয়-রাজ-দূত প্রিন্স লোবেনস্কির গৃহে গমন করিয়াছিলেন।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "তাহার পর ?"

হার্কট বলিলেন, "তাহার পর তাঁহাদের বাসায় ফিরিয়া যান ; তাঁহাদের বাসা কেনসিংটন পল্লীতে সিল্‌টন গার্ডেন্‌স নামক স্থানে। সেখানেই যে তাঁহাদের বর্ত্তমান বাস, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই বৃদ্ধের নাম মিঃ সেবিন্। যুবতী তাঁহার ভাগিনেয়ী বা ভ্রাতুষ্পুত্রী। ইহার অধিক কোন সংবাদ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বৃদ্ধের সহিত যুবতীর যে সম্বন্ধের কথা বলিলাম, তাহা আনুমানিক মাত্র, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা উভয়েই কি রুসরাজ-দূতের ভবনে প্রবেশ করিয়াছিলে ?"

হার্কট বলিলেন, "হাঁ।"

উল্‌ফেন্‌ডেন বলিলেন, "সেখানে যুবতীর সহিত পরিচয়ের সুবিধা করিতে পার নাই ?"

হার্কট বলিলেন, "না, কোন নূতন লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় নিষিদ্ধ; রুস-রাজদূতের পত্নী ইহাতে সম্মত নহেন।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "সেখানে মিঃ সেবিনের সহিত আলাপ করায় কি বাধা ছিল?"

হার্কট বলিলেন, "আমরা গিয়া দেখিলাম, মিঃ সেবিন্ জর্ম্মন্-রাজদূত ব্যারণ নিজেষ্টিনের সহিত আলাপ করিতেছিলেন; কথা শেষ হইবামাত্র তিনি সেখান হইতে প্রস্থান করেন।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "এমন সুযোগ হারাইয়াছ, ইহা বড়ই আপ্‌শোষের কথা।"

হার্কট বলিলেন, "এ কথা তুমি বলিতেছ বটে, কিন্তু তুমি যদি সেখানে উপস্থিত থাকিতে, তাহা হইলে তুমিও ইহার অধিক কিছু করিতে পারিতে না। যাহা হউক, মিঃ সেবিন্ ও সেই যুবতীটি কে, তাহা আবিষ্কার করা অতঃপর আমাদের পক্ষে কঠিন হইবে না; উভয়েরই মধ্যে যে একটা সম্বন্ধ আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, সম্বন্ধ না থাকিলে মিঃ সেবিন্ নিঃসম্পর্কীয় কোন যুবতীকে সঙ্গে লইয়া রুস-রাজদূতের ভবনে নিশ্চয়ই উপস্থিত হইতেন না।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "উভয়ের মধ্যে যে কোন একটা সম্বন্ধ আছে, ইহা আমি প্রথম হইতেই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তোমরা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পার নাই। এখন কি করিবে মনে করিতেছ?"

এতক্ষণ পরে ডেন্‌সাম কথা কহিলেন, তিনি বলিলেন, "আমি আমার সঙ্কল্প স্থির করিয়াছি; যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাদের বিশেষ পরিচয় না পাইতেছি, ততক্ষণ আমি নিশ্চিত থাকিব না।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মনের কথা কি হার্কট?"

হার্কট গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ডেন্‌সামের সঙ্কল্প ও আমার সঙ্কল্প অভিন্ন ; তবে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যুবতীর পরিচয় জানিবার জন্য বিশেষ উৎসুক নহি. মিঃ সেবিন্‌কে কোন ছদ্মবেশী বড়লোক বলিয়া সন্দেহ হয়, তাঁহার জীবনের সকল ঘটনাই রহস্য-তিমিরে সমাচ্ছন্ন। আমি সঙ্কল্প করিয়াছি, সেই রহস্যজাল ভেদ করিব, ছদ্ম-বেশের ভিতর হইতেই আসল মানুষটিকে চিনিয়া লইব ; সংবাদ-পত্রের লেখক হিসাবে ইহা আমার পক্ষে আবশ্যক মনে হইতেছে। সুতরাং আমরা তিন জনে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইয়াও একই উদ্দেশ্যে অভিন্নপথে যাত্রা করিয়াছি। তুমি সেই যুবতীর প্রণয়লাভে সমুৎসুক, ডেন্‌সাম চিত্রকর,তিনি তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার একখানি চিত্র আঁকিতে পাইলেই খুসী হন, তিনি যুবতীর সৌন্দর্য্যমুগ্ধ, আমি কবি নহি, প্রেমিকও নহি, আমি সেই খঞ্জ বৃদ্ধের হৃদয়-রহস্য জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "এ অবস্থায় আমার একটি প্রস্তাব আছে, আমরা তিন জনেই এক পথের যাত্রী, এখন কথা এই যে, আমরা একত্র চলিব, না স্বতন্ত্রভাবে চলিব ?"

অনেকক্ষণ তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল, এই রহস্য-ভেদের জন্য তিন জনের একত্র চেষ্টা করা অপেক্ষা স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা করাই বিবেচনা-সিদ্ধ ; ইহাতে তিন জনেই বিভিন্ন দিক্ হইতে নূতন নূতন রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন ; কিন্তু কাহারও কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য তাঁহাদের পরস্পরের সহিত পরামর্শ করি-বেন, ইহাতে কাজ দ্রুত অগ্রসর হইবে, অন্যের অপেক্ষা অধিক জানি-বার জন্য সকলেরই জিদ্ হইবে।

উপসংহারে হার্কট বলিলেন, "সে দিন রাত্রে, যে সময় মিলান

গোটেলে তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, আজ আমরা তিন জনে ঠিক সেই সময়ে সেখানে খানা খাইতে যাইব; ইতিমধ্যে যদি আমরা কোন নূতন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারি, তবে সেই সময় তাহা পরস্পরের গোচর করিব, উল্‌ফেন্‌ডেন্‌. কি বল?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "এ প্রস্তাবে আমি রাজী আছি।"

ডেন্‌সাম্‌ বলিলেন, "আমিও রাজী।"

হার্কট বলিলেন, "তাহা হইলে রাত্রি সাড়ে এগারটার সময়, স্মরণ থাকে যেন।"

৭

মিঃ সেবিন্‌ কে?

শ্রীমতী অর্প সাচেল্‌ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্ত্রী, সম্ভ্রান্ত ইংরাজ-সমাজে তাঁহার বড় প্রতিপত্তি; নাচের মজলিসই বল, আর ভোজের মজ্‌-লিসই বল, সর্ব্বত্রই তাঁহার অসাধারণ সম্মান। কোন সাধারণ লোক কোন কাজে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া প্রায়ই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসে, দ্বারবান্‌ বলে, 'মেমসাহেব বাড়ী নাই।' কিন্তু মিঃ ডেন্‌সাম্‌ যখন তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারবানের হস্তে তাঁহার নামের কার্ডখানি দিলেন, তখন বুদ্ধিমান্‌ দ্বারবান্‌ 'মেমসাহেব বাড়ী নাই' বলিয়া তাঁহাকে ভাগাইবার চেষ্টা করিল না, যেরূপেই হউক, সে বুঝিল, ইনি উমেদার নহেন; সুতরাং সে ডেন্‌সামের কার্ডখানি শ্রীমতীর নিকট লইয়া গেল। বলা বাহুল্য, শ্রীমতী তৎক্ষণাৎ ডেনসাম্‌কে তাঁহার নিকটে লইয়া যাইবার আদেশ দিলেন।

ডেন্‌সাম্‌ শ্রীমতী অর্প সাচেলের উপবেশন-কক্ষে উপস্থিত হইলে শ্রীমতী ডেন্‌সাম্‌কে সহাস্যে বলিলেন, "আজকাল আপনি ভাগ

আছেন ত? শুনিয়াছিলাম, আপনি শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইতে-ছিলেন।"

ডেন্‌সাম্ বলিলেন, "হাঁ, এখন আমি ভালই আছি, মধ্যে মধ্যে মাথার যাতনা হয় বটে, কিন্তু তাহা অধিকক্ষণ থাকে না: আপনার সাক্ষাৎ পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা; আমি ত ভাবিয়াছিলাম, আপনার দ্বারবান্ দরজা হইতেই আমাকে ভাগাইয়া দিবে।"

ডেন্‌সামের কথা শুনিয়া শ্রীমতী খল্‌খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাসি বড় মধুর; শ্রীমতী যেমন সুন্দরী, সেইরূপ চতুরা, সামাজিক শিষ্টাচারেও সেইরূপ সুনিপুণা; তাঁহার গৃহে প্রায় প্রতি মাসেই মজলিসের আয়োজন হইত, সে মজলিসে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইতেন; পরিহাস-নিপুণা, সুরসিকা, বাক্‌পটু ও মুক্তহস্ত বলিয়া সমাজে তাঁহার বড় খ্যাতি ছিল, অনেকে তাঁহাকে ফ্যাসানের রাণী বলিয়া মনে করিত। মি: ডেন্‌সামের সহিত তাঁহার অনেক দিনের পরিচয়।

ডেন্‌সামের কথায় শ্রীমতী হাসিয়া বলিলেন, "আপনার মত লোককে দরজা হইতে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করা কঠিন, তাহাতে নিজেই ঠকিতে হয়।"

ডেন্‌সাম্ বলিলেন, "আমার প্রতি আপনার বড় দয়া।"

দয়ার পরিচয়স্বরূপ ডেন্‌সামের অভ্যর্থনার জন্য শ্রীমতী তৎক্ষণাৎ চা আনিবার আদেশ দিলেন।

বলা বাহুল্য, ডেন্‌সাম্ বিশেষ কোন মৎলবে আজ শ্রীমতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি বুঝিলেন, শ্রীমতীর নিকট তিনি যাহা জানিতে চান, সে কথা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করা শিষ্টাচার-সঙ্গত হইবে না; কি ভাবে কথাটি উত্থাপন করা যায়, চা খাইতে

খাইতে তিনি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে মনে করিলেন, কথা-প্রসঙ্গে শ্রীমতীর মুখ হইতেই কথাটা বাহির করিয়া লইবেন, কিন্তু তিনি তাহার বিশেষ সুবিধা করিতে পারিলেন না,—এ কথা সে কথা নানাকথা চলিতে লাগিল, অনেক অসংলগ্ন কথাও উঠিল, তাহাতে কাজের কথা চাপা পড়িবার উপক্রম হইল। বুদ্ধিমতী শ্রীমতী অর্প সাচেল বুঝিলেন, মিঃ ডেন্‌সাম্ যে জন্য তাঁহার নিকট আসিয়াছেন, যে কারণেই হউক, তাহা তিনি প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন; তাই তিনি বলিলেন, "মিঃ ডেন্‌সাম্, আমি বুঝিতেছি, আপনার কোন বিশেষ কথা বলিবার আছে, কিন্তু যেন তাহা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন, মধ্যে মধ্যে আপনাকে অন্যমনস্ক দেখিতেছি, আপনার মনের কথা কি, খুলিয়া বলুন দেখি; আপনি কি আমার কাছে কোন কথা জানিতে চান?"

ডেন্‌সাম্ আশ্বস্তচিত্তে বলিলেন, "হাঁ, আপনার নিকট একটু অনুগ্রহ-প্রার্থনায় আসিয়াছি।"

শ্রীমতী বলিলেন, "কি বলিবেন, বলুন না; বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? আপনি বোধ হয় জানেন, আপনি আমাকে যে অনুরোধ করিবেন, অসাধ্য না হইলে আমি তাহাই পূর্ণ করিব।"

ডেন্‌সাম্ বলিলেন, "আগামী বৎসর একাডেমীতে পাঠাইবার জন্য আপনার একখানি চিত্র অঙ্কিত করিতে চাই।"

ডেন্‌সাম্ বড় বুদ্ধিমানের মত চাল দিলেন; ডেন্‌সামের ন্যায় উদীয়মান যশস্বী চিত্রকর একাডেমীর জন্য তাঁহার চিত্র অঙ্কিত করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার অনুমতি চাহিতেছেন, ইহা শ্রীমতী মহা সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিলেন; তাঁহার মুখ আনন্দে পূর্ণ হইল, চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

শ্রীমতী সতৃষ্ণনয়নে ডেন্‌সামের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সত্যই কি ইহা আপনার আন্তরিক কথা?"

ডেন্‌সাম্ বলিলেন, "আমার কথায় কি আপনার বিশ্বাস হইতেছে না? নিরপেক্ষভাবে কথা বলিতে হইলে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, আপনার ন্যায় অলৌকিক-রূপ-লাবণ্যবতীর চিত্র একাডেমীতে স্থান পাইবার অযোগ্য নহে।"

ডেন্‌সামের কথা শুনিয়া শ্রীমতী অর্প সাচেলের মুখ মধুর হাস্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আপনি বলুন, কিরূপ পরিচ্ছদে আমার ছবি ভাল উঠিবে; আপনি একদিন আমার পীতবর্ণ সাটিনের গাউনের বড় প্রশংসা করিতেছিলেন, তাহাই কি আপনার পছন্দ?"

শ্রীমতীর অঙ্গে কোন্ পরিচ্ছদ ভাল মানাইবে, কিরূপ পরিচ্ছদে ছবি তুলিলে ছবি অতি সুন্দর দেখাইবে, এ কথা লইয়া অনেকক্ষণ আলোচনা হইল; তাহার পর ডেন্‌সাম্ উঠিবার উপক্রম করিয়া শ্রীমতীকে বলিলেন, "কথায় কথায় আর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছি। আপনি হার্কটকে চেনেন?"

শ্রীমতী বলিলেন, "হার্কটকে আর চিনি না? তাহার সম্বন্ধে কি বলিবেন, বলুন।"—শ্রীমতীর সন্দেহ হইল, এইটিই হয় ত ডেন্‌সামের আসল কথা, এই কথা বলিবার জন্যই তিনি এতক্ষণ ভূমিকা করিতেছিলেন; কথাটা কি, শুনিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল।"

ডেন্‌সাম্ বলিলেন, "কা'ল রাত্রে রুস-রাজদূতের ভবনে যে মজলিস হইয়াছিল, তাহাতে আমি ও হার্কট উভয়েই উপস্থিত ছিলাম, সেই মজলিসে একটি অপরিচিত ভদ্রলোককে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার

সহিত পরিচিত হইবার জন্য হার্কটের মনে অত্যন্ত আগ্রহ হয়; কিন্তু দত্ত-পত্নীর সহিত হার্কটের তেমন জানা-শুনা না থাকায় তিনি তাঁহাকে এ জন্য অনুরোধ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। সেই ভদ্র-লোকটির সহিত আপনার পরিচয় থাকা সম্ভব। এই জন্য আমি হার্কটকে বলিয়াছি, আপনার সহিত আমার সাক্ষাতের সুযোগ হইলে আপনার নিকট সেই ভদ্রলোকের পরিচয় জানিয়া হার্কটকে তাহা বলিব।"

শ্রীমতী বলিলেন,"সে মজলিসে যাহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের অনেকের সঙ্গেই ত আমার জানা-শুনা আছে; কোন্ ভদ্রলোকের কথা বলিতেছেন? তাঁহার নাম জানেন কি?"

ডেনসাম বলিলেন, "শুনিয়াছি, তাঁহার নাম মিঃ সেবিন্, তাঁহার সঙ্গে একটি যুবতীকেও দেখিয়াছিলাম; এই যুবতী মিঃ সেবিনের কন্যা কি ভ্রাতুষ্পুত্রী, তাহা জানি না।"

শ্রীমতীর মনে হইল, এই ভদ্রলোকটি উপলক্ষ মাত্র, তাঁহার সঙ্গিনী যুবতীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাই ডেনসামের উদ্দেশ্য। তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "মিঃ ডেনসাম্, আমাকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি না; তবে মিঃ সেবিন্ যে আমার নিতান্ত অপরিচিত, এ কথাও বলি না; আমি যখন ভারত-ভ্রমণে গিয়াছিলাম, সেই সময় ফরাসী অধিকার-ভুক্ত পণ্ডিচেরী নগরে মিঃ সেবিনের সহিত আমার যৎসামান্য পরিচয় হইয়াছিল; তিনি খঞ্জ না হইলে এতদিন পরে তাঁহার কথা আমার স্মরণ থাকিত কি না সন্দেহ।"

শ্রীমতীর কথা শুনিয়া ডেন্সাম্ কিছু নিরুৎসাহ হইলেন, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইণ্ডিয়াতে আপনি মিঃ

সেবিন্‌কে দেখিয়াছিলেন? তিনি ইণ্ডিয়ায় কি করিতে গিয়াছিলেন? আমার বিশ্বাস, তিনি গবর্মেণ্টের কোন চাকরী করিতেন না।"

শ্রীমতী বলিলেন "সে কথা আমি জানি না, তবে তিনি যে কখনও কোন রাজসরকারে চাকরী করিয়াছেন, এরূপ অনুমান হয় না। কারণ, লোকটি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। মিঃ সেবিন্ সম্বন্ধে আমি যে দুই একটি কথা শুনিয়াছিলাম, তাহাও তেমন উল্লেখযোগ্য নহে, সকল কথা এখন আমার মনেও নাই; তবে মিঃ হার্কট যদি আপনার বন্ধু হন, তাহা হইলে তাঁহাকে আপনি দুই একটি উপদেশ দিতে পারেন।"

ডেন্‌সাম্ বলিলেন, "হাঁ, হার্কট আমার পরম বন্ধু, তিনি বড় ভাল লোক, আপনার উপদেশ কি, বলুন, তাহা শুনিলে ও তদনুসারে কাজ করিতে পারিলে তিনি বোধ হয় সুখী হইবেন।"

শ্রীমতী বলিলেন, "আপনার বন্ধুকে বলিবেন, যদি তিনি সুখশান্তিতে থাকিতে চান, তাহা হইলে যেন কখনও মিঃ সেবিনের সংস্পর্শে না আসেন।"

এই কথা শুনিয়া ডেন্‌সাম একবার তীক্ষ্নদৃষ্টিতে শ্রীমতীর মুখের দিকে চাহিলেন; তাহার পর বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি মিঃ সেবিন্ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন কোন কথা জানেন, হয় ত তাহা তেমন প্রীতিকর নহে।"

শ্রীমতী তাঁহার চেয়ারখানা একটু সম্মুখে টানিয়া আনিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া ভাল করিয়া বসিলেন, তাঁহার প্রফুল্ল মুখখানি হঠাৎ যেন মলিন হইয়া গেল, যেন শরতের পূর্ণচন্দ্রের উপর একখানি কাল মেঘের ছায়া পড়িল; তিনি ডেন্‌সামের মুখের দিকে না চাহিয়া নত...

হইয়া বলিতে লাগিলেন, "সত্যই আমি সেবিন্ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না : তাঁহার সম্বন্ধে যে দুই চারিটি কথা শুনিয়াছিলাম, সে অনেক দিনের কথা। আমার স্মরণশক্তি তেমন তীক্ষ্ণ নহে, সে সকল কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছি : কিন্তু তাহা বিস্মৃত হইলেও আমি যে উপদেশ দিলাম, তাহা অসঙ্গত নহে ; যদি মিঃ হার্কটের পরিবর্ত্তে আমার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু, এমন কি, আপনি পর্য্যন্ত সেবিনের সহিত আলাপ করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলেও আমি বলিতাম, এ ব্যক্তির সংস্রবে কখনও আসিবেন না, কখনও ইহার ছায়া স্পর্শ করিবেন না। যাহারা মিঃ সেবিনের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধে আবদ্ধ, স্ত্রীলোক হউক, পুরুষ হউক, তাহাদের সহবাস সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।"

শ্রীমতীর কথা শুনিয়া ডেন্‌সাম বড় হতাশ হইলেন, কিন্তু তিনি হাসিয়া—কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, "আপনার উপদেশ অবশ্যই পালনীয়। কিন্তু মিঃ সেবিনের সহিত যে যুবতীটিকে দেখা গিয়াছিল, তাঁহাকে তেমন ভয়ঙ্কর জানোয়ার বলিয়া বোধ হইল না : বোধ হয়, সংসার সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতাও নিতান্ত অল্প।"

শ্রীমতী বিবর্ণমুখে বলিলেন, "মিঃ সেবিনের সহিত যে কিছু দিন বাস করিয়াছে, তাহার বয়স যতই অল্প হউক, কোন প্রকার পাপাচরণে তাহার কুণ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই। আমি যে কথা বলিলাম, তাহার মন্দ অর্থ করিবেন না। মিঃ সেবিন্ আমার কখনও শত্রুতাচরণ করেন নাই, ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁহার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলিবার বিষয় নাই : কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল লোমাঞ্চকর গল্প শুনিয়াছি,—যদিও সে সকল কথা এখনও আমার মনে নাই, তথাপি তাহার শতাংশও যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে,

মিঃ সেক্সিনের সংস্পর্শে না থাকাই বাঞ্ছনীয়। লোকটি দ্বিতীয় সয়তান বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।"

ডেন্‌সাম বলিলেন, "কিন্তু সেই যুবতী—"

শ্রীমতী বলিলেন, "আমি ত বলিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।"

ডেনসাম এবার অত্যন্ত সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন, "আমাকে একটি অনুগ্রহ করিতে হইবে। এই অনুগ্রহে আপনার কোন ক্ষতি হইবে না। আমি জানি, রুস-রাজদূত-পত্নীর সহিত আপনার যথেষ্ট বন্ধুত্ব আছে। আজ বৈকালে আপনাকে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। তিনি সেই যুবতী-সম্বন্ধে কি জানেন, তাহা আপনাকে শুনিয়া আসিতে হইবে। তিনি যেন কোন কথা গোপন না করিয়া সকল কথা সরলভাবে আপনার নিকট প্রকাশ করেন। আমি কেন আপনাকে এরূপ অনুরোধ করিতেছি, এ কথা এখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না, কেবল স্মরণ রাখিবেন, আপনি আমাকে বন্ধু বলিয়া মনে করেন, তাই আপনার নিকট এই অনুগ্রহ টুকু প্রার্থনা করিতেছি।"

শ্রীমতী ডেন্‌সামের কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তমাত্র নির্ব্বাকভাবে বসিয়া রহিলেন। তাহার পর তিনি তাঁহার ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া আদেশ দিলেন, "এই মুহূর্ত্তেই আমার ভিক্টোরিয়া সজ্জিত কর।"—তাহার পর তিনি ডেন্‌সামের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিব, আপনিও আমার সঙ্গে চলুন, আপনি আমার গাড়ীতেই বসিয়া থাকিবেন, আমি দূত-পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাহা জানিতে পারি, আপনাকে জানাইব। আপনার জন্য আজ যাহা করিতে যাইতেছি, পৃথিবীতে কাহারও জন্য তাহা করিতাম না,

এ কথা নিশ্চয় জানিবেন; কিন্তু এ জন্য এখন আমাকে দমবাজী দিবার আবশ্যক নাই। আপনি বস্থন, আমি পোষাক করিয়া আসি।”

শ্রীমতী অর্প স্যাচেলের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে পাঁচ মিনিটের অধিক বিলম্ব হইল না, কিন্তু এই যৎসামান্য বিলম্বেই ডেন্‌সাম অধীর হইয়া উঠিলেন; মিঃ সেবিনের সঙ্গিনীর পরিচয় জানিবার জন্য তিনি শ্রীমতী অর্প স্যাচেলকে যে উৎকোচ-প্রদানে সম্মত হইয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত সামান্য নহে, কিন্তু তাহার ফল কি হইবে, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীমতী ডেন্‌সামকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার ভিক্টোরিয়ায় উঠিলেন; ভিক্টোরিয়া বায়ুবেগে রুসরাজদূতের ভবনাভিমুখে ছুটিয়া চলিল, শ্রীমতী গাড়ীতে মৌনভাবে বসিয়া রহিলেন, তিনি যে কার্য্যের ভার লইয়া যাইতেছিলেন, তাহা তাঁহার কিছুমাত্র প্রীতিকর নহে, কেবল ডেন্‌সামকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই তিনি এই গুরুতর ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভিক্টোরিয়া দূত-ভবনে উপস্থিত হইলে শ্রীমতী অর্প স্যাচেল গাড়ী হইতে নামিলেন, ডেন্‌সাম গাড়ীর মধ্যে বসিয়া রহিলেন। শ্রীমতী কতক্ষণ দূত-ভবনে ছিলেন, ডেন্‌সাম তাহা স্থির করিতে পারেন নাই; তিনি এইরূপ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন যে, অর্দ্ধ ঘণ্টা-কাল পাঁচ মিনিটের মত কাটিয়া গেল, শ্রীমতী পুনর্ব্বার গাড়ীর দরজায় আসিলে ডেন্‌সামের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল, তিনি শ্রীমতীর মুখের দিকে আগ্রহপূর্ণ-দৃষ্টিতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া কিছু বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীমতীও গাড়ীতে উঠিয়া তাঁহার কার্য্য-সিদ্ধি সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলেন না, অন্যান্য নানা

কথা বলিতে লাগিলেন। ডেন্‌সাম দেখিলেন, শ্রীমতী অত্যন্ত প্রফুল্ল, ইহাতে তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল।

ভিক্টোরিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে শ্রীমতী ডেন্‌সামকে বলিলেন, "আমি যে কার্য্যের ভার লইয়া গিয়াছিলাম, তাহার কি ফল হইল, জানিবার জন্য আপনি বোধ হয় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। আপনি হয় ত শুনিয়া দুঃখিত হইবেন, আমার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। আমি যে মুহূর্ত্তে দূত-পত্নীর নিকট সেই ভদ্রলোকের নাম বলিলাম, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া আমাকে বলিলেন, 'সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না, কেন যে তোমাকে বারণ করিতেছি, তাহার কারণও জানিতে চাহিও না, কেবল জানিয়া রাখ, এ সম্বন্ধে কোন কথা হইবে না', -- দূত-পত্নীর এই কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম, পুরুষটির কথা না হয় জিজ্ঞাসা না করিলাম, কিন্তু মেয়েটির পরিচয় জানিতে দোষ কি?"

ডেন্‌সাম ঔৎসুক্যভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কথায় তিনি কি উত্তর দিলেন?"

শ্রীমতী অর্প সাচেল বলিলেন, "সেই যুবতী-সম্বন্ধে তিনি আমাকে দুই একটি কথা বলিলেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে সকল কথা জানিয়া আপনার বন্ধুর কোন লাভ হইবে না; আমি কাহারও নিকট সে কথা প্রকাশ করিব না, এইরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ায় তিনি আমাকে সেই গুপ্ত কথা বলিয়াছেন; আমি কোন কারণে সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে পারিব না, এমন কি, আপনার নিকটেও তাহা প্রকাশ করিতে পারিব না"

ডেন্‌সাম বলিলেন, "আমিও আপনাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে অনুরোধ করিব না, আমার নিকট তাহা প্রকাশ করিবার আবশ্যক

নাই। আপনি না বলিলেও আমার বন্ধু সেই বৃদ্ধ ও সেই যুবতীর পরিচয় জানিবার জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন করিবেন এবং তিনি যেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহাতে আমার বিশ্বাস, তিনি কোন না কোন উপায়ে ইহাদের পরিচয় জানিয়া লইবেন।"

শ্রীমতী অর্পসাচেল মৃদুহাস্যে ডেন্‌সামের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার বন্ধুর পক্ষে তাহা অসম্ভব না হইতেও পারে; কিন্তু আপনি মিঃ হার্কটকে একটি কথা বলিতে পারেন।"

ডেন্‌সাম ঔৎসুক্যভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা?"

শ্রীমতী বলিলেন, "আপনি মিঃ হার্কটকে বলিবেন, সেই যুবতীর পরিচয় জানিবার জন্য তিনি যেন বিন্দুমাত্র ব্যগ্র না হন; তাঁহাকে তিনি কোথাও দেখিয়াছেন, এ কথাও যেন ভুলিয়া যান। এই যুবতী কে, কোথায় তাঁহার বাড়ী, তিনি কোন্ সমাজের লোক, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা বলিব না, স্থির জানিবেন, তাহা শুনিয়া কোন ফল হইবে না। আপনি মিঃ হার্কটকে এ কথাও বলিতে পারেন, যদি তিনি সেই যুবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রণয়-লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আত্মসংবরণ করুন, বরং একদিন তাঁহার পক্ষে আকাশের তারা পাড়িয়া তাহার মালা গাঁথিয়া কণ্ঠে ধারণ করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সেই যুবতীর প্রণয়লাভ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।"

ডেন্‌সাম অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন, তাহার পর মাথা তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনার মুখে যাহা যাহা শুনিলাম, হার্কটকে তাহা জানাইব।"

৮

আকস্মিক মিলন।

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বন্ধুদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাসায় ফিরিবামাত্র সেল্‌বি একখানি পত্র-হস্তে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, "কাল রাত্রে যে স্ত্রীলোকটিকে আমার সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন, সে আমার স্ত্রীর মারফৎ এই পত্রখানি পাঠাইয়াছে।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ পত্রখানি লইয়া তাহা খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন,—

"বৃহস্পতিবার, প্রভাত।

প্রিয় লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন্‌!

কল্য রাত্রে আপনার বাসায় গিয়া বড়ই ভুল করিয়াছি। এ জন্য আমি বড় দুঃখিত। এমন অনেক বিষয় আছে, স্ত্রীলোকে যাহা সহজে ভুলিতে পারে না, আপনার নিকট যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, জীবনে তাহা ভুলিব না। আমি আপনার অনুগ্রহে আপনার ভৃত্যের গৃহে বাস করিতে ইচ্ছা করি না; আমি অবিলম্বে এ স্থান পরিত্যাগ করিব; আপনি যখন এই পত্র পাইবেন, তখন আমি বহুদূরে চলিয়া যাইব; আপনি আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবেন না; যদি আমার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে এই নির্বান্ধব স্থানেও বন্ধু জোটাইয়া লইতে বিলম্ব হইবে না। আমি আর পুনর্ব্বার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি না, আপনি আমার এই ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ না করিলেই সুখী হইব। যখন আমরা উভয়ে ডেন্সিংহামে ছিলাম, সেই সময় আপনি আমাকে যে অনুগ্রহের

চক্ষে দেখিতেন, সেই অনুগ্রহের অনুরোধেও আমার এই শেষ প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন ; আমি সে সকল কথা ভুলিয়া যাইতে চাই।

ব্লাঞ্চি মার্টিন।"

উল্‌ফেন্‌ডেনের পত্রপাঠ শেষ হইলে সেল্‌বি বলিল, "হুজুর, আজ সকালে সেই স্ত্রীলোকটি চলিয়া গিয়াছে, যাইবার সময় সে বলিয়া গিয়াছে, স্থানান্তরে তাহার কাজ আছে।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ অন্যমনস্কভাবে তাঁহার পাঠগৃহে প্রবেশ করিলেন মিস্ মার্টিনের পত্র পাঠ করিয়া তিনি কিছু অসন্তুষ্ট হইলেন. এই যুবতী যখন তাঁহার পিতৃগৃহে চাকরী করিত, সেই সময় সে মধ্যে মধ্যে লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেনের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিত, তিনি যাহাতে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হন, সেই জন্য নানা প্রকার রমণী-সুলভ চাতুর্য্য-জাল বিস্তার করিত, তিনি তাহা বুঝিতেন ; কিন্তু ফাঁদে পা দিতেন না। তবে মধ্যে মধ্যে তাহার সহিত সংকিঞ্চিৎ রসালাপও করিতেন। পরুষ-ব্যবহারে রমণীর মনে কষ্ট দেওয়া তিনি অকর্ত্তব্য মনে করিতেন ; তাই বোধ হয়, ব্লাঞ্চি মনে করিয়াছিল, তিনি তাহার প্রেম-পাশে আবদ্ধ হইয়াছেন. সেই ভরসাতেই চাকরী হারাইয়া সে গভীর রাত্রে তাঁহার বাসায় আসিয়াছিল ; কিন্তু যখন দেখিল, সে তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছিল, বিন্দুমাত্র দয়া ভিন্ন তাঁহার হৃদয়ে অন্য কোন ভাব নাই, তখন সে হতাশ হইয়া এই পত্র লিখিয়া সরিয়া পড়িল। ব্লাঞ্চি যে লুব্ধ আশার বশবর্ত্তী হইয়া এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, হৃদয়ে এতখানি স্পর্দ্ধা পোষণ করিতেছিল ; ইহা ভাবিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন ; তাহার পত্রখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, তাহার পর এই সামান্য বিষয়ের কথা মন হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া অপরাহ্ণে পুনর্ব্বার ভ্রমণে বাহির হইলেন।

নানা পথে ঘুরিতে ঘুরিতে উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বণ্ডষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলেন; কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, মিঃ সেবিনের সহিত তাঁহার সঙ্গিনী যুবতী ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। তাঁহারা উভয়ে কি গল্প করিতে করিতে যাইতেছিলেন, পথিপ্রান্তে উল্‌ফেন্‌ডেনকে দেখিবামাত্র তাঁহাদের [illegible] থামিয়া গেল। উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ও টুপী খুলিয়া সহাস্যমুখে তাঁহাদের অভিবাদন করিলেন, মিঃ সেবিন্‌ও তাঁহার প্রতি শিষ্টাচার-প্রদর্শনে ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু উল্‌ফেন্‌ডেনের মনে হইল, তাঁহার সহিত দৈবাৎ এ ভাবে সাক্ষাৎ হওয়ায় মিঃ সেবিন্‌ যেন কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত—কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়াছেন, যেন তিনি এ ভাবে তাহাদের সম্মুখে না পড়িলে [illegible] হ[illegible]।

কিন্তু সেবিনের সঙ্গিনী যুবতী উল্‌ফেন্‌ডেন্‌কে দেখিয়া হর্ষবিহ্বলভাবে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য, [illegible] সঙ্গে আজ হঠাৎ এখানে দেখা হইবে, কে জানিত; লণ্ডনে আসিবার পর আমি আজ এই প্রথম পদব্রজে ভ্রমণে বাহির হইয়াছি।"

যুবতীর এই কয়েকটি মাত্র কথা উল্‌ফেন্‌ডেনের কর্ণের ভিতর দিয়া যেন তাঁহার মর্ম্মে প্রবেশ করিল, এমন সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর তিনি জীবনে কখনও শ্রবণ করেন নাই, কণ্ঠস্বরে বোধ হইল, যুবতী ভিন্নদেশবাসিনী, কিন্তু তাঁহার মুখের সেই কয়েকটি কথা বড় মিষ্ট লাগিল। যুবতীর পরিধানে একটি গাঢ় নীলবর্ণ গাউন; গাউনটি নানা কারুকার্য্যে খচিত; উল্‌ফেন্‌ডেনের [illegible] হইল, এরূপ গাউন প্রস্তুত করা ইংরাজ-দর্জ্জির সাধ্যাতীত। যুবতী এমন সুললিত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া এমন সুধাহাস্য বর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, উল্‌ফেন্‌ডেন্‌কে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য, গৌরব, গর্ব্ব, সকলই যুবতীর চরণমূলে বিসর্জ্জন করিতে হইল। তিনি মনে করিলেন, যুবতীকে কত কথা

বলিবেন, কিন্তু তাহার অবসর পাইলেন না; মিঃ সেবিন্ তাঁহাদের আলাপে বাধাদান করিয়া স্বয়ং কথা আরম্ভ করিলেন।

মিঃ সেবিন্ বলিলেন, "আমার ন্যায় অঙ্গহীনের পক্ষে প্রস্তরবদ্ধ পথে পদব্রজে চলা বড়ই কষ্টকর কার্য্য; কিন্তু লণ্ডন সহরে পদব্রজে বেড়াইতে না পারিলে সহর দেখিয়া আক্ষেপ দূর হয় না, আর আমার এই ভাগিনেয়াটি সহরের সকল জিনিস ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে ভালবাসে।"

মিঃ সেবিনের কথা শুনিয়া যুবতী হাসিয়া উঠিলেন, তাঁহার সেই সরল মধুর হাস্য উগ্র মাদকের ন্যায় উল্‌ফেন্‌ডেনের প্রত্যেক ধমনীতে প্রবেশ করিয়া মত্ততা উপস্থিত করিল।

যুবতী বলিলেন, "দোকানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জিনিসপত্র কিনিতে আমার বড় ভাল লাগে, লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন্, আপনি কি বলেন?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ কৃতার্থ হইয়া বলিলেন, "উহা অপেক্ষা আমোদের কাজ আর কিছুই নাই।"

মিঃ সেবিন্ উল্‌ফেন্‌ডেনের কথা শুনিয়া মৃদুহাস্য করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন্, আপনার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি আনন্দলাভ করিলাম; কাল রাত্রে আপনি আমার যে উপকার করিয়াছিলেন, সে জন্য আপনাকে যথাযোগ্য ধন্যবাদ প্রদর্শন করিবার অবসর পাই নাই; যদি সেই ব্যাপার লইয়া হোটেলের দরজায় গণ্ডগোল উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে আপনার নিকট যথাযোগ্যভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতাম না।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "আপনি আর এ সম্বন্ধে কোন কথা

বলিবেন না, ভদ্রলোকের যাহা কর্ত্তব্য, আপনার জন্ত তাহার অতিরিক্ত কিছুই করি নাই, প্রত্যেক ভদ্রলোকই ইহা করিত।"

মিঃ সেবিন্ বলিলেন, "সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, পৃথিবীতে পরোপকার-প্রবৃত্তি মনুষ্য-হৃদয়ে নিতান্ত সুলভ নহে; যাহা হউক, যে লোকটা আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার কি হইল, বলিতে পারেন? কেহ কি তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "আমার বোধ হয়, কেহ কেহ তাহার পশ্চাতে ছুটিয়াছিল, কিন্তু সে ধরা পড়ে নাই।"

মিঃ সেবিন্ বলিলেন, "বড়ই ভাল হইয়াছে, শুনিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ তাঁহার কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন, মিঃ সেবিন্ যে এরূপ উদারহৃদয় ব্যক্তি, তাহা হঠাৎ তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; তিনি যে আক্রমণকারীকে চেনেন, এ কথা মিঃ সেবিন্‌কে বলিবেন কি না, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন; তাহার পর গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই আততায়ী বোধ হয়, আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত?"

মিঃ সেবিন্ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না; সে আমার সম্পূর্ণ পরিচিত, আমি তাহাকে বেশ চিনিতে পারিয়াছিলাম, আপনিও তাহাকে চেনেন।"

উল্‌ফেন্‌ডেনের বিস্ময়ের ইয়ত্তা রহিল না; তিনি বিস্ফারিতনেত্রে সেবিনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে কথা ফুটিল না।

উল্‌ফেন্‌ডেন্ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মিঃ সেবিন্ বলিলেন, "আমি হোটেলে যাইবার পূর্ব্বে সে আপনার অতিথিরূপে আপনার সঙ্গে হোটেলে খাইতে গিয়াছিল, তাহা জানি, সে হঠাৎ উঠিয়া

হোটেলের বাহিরে গিয়াছিল, তাহাও দেখিয়াছিলাম, সুতরাং তাহার আক্রমণের জন্য আমি একরূপ প্রস্তুতই ছিলাম।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "আপনার কথা সত্য, আমার অতিথি-রূপেই সে হোটেলে থাইতে গিয়াছিল, কিন্তু লোকটি আমার পূর্ব্ব পরিচিত নহে, আমার এক জ্ঞাতি-ভ্রাতা একখানি পত্রে আমার সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দেন, তিনি বোধ হয়, উহাকে ভাল লোক বলিয়াই জানেন।"

মিঃ সেবিন্ বলিলেন, "হাঁ, সে লোক মন্দ নয়, তবে দোষের মধ্যে সে পাগল।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "আপনার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, কিন্তু সে পাগলই হউক, আর যাহাই হউক, আপনি একটু সাবধানে থাকিবেন, নতুবা তাহার পাগলামিতে আপনার বিপদ্ ঘটিতে পারে।"

মিঃ সেবিন বলিলেন, "আমার ক্ষতি করা তাহার সাধ্য নহে, আমার কাছে যে রক্ষা-কবচ আছে, তাহারই সাহায্যে তাহার সকল আক্রমণ ব্যর্থ হইবে। যাহা হউক, গত রাত্রে আপনি যে আমার প্রাণ-রক্ষার সহায়তা করিয়াছিলেন, এ কথা আমি অস্বীকার করিতে পারিব না।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "আপনার এই যৎসামান্য উপকার করিতে পারিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছিলাম; বিশেষতঃ এই দুর্ঘটনাই আপনাদের সহিত আমার পরিচয়ের কারণ, ইহা আমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা।"

মিঃ সেবিন্ বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, আপনার নাম আমি ঠিকই শুনিয়াছিলাম, আপনার নাম ত উল্‌ফেন্‌ডেন?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "আমার ঐ নামই বটে, দুঃখের বিষয়, আমার সঙ্গে আমার নামের কার্ড নাই।"

মিঃ সেবিন্ বলিলেন, "উল্‌ফেন্‌ডেন্ ডেরিংহামের জমীদার-পরিবারের পারিবারিক নাম; আ্যাডমিরাল লর্ড ডেরিংহাম আপনার কেহ হন কি?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "হাঁ, তিনি আমার পিতা, আপনার সহিত কি তাঁহার জানা-শুনা আছে?"

মিঃ সেবিন্ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, তবে তাঁহার নাম শুনিয়াছি বটে, আপনার মাতার প্রশংসার কথাও কাহারও কাহারও নিকট শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সে অনেক দিন পূর্ব্বে; তাঁহাদের কথা উত্থাপন করিয়া আশা করি, আমি অশিষ্টতা প্রকাশ করিলাম না।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "ইহাতে আর কি দোষ হইয়াছে? আমার পিতা এখনও জীবিত আছেন, তবে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল নহে, আপনি ও আপনার ভাগিনেয়ী যদি কোন দিন দয়া করিয়া আমার বাসায় পদার্পণ করিতেন, অন্ততঃ আমাদের ক্লাবে উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে আমি আপনাদের জন্য চায়ের আয়োজন করিয়া ধন্য হইতাম।"

মিঃ সেবিন্ বলিলেন, "আপনার নিমন্ত্রণ লোভনীয় বটে, কিন্তু নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না; প্রকৃত পক্ষে আমার অবসর বড় অল্প, আপনি কিছু মনে করিবেন না।"—তাহার পর তিনি তাঁহার ভাগিনেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হেলেন্, আমি আর চলিতে পারিতেছি না। একখানা গাড়ী ডাকা যাউক।"

ইতিমধ্যে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী সেই স্থানে উপস্থিত হইল; মিঃ সেবিন্ হেলেনের হাত ধরিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইয়া উল্‌ফেন্‌ডেন্‌কে বলিলেন, "লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন্, আশা করি, পুনর্ব্বার আপনার

সহিত সাক্ষাৎ হইবে, আপনার অনুগ্রহের জন্য আর একবার ধন্যবাদ দিতেছি।"

হেলেন্ উল্‌ফেন্‌ডেনের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আপনি আমারও ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন; আজ রাত্রে মিলান হোটেলে যাইতে সাহস হইতেছে না; মনে কেমন একটা আশঙ্কা লাগিয়া আছে।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "আমি আপনাকে অন্ততঃ এই আশ্বাস দিতে পারি যে, আজ রাত্রে মিঃ সেবিনের ভয়ের কোন কারণ নাই; আজ রাত্রে আমিও মিলান হোটেলে যাইব, আপনারা যদি যান, তাহা হইলে যাহাতে পুনর্ব্বার কোন দুর্ঘটনা না হয়, সে দিকে আমার দৃষ্টি থাকিবে।"

হেলেন্ বলিলেন, "আপনার কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম।" তাহার পর তিনি মিঃ সেবিনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "লর্ড উল্‌-ফেন্‌ডেন্ আজ রাত্রে মিলান হোটেলে যাইবেন বলিতেছেন, তাঁহাকে আমাদের সঙ্গে থাকিতে বলিলে হয় না?"

হেলেনের কথায় মিঃ সেবিনের ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল, মুখে ঈষৎ বিরক্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইল; কিন্তু তিনি সে ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন্, আজ রাত্রে মিলান হোটেলে আপনি আমাদের সহিত আহারে যোগ দিলে বড়ই আনন্দিত হইতাম, কিন্তু আপনি যখন সেখানে যাওয়া পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছেন, তখন বোধ হয়, বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়াও রাখিয়াছেন, হোটেলে একাকী আহার করা বিশেষ আমোদদায়ক নহে। বন্ধু-বান্ধবের সহিত না খাইলে তেমন তৃপ্তিলাভ হয় না।"

উল্‌ফেন্‌ডেন বলিলেন, "না, আমি কোন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করি

নাই। আমি সানন্দে আপনাদের সঙ্গে যোগদান করিব। বোধ হয়, রাত্রি এগারটার সময় ?"

মিঃ সেবিন্ বলিলেন, "না, সাড়ে এগারটা। আমরা থিয়েটার শেষ করিয়া হোটেলে যাইব।"

মিঃ সেবিন্ হেলেনের সহিত প্রস্থান করিলেন। উল্‌ফেন্‌ডেন অত্যন্ত পুলকিতচিত্তে বাসার দিকে ফিরিলেন ;—দেখিলেন, অদূরে একটি নীল ফিতা পড়িয়া আছে। এ ফিতা হেলেনের ভাবিয়া তিনি তাহা কুড়াইয়া লইলেন। তাহার পর দুই চারি পদ অগ্রসর হইতেই একটি লোক পশ্চাতে আসিয়া তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলেন। উল্‌ফেন্‌ডেন্ ক্রুদ্ধভাবে ফিরিয়া চাহিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ক্রোধ দূর হইল। তিনি দেখিলেন, মিঃ সেবিনের আততায়ী ফেলিক্স তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

ধূমায়মান বহ্নি।

ফেলিক্সকে দেখিয়া উল্‌ফেন্‌ডেনের মনে ক্রোধের পরিবর্ত্তে বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। সেখানে হঠাৎ তিনি কিরূপে আসিয়া জুটিলেন, উল্‌ফেন্‌ডেন্ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ফেলিক্সকে বলিলেন, "তোমার পাগলামি বোধ হয় সারিয়াছে। তুমি আর একটু আগে এখানে আসিলে মহা বিপদে পড়িতে।"

ফেলিক্স বলিলেন, "আমি বিপদের সন্ধানেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু আমার ভয়ে বিপদ্ দূরে দূরে সরিয়া যাইতেছে। বিপদে পতিত হওয়া সকলের পক্ষে আক্ষেপের বিষয় নহে।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ ফেলিক্সের স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, "দেখ ফেলিক্স, কাহাকেও হত্যা করিবার জন্য লণ্ডনের পথে পথে সুযোগের প্রতীক্ষায় ঘুরিয়া বেড়ান বড় ভাল কাজ নয়; অন্য লোকের কাজে অনধিকার চর্চ্চা করা আমার অভ্যাস নাই। কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই হউক, আর অনিচ্ছাতেই হউক, আমি তোমার এই কাজে জড়িত হইয়া পড়িয়াছি, সেই জন্য তোমাকে দুই এক কথা বলিতে হইতেছে, তুমি মিঃ সেবিনকে ভবিষ্যতে কখনও আক্রমণ করিবে না, এইরূপ অঙ্গীকারে আমার নিকট তোমাকে আবদ্ধ হইতে হইবে; যদি তুমি এ অঙ্গীকার না কর, তাহা হইলে পুলিসে গিয়া আমাকে তোমার কীর্ত্তি-কাহিনী বলিতে হইবে; কিন্তু তুমি পুলিসের হাতে পড়, ইহা আমার ইচ্ছা নহে।"

ফেলিক্স ধীরভাবে বলিলেন, "আমি অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু মনে করিও না, তোমাদের ইংরাজ-পুলিসের ভয়ে আমি তোমার নিকট এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতেছি; ইংরাজ পুলিসের লক্ষগুণ অধিক পরাক্রান্ত শক্তি আমাকে এই কার্য্যে বিরত রাখিয়াছে, আপাততঃ আমি এই ব্যক্তির প্রাণবধের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছি।"

উল্‌ফেন্‌ডেন বলিলেন, "তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ; তোমার কথা আমি বিশ্বাস করিলাম। এখন বল, কেন তুমি ছায়ার ন্যায় মিঃ সেবিনের অনুসরণ করিয়াছ; নিশ্চয় তোমার কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছে।"

ফেলিক্স বলিলেন, "আমি ছায়ার ন্যায় তাহার অনুসরণ করিতেছি, কে বলিল? তুমি বিশ্বাস কর বা না কর, সত্যই আমি হঠাৎ এখানে আসিয়া পড়িয়াছি, মিঃ সেবিনের সন্ধানে বাহির হই নাই;

তুমি যখন বাসা হইতে বাহির হইয়াছিলে, তখন তুমিও কি মনে করিয়াছিলে, পথে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার দেখা হইবে? আমি ওয়ালডফের দোকানে একটু কাজে গিয়াছিলাম, সেখান হইতে বাহির হইয়াই তোমাদের তিনজনকে ফুটপথে দাঁড়াইয়া গল্প করিতে দেখিলাম।"

উল্‌ফেন্‌ডেন বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া সুখী হইলাম।"

ফেলিক্স বলিলেন,"কিন্তু তোমাকে উহাদের দলে মিশিতে দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়াছি। আমি তোমাকে যে কথা বলিয়াছিলাম, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ, অথবা আমার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর নাই? কিন্তু প্রমাণ পাইলে বোধ হয়, আর অবিশ্বাস করিবে না; তুমি বুঝিতে পারিতেছ না যে, যতক্ষণ তুমি এই লোক-টির নিকটে থাক, সেই সময়টুকু তোমার জীবনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অকল্যাণজনক, আমাকে তুমি পাগল মনে করিতেছ, হইতে পারে আমি পাগল, কিন্তু যাহার বন্ধুত্ব লাভের জন্য তুমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, সে যে, একটি শয়তান, এ কথা তুমি কবে বিশ্বাস করিবে? এক দিন তোমাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে তুমি সাবধান হইলে অনুতাপের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিতে।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "মিঃ সেবিন শয়তান কি না, তাহা আমার দেখিবার আবশ্যক নাই, আমি তাঁহার বন্ধুত্ব-লাভের জন্য লালায়িত নহি।"

ফেলিক্স বলিলেন, "কিন্তু তুমি উহার সঙ্গিনীর কৃপাকটাক্ষ লাভের জন্য লালায়িত।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ সক্রোধে বলিলেন, "তুমি এই যুবতী সম্বন্ধে আমার

নিকট কোন কথা বলিও না, তাহার সম্বন্ধে তোমার মুখে একটি কথাও শুনিতে চাহি না।"

ফেলিক্স বলিলেন, "প্রেমের নেশাই এইরূপ, মানুষকে একেবারে অন্ধ করিয়া দেয়, দোষগুণ-বিচারের শক্তি নষ্ট করে।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ ক্রোধ দমন করিয়া বলিলেন, "তুমি এই যুবতীর বিষয়ে যখন কোন কথাই জান না, তখন কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তাহার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা তোমার পক্ষে সঙ্গত নহে।"

ফেলিক্স বলিলেন, "আমি এই যুবতীর বিরুদ্ধে কিছুই জানি না সত্য, কিন্তু এই রমণী সেবিনের হাতের পুতুল, সেবিনের ইচ্ছায় তাহাকে উঠিতে বসিতে হয়, ইহাই যথেষ্ট।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বিরক্তিভাবে বলিলেন, "রাজপথে তোমার সহিত হাতাহাতি করিবার ইচ্ছা নাই, অন্য কথার আলোচনা কর, তুমি এখন কোথায় যাইতেছ।"

ফেলিক্স বলিলেন, "রুসরাজ-দূতভবনে, সেখানে আমার কিছু কাজ আছে।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "আমিও সেই দিকে যাইব, চল, একত্রে যাই; তুমি কি সত্যই রুস-রাজদূতের অধীনে চাকরী কর?"

ফেলিক্স হাসিয়া বলিলেন, "এ কথা ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার কথা তোমার বিশ্বাস হইতেছে না কেন, বলিতে পারি না। তুমি আমাকে যত মন্দলোক মনে করিতেছ, সত্যই আমি তত বদ্-লোক নাই। রুসরাজ-দূত লোবেনস্কির আমি জুনিয়ার সেক্রেটারী, আমার বোধ হয়, রাজনীতির সহিত তোমার সম্বন্ধ নাই।"

উল্‌ফেন্‌ডেন বলিলেন, "আমি রাজনীতির ধার ধারি না, হয় ত

আমাকে বাধ্য হইয়া কোন দিন পার্লিয়ামেণ্টের লর্ড-সভায় বসিতে হইবে, কিন্তু আমি সেই সম্মানের জন্য লালায়িত নহি।"

ফেলিক্স বলিলেন, "তুমি সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি, রাজনীতির পথ পুষ্পাচ্ছন্ন নহে, তুমি যে সম্প্রদায়ের লোক, আমাদের দেশে সেই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নাই; সেখানে কি সমরবিভাগ কি, রাজকীয় মন্ত্রণাবিভাগ সর্ব্বত্রই আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকের প্রভাব লক্ষিত হয়; তোমরা বোধ হয় মনে কর, তোমাদের দেশ সুরক্ষিত, শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা নাই, এইজন্য তোমরা আমাদের সহায়তা-গ্রহণ অনাবশ্যক মনে কর।"

উল্‌ফেনডেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের কোন্ দেশ ?

ফেলিক্স বলিলেন, "সে কথা এখন তোমার জানিয়া কাজ নাই, আমার পরিচয় তুমি যত কম পাও, ততই ভাল, তাহাতে তোমার লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই।"

উল্‌ফেনডেন বলিলেন, "দেখিতেছি, আমাদের দেশ সম্বন্ধে তোমার বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই, ইংলণ্ড, রুসিয়া বা দক্ষিণ-আমেরিকা নহে, আমাদের এখানে কোন প্রকার ষড়্‌যন্ত্রের সহায়তা গ্রহণ অনাবশ্যক, এ দেশে যদি তুমি কোন গুপ্ত ষড়্‌যন্ত্রের ভার লইয়া আসিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার পণ্ডশ্রম মাত্র সার হইবে। তুমি যে দেশেরই লোক হও, আর তোমার যাহাই গুপ্ত অভিসন্ধি হউক, তোমার দেশে বিদেশী দেখিলেই পুলিস তাহার পশ্চাতে লাগিয়া থাকিবে, তুমি কোথায় যাও, কি কর, গোপনে তাহার সন্ধান লইবে, তুমি কোন ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত আছ মনে করিয়া পুলিস সর্ব্বদাই তোমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিবে, কিন্তু এখানে সে ভয় নাই, ইচ্ছা করিলেও তুমি এ দেশে

কোন ষড়্‌যন্ত্র পাকাইয়া তুলিতে পারিবে না; এখানে কোনরূপ ষড়্‌যন্ত্র অচল!"

ফেলিক্স উল্‌ফেন্‌ষ্টেনের কাঁধে হাত দিয়া চলিতে চলিতে নিম্নস্বরে বলিলেন,"তোমাদের দেশে শতকরা নব্বই জন লোকের যেরূপ ধারণা, তোমার ধারণাও সেইরূপ ; কিন্তু এই ধারণা—এই সংস্কার অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ ; তোমাদের দেশ যে অত্যন্ত শক্তিশালী, এ কথা আমি অস্বীকার করি না ; কিন্তু ইউরোপে তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তির অভাব নাই ; রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাহাদের সহিত অনেক সময় তোমাদের সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়, এ অবস্থায় তোমাদের দেশেও গুপ্ত ষড়্‌যন্ত্রের যে যথেষ্ট অবকাশ আছে, ইংলণ্ডের তুষারময় ক্ষেত্রেও যে ষড়্‌যন্ত্রের বীজ উপ্ত হইতে পারে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমি জানি, তোমাদের দেশ ক্ষুদ্র হইলেও অতি সম্ভ্রান্ত, পৃথিবীর ইতিহাসের আরম্ভকাল হইতে এরূপ ক্ষুদ্র আর কোন দেশ এত অধিক শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে নাই, কিন্তু সেই কারণে যদি তুমি মনে করিয়া থাক, ইংরাজ জাতি ষড়্‌যন্ত্রের মায়া কাটাইতে পারিয়াছে, তাহা হইলে আমি সহস্রবার বলিব, তুমি ভ্রান্ত ; আসল কথা তুমি কিছুই জান না ; তোমাকে একটা দৃষ্টান্ত দিই, গতকল্য রাত্রে তুমি আমার ছুরিকা হইতে যে ব্যক্তির প্রাণরক্ষা করিয়াছিলে, সে ব্যক্তি তোমাদের দেশের একজন ভয়ানক শত্রু, সে এই ইংলণ্ডে বসিয়াই তোমাদের দেশের সর্ব্বনাশ-সাধনের ষড়্‌যন্ত্র আঁটিতেছে ; অথচ তুমি বলিতেছ, তোমাদের দেশে ষড়্‌যন্ত্র অচল!"

উল্‌ফেন্‌ষ্টেন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ সেবিন ইংলণ্ডের শত্রু?"

ফেলিক্স বলিলেন, "হাঁ, সে ইংলণ্ডের মহাশত্রু, দৈবক্রমে আমি

এ কথা জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু তোমাদের দেশের মঙ্গলকামনায় আমি যে তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, এরূপ মনে করিও না, আমাদের বিরোধের সহিত রাজনীতির কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা ব্যক্তিগত বিরোধ। আপাততঃ আমি ঐই বিরোধে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছি না, তাহার হৃদয়-শোণিত-পাতের জন্য আমার ছুরিকা সর্ব্বদা উদ্যত থাকিলেও কোন অপ্রতিহত বাহ্য-শক্তি এই কার্য্যে আমাকে বিরত রাখিয়াছে। তোমাদের পুলিসের ভয়ে বা তোমার ন্যায় বন্ধুর বিরাগভাজন হইবার ভয়ে আমি ইহাতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছি, এরূপ মনে করিও না; যে ব্যক্তি আমাকে নিষ্ক্রিয় করিয়াছে, সে শক্তি উল্লঙ্ঘন করা আমার সাধ্যের অতীত, এই জন্যই এই ব্যক্তি এখনও বাঁচিয়া আছে, সে যে আমার শত্রু, তাহা আমাকে ভুলিতে হইয়াছে। আমার হস্তে আপাততঃ তাহার কোন অনিষ্টাশঙ্কা নাই, এ কথা বিশ্বাস করিতে পার, তবে কাল যদি তাহাকে হত্যা করিতে পারিতাম তাহা হইলে ইংলণ্ডের একটি মহাশত্রু বিনষ্ট হইত, আমি ইংলণ্ডকে শত্রুর আক্রমণের হাত হইতে—ভীষণ পরাজয়, অপমান ও ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিতাম, ইংলণ্ডের সর্ব্বনাশ ঘটিবার আর সম্ভাবনা থাকিত না।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ ফেলিক্সের এই সকল অসম্ভব কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; কিন্তু ফেলিক্স যেরূপ আবেগভরে যেরূপ আন্তরিকতার সহিত এই কথাগুলি বলিলেন, তাহাতে ইহা যে সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন, এরূপ মনে করাও সহজ হইল না।

ক্ষণকাল চিন্তার পর উল্‌ফেন্‌ডেন্ ফেলিক্সকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি সত্যই মনে কর, আমাদের দেশের এরূপ কোন বিপদ্ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে? অবশিষ্ট ইউরোপের সহিত আমাদের

কোন বাধ্যবাধকতা নাই। ইউরোপের অন্যান্য দেশ যে সন্ধিসূত্রে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ, তাহার সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই; এ অবস্থায় কে আমাদের বিরুদ্ধে কিরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিবে?”

ফেলিক্স বলিলেন, “তুমি কি জান, ইউরোপের অন্যান্য জাতি ইংলণ্ডের যেরূপ হিংসা করে, ইংলণ্ডকে যেরূপ ঘৃণা করে, আর কাহাকেও সেরূপ করে না?”

উন্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, “এসিয়া মহাদেশে আমাদের আধিপত্য দেখিয়া রুসিয়ার কিঞ্চিৎ গাত্রদাহ হইতেও পারে কিন্তু—”

ফেলিক্স বাধা দিয়া বলিলেন, “এইখানে তুমি আবার ভুল করিলে। ইউরোপের মধ্যে ইটালি ভিন্ন রুসিয়ার মত মিত্র তোমাদের আর কেহই নাই।”

উন্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, “তুমি জর্ম্মনীর কথা ভুলিয়া গিয়াছ, জর্ম্মনীর সহিত আমাদের সৌহার্দ্দ বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়।”

ফেলিক্স অবজ্ঞাভরে বলিলেন, “জর্ম্মনী! তুমি বিশ্বাস কর আর না কর, আমি সত্যই বলিতেছি, জর্ম্মনী তোমাদের ভয়ানক হিংসা করে, আজ হউক, কাল হউক, আর দশবৎসর পরেই হউক, জর্ম্মনীর সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। যদি দুই চারি মাসের মধ্যে জর্ম্মনী ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাহাতেও আমি বিস্মিত হইব না। বার্লিনের রাজসভায় আজ যদি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তাহা হইলে জর্ম্মনজাতির আনন্দের সীমা থাকিবে না। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সৈন্য-পরিচালনের সুযোগ পাইলে তাহারা ফরাসী জাতির বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধরিতে প্রস্তুত নহে।”

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "তুমি যে আমাকে অবাক ক রলে।"

ফেলিক্স বলিলেন, "তুমি রাজনীতির কোন সংবাদ রাখ না বলিয়াই আমার কথা শুনিয়া অবাক্ হইতেছ ; কিন্তু আমি যে সকল কথা বলিলাম, রাজকীয় মন্ত্রণাগারে এ সকল কথা নূতন নহে ; তবে বাহিরের লোক এ সকল বিষয়ের সন্ধান জানে না ; যাঁহাদিগকে দেশ শাসন করিতে হয়, তাঁহাদের দায়িত্ব কিরূপ গুরুতর, তাহাও সাধারণে বুঝিতে পারে না। তোমাদের দেশের দুই জন মাত্র মন্ত্রী ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সঙ্কটজনক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তুমি যদি আজ সকালে দৈনিকপত্র পাঠ করিয়া থাক, তাহা হইলে বোধ হয় দেখিয়াছ, ইংলণ্ডকে সুরক্ষিত করিবার জন্য অধিক সংখ্যক যুদ্ধ-জাহাজ সংগ্রহের প্রস্তাব উঠিয়াছে, কেহ কেহ সৈন্য-বৃদ্ধিরও প্রস্তাব করিয়াছেন ; তোমরা যে এরূপে ধীরে ধীরে রণসাজে সজ্জিত হইতেছ, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছ, সে যুদ্ধ রুসিয়ার বিরুদ্ধেও নহে, ফ্রান্সের বিরুদ্ধেও নহে, তোমাদের এই সমরসজ্জা জর্ম্মনীর বিরুদ্ধে।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "জর্ম্মনী যদি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে নিতান্ত পাগলামি হইবে।"

ফেলিক্স বলিলেন, "জর্ম্মনী যদি কয়েকটি বিষয়ের সন্ধান জানিতে পারে, তাহা হইলে তোমরা নিশ্চয়ই জর্ম্মনীর হস্তে পরাজিত হইবে।"

সহসা পথের অন্যধারে ক্লাবের কাছে উল্‌ফেনডেন হার্কটকে দেখিতে পাইলেন, তিনি ফেলিক্সকে বলিলেন, "ঐ দেখ, হার্কট এই দিকে আসিতেছেন, তিনি সংবাদপত্রের লেখক ; খবরের কাগজ-

-ওয়ালারা কেবল হুজুক খুঁজিয়া বেড়ায়, তুমি যে সকল কথা বলিলে, ইহা খুব হুজুকের কথা ; এ সম্বন্ধে হার্কট কি বলেন, শুনা যাউক।"

ফেলিক্স বলিলেন, "আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি হার্কটের সহিত দেখা করিব না, আমি নরহত্যায় উদ্যত হইয়াছিলাম, হার্কট ইহা জানিতে পারে, এরূপ আমার ইচ্ছা নহে। আমি তোমাকে যে কথা বলিয়াছি, স্মরণ রাখিও ; সেবিনের ছায়াও মাড়াইও না, তাহার সঙ্গীগণের সংস্পর্শেও আসিও না, তাহাদিগকে শয়তান মনে করিও।"

ফেলিক্স উল্‌ফেন্‌ডেনের হাত ছাড়াইয়া অন্যদিকে প্রস্থান করিলেন, ইতিমধ্যে হার্কট উল্‌ফেন্‌ডেনের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন ; উল্‌-ফেনডেন তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার হইয়াছে কি ? তোমাকে এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন ?"

হার্কট বলিলেন, "ইহার যথেষ্ট কারণ আছে, বড় গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ হার্কটকে সঙ্গে লইয়া ক্লাবে প্রবেশ করিলেন।

১০

মিস্ ব্ল্যাঙ্কি মার্টন।

মিঃ সেবিন্ উল্‌ফেন্‌ডেনের নিকট বিদায় লইয়া গাড়ীতে উঠিয়াই ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, তার পর হেলেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই ছোকরা আমার দশ মিনিট সময় নষ্ট করিল ; একদিন সে তাহার এই ধৃষ্টতার প্রতিফল পাইবে।"

হেলেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনি কে ?"

সেবিন বলিলেন, "শুনিলে না, উঁহার নাম লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন ?"

হেলেন বলিলেন, "তা শুনিয়াছি, কিন্তু লোকটি কে ?"

সেবিন বলিলেন, "আরল্‌ ডেরিংহাম্‌—যিনি পূর্ব্বে বৃটিশ-রণতরী-বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহারই একমাত্র পুত্র ; ইহার অধিক পরিচয় আমার জানা নাই।"

হেলেন বলিলেন, "অ্যাডমিরাল ডেরিংহামের নাম পূর্ব্বে যেন কোথায় শুনিয়াছি।"

সেবিন বলিলেন, "শুনিয়া থাকিতে পার ; কিছু দিন পূর্ব্বে ইংলিস-উপসাগরে বহুসংখ্যক রণতরী ডুবিয়া যায় ; সে সময় অ্যাডমিরাল ডেরিংহাম বহু কষ্টে রক্ষা পাইয়াছিলেন ; লোকে বলে, এই দুর্ঘটনার জন্য তিনি আংশিক পরিমাণে দোষী, অনেকেই তাঁহাকে দোষী করিয়াছিলেন।"

হেলেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "অ্যাডমিরাল ডেরিংহামের মাথা খারাপ হইয়াছে শুনিয়াছি, এ কথা কি সত্য ?"

সেবিন্‌ বলিলেন, "সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় তাঁহার মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল, তাহার পর মধ্যে মধ্যে তাঁহার মূর্চ্ছা হইত ; তিনি চাকরী ছাড়িয়া নরফোকের পল্লী-নিবাসে বাস করিতেছেন ; তবে তাঁহার যে মাথা খারাপ হইয়াছে, এ জনরব সত্য বলিয়া মনে হয় না, অন্ততঃ আমি বিশ্বাস করি না।"

হেলেন ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আমি একদিন শুনিয়াছিলাম, এই লোকটিকে হাতে পাইলে আপনার অনেক উপকার হয়, এ কথা কি সত্য ?"

সেবিন্‌ বলিলেন, "হাঁ, কতকটা সত্য বটে ; তিনি পাগল হউন,

আর না হউন, ইংলণ্ডের উপকূলভাগের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে ও যে সকল যুদ্ধ-জাহাজ শত্রুপক্ষের আক্রমণ হইতে ইংলণ্ডকে নিয়ত রক্ষা করিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে তিনি যত কথা জানেন, ইংলণ্ডের অন্য কোন লোকের সেরূপ অভিজ্ঞতা নাই। এই সকল রণতরীর কোথায় কোন্ ত্রুটি আছে, ইংলণ্ডের উপকূলের কোন্ কোন্ স্থান আক্রমণ করিলে শত্রুপক্ষ সহজে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিতে পারে, এই সকল খুঁটিনাটি বিষয়ে তিনি মহা পণ্ডিত, কিন্তু অনেকে এ কথা বিশ্বাস করে না. তাহারা মনে করে, লোকটা বদ্ধ পাগল। ভবিষ্যতে বাহ্য শত্রুর আক্রমণে ইংলণ্ড কিরূপে বিব্রত হইতে পারে এবং তাহা নিবারণের উপায় কি, এই সম্বন্ধে তিনি সংবাদপত্রে যে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার জ্ঞান ও বহুদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল।

হেলেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল ব্যাপারের সহিত আপনার কি সম্বন্ধ ; আপনি ইহা লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন কেন?"

সেবিন বলিলেন, "এ কালে পৃথিবীর সকল দেশের লোকই অন্যান্য দেশের নানা জ্ঞাতব্য সংবাদ জানিবার জন্য মাথা ঘামাইতেছে, ইহা যে আমার খেয়ালমাত্র, ইহা মনে করিও না ; মানুষের কৌতূহলের সীমা নাই ; অন্যের কথায় দরকার কি, তুমিই ত লর্ড উলফেন্‌ডেন্ সম্বন্ধে কত কথা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ, অথচ সে সকল কথা না জানিলেও তোমার কোন ক্ষতি নাই।"

হেলেন বলিলেন, "আমার এই কৌতূহল কি অন্যায় হইয়াছে?"

সেবিন্ বলিলেন, "ন্যায় অন্যায়ের কথা বলিতেছি না, কিন্তু তাহার কি আবশ্যক ছিল ; তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য পথে চলিতে চলিতে তুমিই প্রথমে থামিলে, তাহাকে দেখিতে পাও নাই, এই ভাবে চলিয়া গেলেও কোন ক্ষতি ছিল না ; কেবল তাহাই

নহে, তুমি আজ রাত্রে আমাদের সঙ্গে হোটেলে যাইবার জন্ত তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলে ; তোমার কাজটা সঙ্গত হয় নাই।"

হেলেন বলিলেন, "আপনি বুড়া হইয়াছেন, তাই অনেক কাজই আপনার অসঙ্গত মনে হয়, অনেকের নিকট যাহা অসঙ্গত, নানা কারণে কেহ কেহ তাহা সঙ্গতও মনে করে।"

সেবিন্ বলিলেন, "তুমি ছেলেমানুষ, তাই ভালমন্দ এখনও বিচার করিতে শেখ নাই ; কিন্তু তোমার বয়স হইলে তোমার ধারণা পরিবর্ত্তিত হইবে ; এখন যে সকল কাজ খুব সঙ্গত মনে করিতেছ, দুই চারি বৎসর পরে তাহা ছেলেমানুষি ভিন্ন আর কিছুই মনে হইবে না।"

হেলেন হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি, বুড়া হইলে মানুষ বড় মৎলববাজ হয়।"

মিঃ সেবিন্ বাসায় আসিলে তাঁহার ভৃত্য জানাইল, একটি যুবতী তাঁহার পাঠগৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে।

সেবিন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কতক্ষণ আসিয়াছে ?"

ভৃত্য বলিল, "প্রায় দুই ঘণ্টা হইবে, আপনার বিলম্ব দেখিয়া সে বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

সেবিন্ তাঁহার পাঠ গৃহে প্রবেশ করিলেন ; দরজা বন্ধ করিয়া টেবিলের নিকট অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একটি যুবতী চেয়ারে বসিয়া সিগারেট টানিতেছে ; সিগারেটের ধূমে ঘরটি পরিপূর্ণ। এই যুবতী পাঠকগণের পূর্ব্বপরিচিত ব্ল্যাঙ্কি মার্টন। তাহাকে দেখিয়া সেবিন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্ল্যাঙ্কি, সংবাদ কি ? এমন অসময়ে তোমাকে এখানে দেখিবার আশা করি নাই।"

ব্ল্যাঙ্কি বলিল, "মহাশয়, সব গোল হইয়া গিয়াছে, আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে।"

সেবিন্ বলিলেন, "সে কি, তুমি ধরা পড়িয়াছ না কি ?"

ব্ল্যাঙ্কি বলিল, "না, সন্দেহ করিয়া আমাকে তাড়াইয়াছে, আমি ত আপনাকে পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলাম, লর্ড ডেরিংহাম আমার উপর কড়া পাহারা বসাইয়াছে। আমাকে সন্দেহ করিবার কারণ কি, বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু আপনি জানেন, আমার উপর অন্যায় সন্দেহ করে নাই; বুড়াটা বড় ধূর্ত্ত, কত দিন তাহার চোখে ধূলা দিব ?

সেবিন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সন্দেহ করিবার কারণ ?"

ব্ল্যাঙ্কি বলিল, "কারণ বিশেষ কিছুই নাই; বুড়া আমার ডেস্কের উপর একখানি কার্ব্বন কাগজ দেখিয়াছিল, ইহাতেই তাহার সন্দেহ, সঙ্গে সঙ্গে আমার জবাব।"

"লেডী ডেরিংহামের মত কি ?"

ব্ল্যাঙ্কি বলিল, "তিনিও তাঁহার স্বামীকে পাগল মনে করেন; আমি তাঁহার নিকট সাহায্য পাইব আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি যে কারণেই হউক, আমার চাকরী যাওয়ায় অসন্তুষ্ট হন নাই।"

সেবিন্ বলিলেন, "আর কিছুই জানিতে পারেন নাই ত ?"

ব্ল্যাঙ্কি বলিল, "না, আমি তাঁহার যে সকল কাগজ-পত্র নকল করিতাম, আমি যে তাহা নিতান্ত বাজে কাগজ মনে করি, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন; সুতরাং সেই সকল বাজে কাগজের এক প্রস্থ নকল কোন উদ্দেশ্যে নিজের কাছে রাখিব, তাঁহার মনে এরূপ ধারণা হয় নাই; কিন্তু লোকটি বড়ই সন্দিগ্ধচিত্ত, এজন্যই আমাকে তাড়াইয়াছে।"

সেবিন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার চাকরী যাওয়াতে লেডী ডেরিংহাম কি জন্য সুখী হইলেন ?"

ব্ল্যাঙ্কি বলিল, "তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার ছেলেকে আমি প্রেম-জালে বাঁধিবার চেষ্টায় আছি।"

সেবিন্ বলিলেন, "কে, লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন্ ?"

ব্ল্যাঙ্কি বলিল, "হাঁ।"

সেবিন্ বলিলেন, "তুমি বড় বুদ্ধিমতী এই যুবকের সাহায্যে কোন কাজ হইতে পারে কি ?"

ব্ল্যাঙ্কি বলিল, "কিছু না, লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন্ নিরেট বোকা, স্ফূর্ত্তি-বাজ লোক, অকর্ম্মণ্যের একশেষ।"

সেবিন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ, না আন্দাজে বলিতেছ ?"

ব্ল্যাঙ্কি একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, "কাল রাত্রে আমি তাহার কাছে গিয়াছিলাম; আমার চাকরী গিয়াছে শুনিয়া সে খুব সহানুভূতি প্রকাশ করিল, আমাকে চাকরের সঙ্গে একটা বাড়ীতে বাস করিবার জন্য পাঠাইয়া দিল।"

সেবিন্ সদয়ভাবে বলিলেন, "ব্ল্যাঙ্কি তোমার মত বুদ্ধিমতী সচরাচর দেখা যায় না, তোমার গুণ অন্যে বুঝিতে পারিবে না, তোমাকে আমি পাইয়াছিলাম, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।"

ব্ল্যাঙ্কি বলিল, "আপনার সৌভাগ্যের আপনি ফলভোগ করিতে-ছেন; আপনি আমাকে যাহা করিতে বলিয়াছেন, আমি ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া তাহাই করিয়াছি, আমি আপনার হাতের অস্ত্র, মালিক যেমন চালায় সেইরূপ চলে, সুতরাং অস্ত্রের প্রশংসা করিলে মালিকের নিজেরই প্রশংসা করা হয়।"

সেবিন্ বলিলেন, "তা বটে, ভাগ্যক্রমে আমি যে কাজে হাত দিতেছি, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতেছি, এ গুণপণা আমার নহে।

কিন্তু এ সকল আলোচনায় আর কাজ নাই, তুমি আমার জন্য যাহা করিয়াছ, তাহা কখনও ভুলিব না। এ সময়ে তোমার চাকরী যাওয়া বড়ই অসুবিধার কারণ হইল ; এখন যে আমি কি করিব, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না ; লর্ড ডেরিংহাম তোমার স্থানে কাহাকে নিযুক্ত করিবেন, জানিতে পারিলে অনেকটা সুবিধা হইত।"

ব্লাঙ্কি বলিল, "সেখানে আর আপনি ডাল্ গলাইতে পারিবেন না। আমার চাকরীতে শীঘ্র কেহ নিযুক্ত হইবে বলিয়া বোধ হয় না ; আর এক সপ্তাহের কাজ বাকী আছে, লর্ড ডেরিংহাম নিজেই তাহা শেষ করিবেন।"

সেবিন্ বলিলেন, "তিনি নিজে নকল করিবেন, ইহা বিশ্বাস হয় না ; অবশিষ্ট নকলগুলি কোন উপায়ে সংগ্রহ করিতে পারিবে না ?"

ব্লাঙ্কি বলিল, "সে গুড়ে বালি ; লর্ড ডেরিংহাম ঘরের চারিদিকে পাহারা বসাইয়াছেন ; যে ঘরে তাঁহার কাগজ-পত্র থাকে, সে ঘরের জানালাগুলা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছেন ; সেই ঘরেই তিনি রাত্রে শুইয়া থাকেন, একটা বন্দুক গুলী ভরিয়া সর্ব্বদা কাছে রাখেন ; তদ্ভিন্ন রাত্রে চোর ধরিবার জন্য বাড়ীর চারিদিকে ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছেন ; সেই ফাঁদে পা পড়িলে আর রক্ষা নাই।"

সেবিন্ বলিলেন, "তাঁহার এই সকল আয়োজন দেখিয়াই লোকে তাঁহাকে পাগল মনে করিতেছে।"

ব্লাঙ্কি বলিল, "লোকটা সত্যই পাগল ; তাঁহার সঙ্গে আপনি একদিনও বাস করিতে পারেন না।"

সেবিন বলিলেন, "পাগলামিটা বোধ হয়, উঁহাদের বংশগত।"

ব্লাঙ্কি বলিল, "সে যাহাই হউক, চাকরী ছাড়িয়া আসিয়া আমার হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে। চাকরী ত নয়, যেন জেলে বাস করা

একটু নিশ্বাস ফেলিবার যো ছিল না ; প্রত্যহ যে কত গালাগালি হজম করিতে হইত, তাহা বলিয়া উঠা কঠিন, কেবল আপনার নিকট পুরস্কারের লোভে সকল যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলাম। এখন আমাকে কিছু টাকা দেন, আমি মাসখানেক হাওয়া বদলাইয়া আসি।"

সেবিন বলিলেন, "টাকার ভাবনা কি, টাকা তুমি এখনই লইতে পার, কিন্তু তোমাকে এক মাসের জন্য ছাড়িতে পারিব না, তাহাতে কাজের বিস্তর ক্ষতি হইবে ; আমি কয়েকদিনের মধ্যেই বৃদ্ধ লর্ডের অবশিষ্ট কাগজগুলির নকল চাই।"

ব্ল্যাকি রাগ করিয়া বলিল, "আমি ত আপনাকে বলিয়াছি, আমার আর সে মুখো হইবার উপায় নাই ; আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না ? আমি চেষ্টা করিলেও আর সেখানে চাকরী পাইব না, সেখানে চাকরী করিতেও যাইব না।"

সেবিন্ বলিলেন, "তোমাকে সেখানে যাইতে বলিতেছি না, তবে তোমার নিকট অন্য রকম সাহায্য চাই। আমি নিজে ডেরিংহামে যাইব ; কিন্তু স্থানটি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, সুতরাং তোমার সাহায্য লইতে হইবে ; তোমার বাড়ীও সে অঞ্চলে নয় ?"

ব্ল্যাকি বলিল, "তাহাতে কি ?"

সেবিন্ বলিলেন, "বিশেষ কিছু নয়, তুমি বলিতেছিলে, কোথাও হাওয়া বদলাইতে যাইবে, আমার ইচ্ছা, তুমি সেইখানে গিয়া হাওয়া বদলাও।"

ব্ল্যাকি বলিল, "তাহা হইলে ত আমাকে বেশ ছুটী দিলেন ; যদি সেই অঞ্চলেই থাকিতে হয়, তবে আমাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে।"

সেবিন্ চেক্‌বহি বাহির করিয়া ব্ল্যাকিকে বলিলেন, "আমি প্রথমে

মনে করিয়াছিলাম, তোমাকে পাঁচশত টাকা দিব, কিন্তু তুমি তোমার কার্য্যে আমাকে যেরূপ সন্তুষ্ট করিয়াছ ও ভবিষ্যতে তুমি আমার জন্য যাহা করিবে, তাহার উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও পুরস্কারবাবদ তোমাকে হাজার টাকা দিতেছি। এই চেক লইয়া যাও; এক সপ্তাহমধ্যেই তুমি আমার পত্রে অন্যান্য কথা জানিতে পারিবে।"

ব্ল্যাঙ্কি হাজার টাকার চেক্‌খানি হস্তগত করিয়া মিঃ সেবিন্‌কে বলিল, "আজ রাত্রে আপনি আমাকে হোটেলে লইয়া গিয়া নিমন্ত্রণ খাওয়াইলে বড় সুখী হইব।"

সেবিন্ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, সে সুবিধা হইবে না, আমার সঙ্গে একটি মেয়ে আছে, তাহাকে ও তোমাকে একসঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব না।"

ব্ল্যাঙ্কি হাসিয়া বলিল, "বুড়া হইয়াছেন, তথাপি স্ত্রীলোক সঙ্গে না থাকিলে আপনার চলে না।"

সেবিন্ তাহাকে তাড়া দিয়া বলিলেন, "চুপ কর, সে আমার ভাগিনেয়ী; তাহার আব্‌দার শুনিতে শুনিতে আমি অস্থির হইয়া উঠিয়াছি, তাহার উপর তোমার আব্‌দার চলিবে না; তোমারও বন্ধু-বান্ধবের অভাব নাই, ইচ্ছা হইলে তাহাদের লইয়া হোটেলে গিয়া আমোদ করিতে পার; টাকাও ত অনেক পাইলে; আমার কাজ শেষ না হইলে আমি আমোদ-প্রমোদ করিবার অবসর পাইতেছি না।"

ব্ল্যাঙ্কি উঠিয়া বলিল, "সেই পাগলের কতকগুলি বাজে কাগজ লইয়া আপনার যে কি পরমার্থ-লাভ হইবে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

সেবিন্ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "একদিন তোমাকে সে কথা বুঝাইয়া

দিব, এখন কিছু দিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, এখন সে সকল কথা বুঝিতে পারিবে না ; বুঝিবার চেষ্টাও করিও না।"

ব্ল্যাঙ্কি বলিল, "আপনি আমাকে যাহা বুঝাইবেন, তাহা জানা আছে ; এত দিনেও যাহা বুঝিতে পারিলাম না, কোন দিনও তাহা বুঝিতে পারিব না।"

সেবিন্ বলিলেন, "না পার, ক্ষতি নাই, কিন্তু আসল কথা ভুলিও না।"

১১

সুবর্ণ-ফল।

সেই দিন রাত্রে যথাসময়ে হার্কট ও ডেন্‌সাম্ মিলান হোটেলে উপস্থিত হইলেন ; তাঁহারা হোটেলের একটি ভৃত্যের হস্তে তাহাদের কোট ও টুপী দিয়া উল্‌ফেন্‌ডেনের প্রতীক্ষায় ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিলেন। এই ভাবে পনের মিনিট কাটিয়া গেল। হোটেলে যাহাদের খাইতে যাইবার কথা ছিল, সকলেই একে একে উপস্থিত হইয়া টেবিল অধিকার করিল, কিন্তু তথনও উল্‌ফেন্‌ডেনের দেখা নাই।

অবশেষে হার্কট, ঘড়ি খুলিয়া অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন, "উল্‌ফেন্‌ডেনের জন্য আর অপেক্ষা করিয়া ফল নাই। সে বোধ হয়, কোথাও আট্‌কাইয়া পড়িয়াছে, আসিলে এতক্ষণ আসিত ; ইহার পর, আমরা কোন টেবিলে জায়গা পাইব না।"

ডেন্‌সাম্ বলিলেন, "তাহাই কর্ত্তব্য, যদি উল্‌ফেন্‌ডেন্ আসে, আমাদিগকে খুঁজিয়া লওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না।"

ডেন্‌সাম ও হার্কট পরস্পরের গলা ধরিয়া একটি কক্ষ-দ্বারে অগ্রসর

হইলেন, হার্কট পাশের একটি কক্ষের দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমরা এতক্ষণ যাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছি, সে ঐ দেখ!"

হার্কটের কথায় ডেন্‌সাম্ সেই কক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, মিঃ সেবিন্ ও তাঁহার ভাগিনেয়ী পূর্ব্বরাত্রে যে টেবিলে খাইতে বসিয়াছিলেন, সেই দিনও তাঁহারা সেই টেবিলে আহারে বসিয়াছেন, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে উল্‌ফেন্‌ডেন্ বসিয়া আছেন। সেবিন্ আহারে মন দিয়া ছিলেন, তাঁহার ভাগিনেয়ী হেলেন হাসিয়া হাসিয়া উল্‌ফেন্‌ডেন্‌কে কি কথা বলিতেছিলেন।

হার্কট ডেন্‌সামের কানে কানে বলিলেন, "ছোকরা সত্যই ভাগ্যবান্, আজ বৈকালে উল্‌ফেন্‌ডেন্‌কে হোটেলে আসিবার কথা বলিলে সে বলিয়াছিল, 'তোমরা আমার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইও না, আমি ঠিক সময়েই যাইব।'—এখন উহার কথার অর্থ বুঝিতেছি, হতভাগা আমাদের আগেই আসিয়াছে, কিন্তু উহাদের সঙ্গে জুটিল কি করিয়া?"

ডেনসাম্ এ কথার কোন উত্তর করিলেন না; উভয় বন্ধুতে পাশের ঘরে টেবিল দখল করিয়া বসিলেন। তাঁহারা যেখানে বসিলেন, সেখান হইতে উল্‌ফেন্‌ডেনের মুখ দেখা যাইতেছিল না; উল্‌ফেন্‌ডেন্ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু তিনি আহার করিতে করিতে কি কারণে একবার পশ্চাতে মুখ ফিরাইবামাত্র বন্ধুদ্বয়ের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, তিনি তৎক্ষণাৎ হেলেনের কানের কাছে মুখ আনিয়া তাঁহাকে কি বলিলেন, হেলেন সম্মতিসূচক গ্রীবাভঙ্গী করিলেন, তখন উল্‌ফেন্‌ডেন্ উঠিয়া বন্ধুদ্বয়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন।

হার্কট বা ডেন্‌সাম্ কেহই প্রথমে কোন কথা বলিলেন না; উল্‌ফেন্‌ডেন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এত বিলম্ব করিয়া ফেলিলে যে?"

হার্কট বলিলেন, "আমরা ঠিক সময়েই আসিয়াছি, তোমার প্রতীক্ষায় প্রায় ১৫।২০ মিনিট বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলাম, জানিতাম না যে, তুমি অনেক আগে আসিয়া মজা লুটিতেছ।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "আমার জন্ত তোমাদের কিছু অসুবিধা হইয়াছে, ইহাতে দুঃখিত হইলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম, এখানে আসিবার পূর্ব্বে তোমাদের সংবাদ দিয়া আসিব, কিন্তু তাড়াতাড়িতে সংবাদ পাঠাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম; তোমাদেরই বোকামি, যখন দেখিলে সময় উত্তীর্ণ হইলেও আমি আসিলাম না, তখন অনর্থক বাহিরে দাঁড়াইয়া না থাকিয়া হোটেলের ঘরগুলি খুঁজিয়া দেখিলেই পারিতে।"

হার্কট বলিলেন, "ইহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই, তবে আমরা তিন জনে এক টেবিলে বসিতে পারিলাম না ইহাই দুঃখ।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "কি করি, নিমন্ত্রণটা ছাড়িতে পারিলাম না, তাহা অবশ্যই বুঝিয়াছ।"

হার্কট বলিলেন, "তাহা আর বুঝি নাই? তবে হঠাৎ কিরূপে তোমার এই নিমন্ত্রণলাভ হইল, তাহাই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমরা সকল কথা শুনিতে চাই; কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হইবে বল।"

"আমার বাসায়।"—এইমাত্র বলিয়া উল্‌ফেন্‌ডেন্ সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া তাঁহার আসনে গিয়া বসিলেন।

মিঃ সেবিন্ উল্‌ফেন্‌ডেন্‌কে বলিলেন, "আপনার ঐ বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজন সংবাদপত্রের লেখক নহেন কি? তাঁহার মুখখানি পরিচিত বোধ হইতেছে; উহাঁকে বোধ হয়, আর কোথাও দেখিয়াছি, নামটিও বোধ হয় জানিতাম, কিন্তু এখন মনে পড়িতেছে না।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "হাঁ, উনি সংবাদপত্রের লেখক, উনি কোন বিশেষ সংবাদপত্রের চাকরী করেন না, তবে অনেক কাগজেই মধ্যে মধ্যে লিখিয়া থাকেন, সুলেখক বলিয়া উহাঁর প্রশংসা আছে, উনি চিন্তাশীল ও অত্যন্ত পরিশ্রমী লেখক, উহাঁর নাম হার্কট।"

সেবিন্ বলিলেন, "হার্কট? নামটা মনে পড়িতেছে না; সংবাদপত্রে তিনি বোধ হয়, রাজনীতির চর্চ্চা করেন?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "সংবাদপত্রে রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখেন কি না জানি না, তবে সামাজিক প্রবন্ধ মধ্যে মধ্যে লেখেন দেখিয়াছি; বৈদেশিক রাজনীতিতেও উহাঁর যথেষ্ট অনুরাগ আছে। আমার অন্য বন্ধুটির নাম ডেন্‌সাম্। উনি চিত্রকর; এবার উনি বৃটিশ একাডেমীতে তাঁহার অঙ্কিত যে চিত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা জনসাধারণে অত্যন্ত প্রশংসিত হইয়াছে। মনুষ্যের চিত্রাঙ্কণে আমাদের দেশে এখন উনি অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

হেলেন এই কথা শুনিয়া একবার বিস্ময়পূর্ণ-দৃষ্টিতে ডেন্‌সামের দিকে চাহিলেন, তাহার পর উল্‌ফেন্‌ডেন্‌কে বলিলেন, "উহাঁর চেহারা দেখিয়া উনি যে চিত্রকর, তাহা বুঝিতে পারা যায়। আমার বোধ হয়, উহাঁর অঙ্কিত একখানি অতি উৎকৃষ্ট ফরাসী দৃশ্যপট দেখিয়াছি, ছবিখানি আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। উনি ডেভেনপোর্টের কাউন্টেসের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা অতি চমৎকার হইয়াছে।"

উল্‌ফেন্‌ডেন বলিলেন, "আপনার আপত্তি না থাকিলে

আমার এই চিত্রকর বন্ধুটিকে আপনার সহিত পরিচিত করিতে পারি।"

মিঃ সেবিন্ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, তাহার আর আবশ্যক নাই, আমরা ইংলণ্ডে আর অধিক দিন থাকিব না, যে কয়দিন এখানে আছি, বিশেষ কোন কারণে নূতন লোকের সহিত আলাপ-পরিচয় করিব না।"

মিঃ সেবিনের এই কথা শুনিয়া হেলেন যে একটু দুঃখিত হইলেন, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল; কিন্তু তিনি কোন কথা বলিলেন না। তাঁহারা দুই চারি দিনের মধ্যেই ইংলণ্ড ত্যাগ করিবেন শুনিয়া উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ও বড় দুঃখিত হইলেন; তাহার পর সেবিন্‌কে বলিলেন, "ইংলণ্ডে আসিয়া যে কয়েকজন লোকের সহিত আপনার নূতন আলাপ হইয়াছে, তাহাদের সহিত পরিচয় হওয়ায় আশা করি, আপনি দুঃখিত নহেন।"

সেবিন্ বলিলেন, "আপনি নিজের কথা ভাবিয়া বোধ হয় এ কথা বলিলেন। আপনার সহিত পরিচয় হওয়ায় আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি, এ কথা অস্বীকার করিতে পারিব না, কি বল হেলেন? কিন্তু আমার বিশ্বাস, আজ রাত্রের পর পুনর্ব্বার যে আপনার সহিত ইংলণ্ডে আমাদের সাক্ষাৎ হইবে, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

উল্‌ফেন্‌ডেনের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি তাঁহার উৎকণ্ঠা কষ্টে দমন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনারা কি এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন?"

মিঃ সেবিন্ বলিলেন, "হাঁ, শীঘ্রই আমাদিগকে যাইতে হইবে, আমরা এই সপ্তাহেই লণ্ডন ত্যাগ করিব। উল্‌ফেন্‌ডেন্, আপনি মনে করিবেন না, দেশভ্রমণের উদ্দেশ্যে বা আমোদ-আহ্লাদ করিবার জন্য

আমরা লণ্ডনে আসিয়াছি; কার্য্যানুরোধে আমাদিগকে পৃথিবীর বহু-দেশে পরিভ্রমণ করিতে হয়, যেখানে আমাদের যাইবার ইচ্ছা নাই, অদৃষ্টসূত্র সেখানেও আমাদিগকে টানিয়া লইয়া যায়। আপনি আমার এই সিগারেটটি পরীক্ষা করিয়া দেখুন, এ সিগারেট বাজারে ক্রয় করি নাই, খেদিব আমাকে এইরূপ কতকগুলা সিগারেট উপহার দিয়াছিলেন। আপনি বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না, রাজ্যশাসনে খেদিবের তৎপরতা থাক্ না থাক্, ধূমপানে তিনি বিলক্ষণ তৎপর; তাঁহার রাজ্যে যেমন উৎকৃষ্ট সিগারেট হয়, পৃথিবীর কোন দেশেও সেরূপ হয় না।"

হেলেন এতক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ব্বাকভাবে তাঁহাদের কথা শুনিতেছিলেন, তিনি দেখিলেন, তাঁহারা শীঘ্র ইংলণ্ড ত্যাগ করিবেন শুনিয়া উল্‌ফেন্‌ডেনের মুখ মলিন হইয়াছে; তিনি উল্‌ফেন্‌ডেন্‌কে প্রফুল্ল করিবার জন্য কোমলস্বরে বলিলেন, "লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন্‌, আমার কথা শুনিয়া আপনি মনে করিবেন না, আপনার সহিত আমাদের এই সাক্ষাতই শেষ সাক্ষাৎ; পুনর্ব্বার আপনার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবে, তবে এমন ঘন ঘন সাক্ষাৎ হইবে কি না সন্দেহ। আপনার সহিত সাক্ষাতে আমার বড় আনন্দ, আপনার নিকট আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।"

হেলেনের কথা গুলি সেবিনের ভাল লাগিল না, তিনি হেলেনকে বলিলেন, "হেলেন, রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে, আমাদের আহারাদিও শেষ হইয়াছে। চল, বাসায় যাই, ইহার পর লোকের ভিড়ে নামিতে কষ্ট হইবে।" তাহার পর তিনি উল্‌ফেন্‌ডেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমরা এখন আপনার নিকট বিদায় লইতেছি, আপনার বন্ধুরা বোধ হয়, আপনার প্রতীক্ষায় আছেন, আপনি তাঁহাদের নিকট যাইলেই ভাল হয়।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ উঠিয়া বলিলেন, "আপনার ইংলণ্ডত্যাগের পূর্ব্বে আশা করি আর একবার সাক্ষাৎ হইবে।"

সেবিন্‌ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। হেলেন লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন্‌কে নিম্নস্বরে বলিলেন, "আপনি আমার মুখে শুনিলেন, নানা কার্য্যে আমরা ভবঘুরের মত পৃথিবীর নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; একস্থানে আমাদের দশদিন বাস করা অসম্ভব।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "আশা করি, ভবিষ্যতে আপনারা ইংলণ্ডে দীর্ঘকাল বাস করিবেন।"

হেলেন বলিলেন, "সে কথা বলা কঠিন, তবে যদি সেরূপ সুবিধা হয়, তাহা হইলে বড়ই সুখী হইব, এখন বিদায়।"

মিঃ সেবিন্‌, দ্বারপ্রান্ত হইতে গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন, "হেলেন, বড়ই বিলম্ব হইতেছে।"

হেলেন সেই কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন, তাঁহার পরিচ্ছদের সৌরভে উল্‌ফেন্‌ডেনের ঘ্রাণেন্দ্রিয় পূর্ণ হইল; তিনি অন্যমনস্কভাবে বন্ধুদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন।"

হার্কট সহাস্যে বলিলেন, "সুন্দরী কি তোমার হৃদয় শূন্য করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন? নিমন্ত্রণটা জুটিল কিরূপে?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "তুমি বোধ হয় মনে করিয়াছ, মিঃ সেবিন্‌ আমার বাসায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন; ইহা সত্য নহে; পথে হঠাৎ তাঁহাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, এই যুবতী আমাকে আজ এখানে খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন; আন্তরিক নিমন্ত্রণ কি না সন্দেহ; বোধ হয়, ভদ্রতার অনুরোধেই তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, আমিও সে সুযোগ ত্যাগ

কার নাই; সন্ধ্যার পর তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলাম, এতক্ষণ পর্য্যন্ত একত্র কাটিল, কিন্তু তাঁহারা কে, কি অভিপ্রায়ে ইংলণ্ডে আসিয়াছেন, কত দিন এখানে আছেন, তাহা জানিতে পারি নাই; এ সকল কথা তোমরা যতটুকু জান, আমি তাহা অপেক্ষা একবিন্দুও অধিক জানি না।"

হার্কট চুরুট টানিতে টানিতে বলিলেন, "তুমি শীঘ্রই সকল কথা জানিতে পারিবে; তুমি যখন একবার তাঁহাদের সহিত পরিচয় করিয়া লইয়াছ, তখন আর তোমার অসুবিধা কি, যখন তখন তাঁহাদের সহিত কাক্ষাৎ করিতে পারিবে।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "না, তাহা তত সহজ নহে, তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের বাসার ঠিকানা বলিয়া যান নাই, দেখা করিতেও বলেন নাই; বরং মিঃ সেবিন্ আমাকে ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন, তাঁহারা শীঘ্রই ইংলণ্ড ত্যাগ কারবেন, এ দেশের লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা করা তাঁহার আদৌ ইচ্ছা নহে, সুতরাং ভবিষ্যতে কতদূর কি হইবে, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।"

ডেন্‌সাম্ বলিলেন, "আর অধিক বুঝিয়া দরকার কি ভাই, যথেষ্ট হইয়াছে, এখন এ অভিনয় সাঙ্গ কর। ইহাঁরা সাধারণ লোক নহেন, এই সুন্দরী যুবতী আমাদের মত লোকের পক্ষে একান্ত দুর্লভ, উনি দুর্লভই থাকুন, আমরা উহাঁদের কথা ভুলিয়া যাই।"

হার্কট মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কিন্তু মিঃ সেবিন্‌কে সহজে ভুলিলে চলিবে না, তাঁহারা নাড়ী-নক্ষত্রের সকল কথা আমার জানা চাই; ইহা অনাবশ্যক কৌতূহল মাত্র মনে করিও না।"

ডেন্‌সাম্ বলিলেন, "তোমার যা খুসী হয় কর, কিন্তু উল্‌ফেন্‌ডেনের হাত ধুইয়া সরিয়া পড়াই ভাল, ক্রমাগত নিরাশা সঞ্চয় করিয়া

লাভ কি? আমরা যতই চেষ্টা করি, এই যুবতীকে কখনও হাতে পাইব না।

উল্‌ফেন্‌ডেন্ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তোমরা ফিরিতে হয় ফিরিয়া যাও, আমার আর ফিরিবার সাধ্য নাই। আমি এ পর্য্যন্ত কোন যুবতীকে ভালবাসি নাই, কাহারও দিকে ফিরিয়া চাহি নাই, কিন্তু এই যুবতী আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছে, আমি সহজে তাহার আশা ত্যাগ করিতে পারিব না। শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

ডেনসাম্ উঠিয়া বলিলেন, "তোমার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়ে দুঃখিত হইলাম। তোমার আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই।"

উল্‌ফেন্‌ডেন বলিলেন, "এ কথা তুমি কি করিয়া বলিতে পার? কাজটি কঠিন বটে, কিন্তু চেষ্টায় কঠিন কাজেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়। কে কবে সাধনায় কে কবে সহজে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছে?"

ডেনসাম্ এ কথার প্রতিবাদ করিলেন না, তিনি বন্ধুকে মৌনভাবে হোটেল ত্যাগ করিলেন।

১

উল্‌ফেন্‌ডেনের সৌভাগ্য।

উল্‌ফেন্‌ডেন্ লণ্ডন-বাসের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন, লণ্ডন ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইতে তাঁহার ইচ্ছা হইত না, বিশেষতঃ এই সময়ে লণ্ডন পরিত্যাগ করা তিনি মহা দুর্ভাগ্যের বিষয় মনে করিতেন, কিন্তু মিলান হোটেলে যে দিন তিনি মিঃ সেবিনের সহিত দেখা করিয়া আসিলেন, তাহার কয়েক দিন পরে বাড়ী হইতে তাঁহার মাতার এক পত্র পাওয়ায় তাঁহাকে লণ্ডন পরিত্যাগ করিতে হইল। সেই পত্রখানি এইরূপ;—

"প্রিয় উল্‌ফেন্‌ডেন্‌! তুমি এই পত্র পাইয়া দুই এক দিনের মধ্যে বাড়ী আসিলে ভাল হয়, সংপ্রতি তোমার পিতার শরীরের অবস্থা তেমন ভাল নয়; আমরা বড় দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইতেছি। তোমার পিতা এখন পর্য্যন্ত প্রত্যহ আট দশ ঘণ্টা বসিয়া বসিয়া কি যে লেখেন, কিছুই বুঝিতে পারি না; তাঁহার বিশ্বাস, তাহার এই সকল লেখা অমূল্য সামগ্রী, লোকে তাঁহার সেই সকল কাগজ-পত্র চুরি করিবার জন্য ক্রমাগত ষড়্‌যন্ত্র করিতেছে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস দাড়াইয়াছে। তিনি সন্দেহক্রমে মিস্‌ মার্টনকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। সেই মেয়েটিকে আমি দেখিতে পারিতাম না বটে, কিন্তু সে কাহারও সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া তোমার পিতার কাগজ-পত্র নকল করিয়া লইতেছে, ইহা মনে করা নিতান্তই পাগ্‌লামি। মিস্‌ মার্টনকে তাড়াইবার পর হইতে তিনি অধিক সতর্ক হইয়াছেন; ঘরের দ্বার-জানালা খুলিবার যো নাই; তিনি যে ঘরে বসিয়া কাজ করেন, সেই ঘরের দরজায় দুই জন প্রহরা দিবারাত্রি পিস্তল লইয়া পাহারা দিতেছে; এখানকার নানা লোকে নানা কথা বলিতেছে, বোধ হয়, তাঁহার বাতিক বাড়িয়াছে। আজকাল তিনি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না, লাইব্রেরীর দরজা একমিনিট খুলিয়া রাখেন না; তাঁহার মানসিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি বড় ভীত হইয়াছি; আমার অপেক্ষা তোমার কথা তিনি বেশী শোনেন, তাই তোমাকে একবার আসিতে লিখিলাম। এখানে আসিলে অন্যান্য সংবাদ জানিতে পারিবে; আসিবার পূর্ব্বে টেলিগ্রাম করিলে ক্রোমার ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাইব।

তোমার আশীর্ব্বাদিকা মাতা,

কনষ্টান্স মানভার ডেরিংহাম।"

এই পত্র পাঠ করিয়া উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ অবিলম্বেই গৃহে যাত্রা কর্ত্তব্য

মনে করিলেন। তাঁহার পিতার মানসিক বিকৃতির কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, এতদিন একবার যাওয়া উচিত ছিল, এই পত্র পাইয়া তিনি কিছু সঙ্কটে পড়িলেন। এ সময় লণ্ডন ত্যাগ করিলে হেলেনের আশা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হয়। হয় ত আর তাহার সহিত সাক্ষাতও হইবে না। কিন্তু পিতার অসুখও উপেক্ষার বিষয় নহে। অগত্যা যাওয়া স্থির করিতে হইল। যে দিন তিনি পত্র পাইলেন, সেই দিনেই বেলা বারোটার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রেলওয়ে-ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার মন অত্যন্ত বিষণ্ণ, অন্যমনস্ক হইবার জন্য তিনি ষ্টেশনস্থ পুস্তকের দোকান হইতে একখানি নভেল ও কয়েকখানি কাগজ কিনিলেন। ট্রেণ তখন প্লাটফরমে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার ভৃত্য সেল্‌বি জিনিস-পত্র লইয়া কোন্ গাড়ীতে উঠিয়াছে, দেখিবার জন্য তিনি প্রত্যেক গাড়ীর ভিতর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। একখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর কাছে আসিয়া গাড়ীর ভিতরে চাহিবামাত্র তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি দেখিলেন, সেই গাড়ীতে একটিমাত্র যুবতী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখখানি দেখিতে না পাইলেও উল্‌ফেন্‌ডেনের মনে হইল, এই যুবতী হেলেন—সেবিনের ভাগিনেয়ী।

উল্‌ফেন্‌ডেন্ কি ভাবিয়া যুবতীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিলেন না। আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, তাহার ভৃত্য একটি কামরার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, সে সেই কামরায় তাহার জিনিস-পত্র তুলিয়াছিল। উল্‌ফেন্‌ডেন্ তাহাকে কোন কথা না বলিয়া ষ্টেশ-নের রিফ্রেশমেণ্ট-রুমে গমন করিলেন এবং একটি ঝুড়ীতে নানা প্রকার খাদ্য-সামগ্রী লইয়া পুনরায় পুস্তকের দোকানে আসিয়া দাঁড়াই-

লেন এবং স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী যতগুলি মাসিক সপ্তাহিক পত্র পাইলেন,কিনিয়া লইয়া ট্রেণের নিকট আসিলেন। ট্রেণ ছাড়িতে তখন আর এক মিনিটমাত্র বিলম্ব ছিল; তিনি গাড়ীতে উঠিবার জন্য যে কামরার সম্মুখে আসেন, সেই কামরাই আরোহীতে পূর্ণ দেখিতে পান, গাড়ীতেও স্থান নাই, এ দিকে সময়ও নাই; সুতরাং তিনি বড় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বোক্ত যুবতী যে প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসিয়াছিলেন, সে কামরায় দ্বিতীয় আরোহী ছিল না, সুতরাং তিনি তাড়াতাড়ি সেই কামরাতেই উঠিবার চেষ্টা করিলেন। এমন সময় রেলের একজন কর্ম্মচারী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, "মহাশয়! এ গাড়ীতে উঠিবেন না, ইহা রিজার্ভ গাড়ী, সম্মুখে যান, অনেক জায়গা আছে।—কর্ম্মচারীটি তাঁহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া গাড়ীর দরজায় চাবিবন্ধ করিল; সেই শব্দে যুবতী ফিরিয়া চাহিয়া দরজার সম্মুখে উল্‌ফেন্‌ডেন্‌কে দেখিতে পাইলেন তিনি উঠিয়া তাড়াতাড়ি দরজার কাছে আসিয়া সহর্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন্‌, আপনি এখানে কি করিতেছেন?"

গাড়ী ছাড়িবার বাঁশীর শব্দ হইল। উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "আমি নরফোকে যাইতেছি, সে অঞ্চলে আমার বাড়ী; আপনাকে এখানে দেখিবার আশা করি নাই; ট্রেণ এখনই ছাড়িবে, অন্য গাড়ীতে স্থান নাই, আমি আপনার গাড়ীতে উঠিতে পারি কি?"

যুবতী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বিশেষ আপত্তির ত কোন কারণ দেখিতেছি না, কিন্তু অন্য গাড়ীতে সত্যই কি স্থানাভাব?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "অন্য কোন গাড়ীতে জায়গা নাই; আপনি এ গাড়ীতে স্থান না দিলে এ ট্রেণে আমার যাওয়া হয় না।"

রেলের কর্ম্মচারিটি চাবি বন্ধ করিয়া তখনও সেই স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন; হেলেন তাঁহাকে ইঙ্গিত করিবামাত্র তিনি দরজা খুলিয়া দিলেন। হেলেনের পরিচারিকা পাশের গাড়ীতে উঠিয়াছিল, সে তাহার মনিবের গাড়ীর সম্মুখে লোক দেখিয়া নামিয়া আসিল এবং তাঁহার কামরায় একজন অপরিচিত পুরুষকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কিছু ভীত হইল; ফরাসী ভাষায় হেলেনকে বলিল, "আপনার অনুমতি হইলে, আমিও এই কামরায় যাইতে পারি।"

হেলেন বলিলেন, "না সেলেষ্ট, তাহার আবশ্যক নাই, তুমি যেখানে উঠিয়াছ, সেইখানেই যাও, আমার জন্য ভয় পাইও না।"

পরিচারিকা অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত তাহার গাড়ীতে ফিরিয়া গেল। উল্‌ফেন্‌ডেন্ জিনিস-পত্র লইয়া গাড়ীতে উঠিবামাত্র ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

উল্‌ফেন্‌ডেন্ যে সকল স্ত্রীপাঠ্য কাগজ কিনিয়াছিলেন, তাহা গদির উপর স্তূপীকৃত দেখিয়া হেলেন সহাস্যে বলিলেন, "আমার বিশ্বাস ছিল, আপনি পুরুষ, কিন্তু কাগজগুলি দেখিয়া মনে হইতেছে, আপনি ছদ্মবেশী স্ত্রীলোক; পুরুষের সঙ্গে এত স্ত্রীপাঠ্য কাগজ কেন?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "প্রায় দশ মিনিট পূর্ব্বে ট্রেণের কাছে ঘুরিতে ঘুরিতে আপনাকে এই কামরায় দেখিতে পাইয়াছিলাম; সেই সময় আমার মনে হইয়াছিল, যদি আপনার সঙ্গে এক গাড়ীতে যাইবার সুবিধা করিতে পারি, তাহা হইলে আপনার সময় কাটাইবার জন্য কিছু কাগজ-পত্র লওয়া দরকার; আপনার জন্যই এই কাগজগুলি কিনিয়াছি, আমার নিজের জন্য নহে। গত তিন দিন আপনার সহিত সাক্ষাতের আশায় লণ্ডনের নানা স্থানে ঘুরিয়াছি; কিন্তু আমার আশা

পূর্ণ হয় নাই। কে জানিত, আজ হঠাৎ এখানে এমন অপ্রত্যাশিত-ভাবে আপনার সাক্ষাৎ পাইব?"

হেলেন বলিলেন, "স্বপ্নের অগোচর অনেক ব্যাপারও অনেক সময় ঘটিতে দেখা যায়, সুতরাং ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। আমার মামা ক্রোমার ষ্টেসনের নিকট কোন পল্লীতে কিছুদিনের জন্য একটি বাসা ভাড়া লইয়াছেন; তিনি কাহার মুখে শুনিয়াছেন, নরফোকে গল্‌ফ খেলিবার বিশেষ সুবিধা আছে, তাই তিনি সে প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই। তিনি ঈষৎ খঞ্জ, তথাপি গল্‌ফ খেলায় তাঁহার বড় অনুরাগ।"

উল্‌ফেন্‌ডেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিও কি গল্‌ফ ভাল-বাসেন?"

হেলেন বলিলেন, "না, গল্‌ফে আমার অনুরাগ নাই, তবে ঘোড়-দৌড় আমার মন্দ লাগে না, ধনুর্ব্বাণ লইয়া লক্ষ্যভেদেরই আমি পক্ষ-পাতিনী। গল্‌ফ খেলিবার জন্য লণ্ডনের বহু দূরে নির্জ্জন পল্লীপ্রান্তে বাসা ভাড়া লওয়া আমার যেন কেমন কেমন বোধ হয়। লণ্ডনই আমার ভাল লাগে না, পল্লীগ্রামের ত কথাই নাই; তবে মামা যাহা করেন, আমি প্রায়ই তাহার প্রতিবাদ করি না।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের দেশ কি আপনার ভাল লাগে না?"

হেলেন বলিলেন, "আমি ফরাসীর মেয়ে, আমার বিশ্বাস, আমা-দের পারিসের মত নগর পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নাই। ফ্রান্সের মত দেশও কোথাও নাই। তাহা আমার স্বদেশ,—স্বদেশকে আমি বড় ভালবাসি।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "ফরাসী রমণীগণ সকলেই বড় স্বদেশভক্ত,

অনেক ফরাসী রমণীর সহিত আমার আলাপ আছে, কিন্তু তাঁহারা কেহই ইংলণ্ডবাসের পক্ষপাতিনী নহেন।"

হেলেন বলিলেন, "আমাদের স্বদেশভক্তির যথেষ্ট কারণ আছে, কিন্তু এ সকল আলোচনা এখন থাক্; এ সকল গুরুতর বিষয়ের আলোচনা না করিয়া হাসি-তামাসার কথা বলুন; রেলপথে ভ্রমণের সময় গল্প-গুজব খুব ভাল লাগে।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "মিঃ সেবিন্ আপনার সঙ্গে আসেন নাই?"

হেলেন বলিলেন, "আমরা একত্রে যাইব, এইরূপ কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ কোন জরুরী কাজের জন্য তিনি এ ট্রেণে আসিতে পারিলেন না; আজ অন্য ট্রেণে যদি নিতান্ত না আসিতে পারেন, কাল কোন ট্রেণে আসিবেন।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "আপনার সহিত আমার এ ভাবে সাক্ষাৎ হওয়া নিতান্তই ঘটনাচক্র; আপনি ক্রোমারে যাইতেছেন, আমারও বাড়ী সেই স্থানের নিকট।"

হেলেন বলিলেন, "আপনি বাড়ী যাইতেছেন? সে দিন হোটেলে আপনার সঙ্গে আমাদের অনেক কথা হইয়াছিল, কিন্তু আপনি যে এত শীঘ্র বাড়ী যাইবেন, এ কথা ত বলেন নাই; বরং আপনার কথার ভাবে বুঝিয়াছিলাম, আপনি এখন লণ্ডনেই থাকিবেন।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "তখন আমিও জানিতাম না যে, এত শীঘ্র আমাকে বাড়ী যাইতে হইবে; আজ সকালে বাড়ী হইতে এক পত্র পাওয়ায় হঠাৎ যাইতে হইতেছে।"

হেলেন সহাস্যে বলিলেন, "ভাগ্যে সে দিন আপনি অদ্যকার এই ট্রেণে বাড়ী যাইবার কথা বলেন নাই!"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "ইহা আমার পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। আমি আজ এই ট্রেণে যাইব, এ কথা জানিলে মিঃ সেবিন্ আপনাপাকে একাকী এ ট্রেণে আসিতে দিতেন না।"

হেলেন বলিলেন, "আপনি এ কথা ঠিকই বলিয়াছেন।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার উপর আপনার মামার এত বিরাগ কেন?"

হেলেন বলিলেন, "আপনার উপর তাঁহার বিরাগের পরিচয় কিসে পাইলেন? আমার মনে হয়, আপনার উপর তিনি খুব রাজী,—আপনি তাঁহার জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এ অবস্থায় আপনার নিকট তাঁহার কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত। তিনি যে অকৃতজ্ঞ, এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "কিন্তু তাঁহার ভাবভঙ্গীতে বোধ হয়, আমি আপনার সহিত ঘনিষ্ঠতা করি, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। আপনিও স্বীকার করিলেন, আমি এই ট্রেণে যাইব জানিতে পারিলে, তিনি আপনাকে কখনই একাকী ছাড়িয়া দিতেন না।"

হেলেন হঠাৎ এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। অন্যমনস্কভাবে বাতায়নপথে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল। তাহার পর তিনি মুখ ফিরাইয়া উল্‌ফেন্‌ডেন্‌কে বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "আপনার অনুমান মিথ্যা নহে। আমি এদেশে কাহারও সহিত আলাপ পরিচয় করি মামার এরূপ ইচ্ছা নহে, এদেশে আমরা দীর্ঘকাল বাস করিতে আসি নাই; সুতরাং বিদেশীয়গণের সহিত অধিক ঘনিষ্ঠতা করা তিনি যে সঙ্গত বোধ করেন না, ইহা তাঁহার পক্ষে অন্যায় এ কথা বলিতে পারি না; তবে তাঁহার এই ব্যবহারে আমার জীবনটা বড় একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি আমি

তাঁহার অবাধ্য হইতে পারিব না। ইহার বেশী কোন কথা আপনাকে বলিতে পারিব না, আপনিও আমাকে এ সম্বন্ধে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না। আপনার সহিত আজ সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি যে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি, এ বিষয়ে আপনি সন্দেহ করিবেন না।”

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, “আপনার কথায় আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। আপনি আরও কিছু দিন ইংলণ্ডে বাস করিলে আমি আরও সুখী হইতাম।”

হেলেন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না, এ দেশে আমার অধিক দিন বাস করা অসম্ভব, বাস করিবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহার উপায় নাই।”

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, “আপনি ইংলণ্ডের সমাজে ভাল করিয়া মিশিবার অবসর পান নাই বলিয়াই এ দেশকে অনুকূলচক্ষে দেখিতে পারিতেছেন না। লণ্ডন আমোদ ও আনন্দের উৎসস্বরূপ। যিনি সেই আনন্দের কিঞ্চিৎ আস্বাদন লাভ করিয়াছেন, তিনিই জানেন, লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কত কষ্টকর। তদ্ভিন্ন আমাদের পল্লীজীবন যে কিরূপ সুখকর ও তৃপ্তিদায়ক তৎসম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা নাই। আমাদের সামাজিক উদারতা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে, সমাজ ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।

হেলেন বলিলেন, “আমার কি ভাল লাগে না লাগে, তাহার আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। পারিসের পরই লণ্ডননগর অন্ততঃ বসন্তকালে বাসযোগ্য স্থান বলিয়া মনে হয়। আমি এক সপ্তাহ রাডনেটে বাস করিয়াছিলাম, সে সপ্তাহটি আমার বেশ আনন্দে কাটিয়াছিল, কিন্তু আমার ইচ্ছা থাকিলেও এ দেশে আমার বাস করিবারও সুবিধা নাই।”

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "অসুবিধার কারণ কি, জানিতে পারিলে সুখী হইতাম।"

হেলেন বলিলেন, "আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সম্বন্ধে আপনি কোন প্রশ্ন করিবেন না। যাহা হইবার নহে, তাহা আপনাকে বলিয়াছি, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিব না। আমি আপনাদের পল্লী-অঞ্চলে কিছু দিনের জন্য বাস করিতে যাইতেছি, সেখানকার কোন কথা বলিবার থাকে বলুন। সে অঞ্চলে আমি পূর্ব্বে কখনও যাই নাই, সুতরাং সেখানকার সকলই আমার পক্ষে নূতন।"

ইতিমধ্যে ট্রেণ পিটারবরো ষ্টেশনে থামিল, উল্‌ফেন্‌ডেন্ জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া বলিলেন, "কথায় কথায় আমরা যে অর্দ্ধেক পথ আসিয়া পড়িয়াছি; কি আশ্চর্য্য ট্রেণ কি আজ অধিক বেগে চলিতেছে?"

হেলেন হাসিয়া একখানি মাসিক পত্রিকা তুলিয়া লইয়া তাহাতে চোখ বুলাইতে লাগিলেন; উল্‌ফেন্‌ডেনের ভৃত্য সেই কামরার দ্বারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুরের কোন দরকার আছে কি?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ প্লাটফরমে নামিয়া পড়িয়া বলিলেন, "না সেল্‌বি, আমার জন্য তোমাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না। তুমি কিছু খাবার কিনিয়া খাও, বেলা চারিটার পূর্ব্বে, আমরা বাড়ী পৌঁছাইতে পারিব না।"

সেল্‌বি টুপি খুলিয়া উল্‌ফেন্‌ডেন্‌কে অভিবাদন পূর্ব্বক বিদায় লইল, কিন্তু দুই এক মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া উল্‌ফেন্‌ডেন্‌কে বলিল, "হুজুর, আমার বেয়াদপি মাপ করিবেন; আপনার সঙ্গিণীর দাসী আমার সঙ্গে এক গাড়ীতেই যাইতেছে; সমস্ত পথ সে আপন মনে বকিতে বকিতে আসিয়াছে। সে যেন অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে; ট্রেণ

এখানে অসিবামাত্র তাহাকে টেলিগ্রাফ আফিসের দিকে ছুটিয়া যাইতে দেখিয়াছি।”

উল্‌ফেনডেন বলিলেন,“দাসীর ভয় বোধ হয় অত্যন্ত অধিক,সেজন্য কোন চিন্তা নাই, শীঘ্রই ট্রেন ছাড়িবে। তুমি কিছু খাবার কিনিয়া লও।”

সেল্‌বি বলিল, “আর একটা কথা বলিয়া যাই, হুজুরের ফুলের আবশ্যক আছে কি? ষ্টেশনের ও পাশে একখানি ফুলের দোকান আছে।”

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ ভৃত্যের কথা শুনিয়াই ফুলের দোকানের দিকে ছুটিলেন এবং সেখান হইতে এক অঞ্জলি সদ্য প্রস্ফুটিত শিশিরসিক্ত ভারলেট কুসুম ক্রয় করিয়া তাঁহার কামরায় ফিরিয়া আসিলেন, কামরাটী সুমিষ্ট, স্নিগ্ধকর, কুসুম-গন্ধে পরিপূর্ণ হইল! হেলেন সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,“আপনার মত সঙ্গীর সঙ্গে ট্রেনে বেড়াইয়া সুখ আছে; আমার মনে হয়,ইংলণ্ডের এই ভারলেট ফুলগুলির মত সুগন্ধি কুসুম পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই। হেলেন প্রীতমনে ফুলগুলির আঘ্রাণ লইতে লাগিলেন। উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ দেখিলেন, ফুলগুলি রাখিয়া হেলেন একটি কাগজের বাক্স খুলিতেছেন।”

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও বাক্সে কি আছে?”

হেলেন বলিলেন, “কিছু ফল-মূল আছে। আপনি বোধ হয় স্বীকার করিবেন, সমস্ত দিন গল্প করিলে পেট ভরে না, বেলা দুটা বাজিল, আমার কিছু ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে।”

উল্‌ফেন্‌ডেন হাসিয়া বলিলেন, “আপনার সহিত কথায় কথায় আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণা সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছিলাম; আমিও কিছু জলখাবারের যোগাড় করিয়া আসিয়াছি।”

উল্‌ফেনডেন্ তাঁহার খাবারের ঝুড়ী খুলিয়া রাশিকৃত খাবার বাহির করিলেন। বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত দেখিয়া হেলেন সবিস্ময়ে বলিলেন, "আমরা দুই জনে এত খাবার খাইব, কি সর্ব্বনাশ; আপনি কোথা হইতে এত খাবার সংগ্রহ করিলেন, জিনিসগুলি দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইহা বাজারের খাবার নহে।"

উল্‌ফেন্‌ডেন বলিলেন, "আমি ত যাদুকর নহি, যে এই সকল খাবার মন্ত্রবলে এখানে আনিয়া ফেলিয়াছি; কিংসক্রস ষ্টেশনে আপনাকে দেখিবার পর সেই ষ্টেশনে আমি এই খাবারগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলাম, ইহার সদ্ব্যবহারে আপনার বোধ হয় আপত্তি নাই।"

হেলেন এবং উল্‌ফেন্‌ডেন্ উভয়ে ঝুড়ীর খাবার নিঃশেষিত করিতে লাগিলেন। মুরগীর ঠ্যাং ও ষাঁড়ের জিহ্বা উল্‌ফেন্‌ডেনের সে দিন যেমন ভাল লাগিয়াছিল, আর কখনও তাহার তেমন মধুর আস্বাদন পান নাই। দু'টাকা বোতলের ক্লারেট মদ্যও সে দিন তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল। দুই জনে এক ঝুড়ী খাবার নিঃশেষিত করিয়া উভয়ে পুনর্ব্বার গল্প আরম্ভ করিলেন। উল্‌ফেন্‌ডেন হেলেনের জীবনের অনেক কথা শুনিবেন আশা করিয়াছিলেন; ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, কিন্তু হেলেন বড় চতুরা; তিনি তাঁহার অতীত জীবনের কোন কথা বলিলেন না; ভবিষ্যতে কি করিবেন না করিবেন, সে সম্বন্ধেও নির্ব্বাক রহিলেন এবং উল্‌ফেনডেনের দুই একটি প্রশ্নে এভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন যে, উল্‌ফেন্‌ডেন্‌কে নিরস্ত হইতে হইল।

অবশেষে উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "আপনার দাসী অন্য গাড়ীতে আছে, তাহার বড় ভয় হইয়াছে; পিটারবরো ষ্টেশন হইতে সে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছে, বোধ হয় আপনার মামার কাছেই টেলিগ্রাম

করিয়াছে। আমি আপনার সঙ্গে এক গাড়ীতে যাইতেছি এ কথা শুনিয়া আপনার মামা না জানি কতই রাগ করিবেন।"

হেলেন হাসিয়া বলিলেন, "আপনি আমার কামরায় যাইতেছেন দেখিয়া সেলেষ্টি বোধ হয় বড় ভয় পাইয়াছে। মামা আমাকে কি মনে করেন বলিতে পারি না ; কিন্তু যদি তিনি পূর্ব্বে জানিতে পারিতেন, আপনি আমার কামরায় উঠিবেন, তাহা হইলে হয় ত তিনি আমার জন্য স্পেশাল ট্রেনের বন্দোবস্ত করিতেন। যাহা হউক আপনি চিন্তা করিবেন না, তাঁহার মনে যাহাই থাক, তিনি আমার নিকট রাগ প্রকাশ করিবেন না। আমি তাঁহার আশ্রয়েও বাস করি না ; আমার যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে, তাহাতে হস্তক্ষেপণের তাঁহার কোন অধিকার নাই।"

উল্‌ফেন্‌ডেন বলিলেন, "আপনার কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। আমি মিঃ সেবিনের যতটুকু পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতেই বুঝিয়াছি, তিনি বড় সহজ লোক নহেন, তাঁহার বিরাগভাজন হওয়াও সুবিধার কথা নহে।"

হেলেন হাসিয়া বলিলেন, "মিঃ সেবিন সম্বন্ধে আপনার যেরূপ ধারণা, অনেকেরই ঠিক এইরূপ ধারণা আছে। যাঁহারা মিঃ সেবিনের চরিত্র অবগত আছেন, তাঁহারা কোন কারণেই তাঁহাকে চটাইতে ভরসা পান না ; তাঁহার অপ্রীতিভাজন হইয়া অনেক লোককে অনুতপ্ত হইতে হইয়াছে। এ সকল কথায় আর কাজ নাই ; ঐ দেখুন সমুদ্র দেখা যাইতেছে, আমার বোধ হয়, ক্রোমারের নিকটে আসিয়াছি।"

কয়েক মিনিট পরে ট্রেন ক্রোমার ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। সেই ষ্টেশনে হেলেনের জন্য পূর্ব্ব হইতেই একখানি গাড়ী ঠিক ছিল ; দাসী আসিয়া জিনিসপত্র গুছাইতে লাগিল, উল্‌ফেন্‌ডেন্ হেলেনকে ঘোড়ার

গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন, তাহার পর বার বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বাসায় মধ্যে মধ্যে যাইতে পারি কি?"

হেলেন মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের বাসায় আপনি মধ্যে মধ্যে আসিলে অত্যন্ত সুখী হই বটে, কিন্তু মামা তাহা পছন্দ করিবেন না। আপনাকে আমাদের বাসায় দেখিয়া যদি তিনি কোন অপ্রীতিকর কথা বলেন, তাহা হইলে তাহা আমাদের উভয়ের পক্ষেই কষ্টের কারণ হইবে। তিনি এখানে আসিয়া ডেরিংহামের মাঠে গল্‌ফ খেলিতে যাইবেন, সেখানে মামার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইতে পারে। তাহার মনের ভাব বুঝিয়া আপনি আমাদের বাসায় আসা উচিত হইবে কি না স্থির করিবেন।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "যদি তাঁহাকে আমার প্রতি বীতরাগ দেখি, তাহা হইলে আপনার সঙ্গে ইহাই কি শেষ দেখা?"

হেলেন ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "শেষ দেখা ইহা কেমন করিয়া বলিব। আজ আপনার সহিত এ ভাবে সাক্ষাৎ হইবে, পূর্ব্বে তাহা কে জানিত? পুনর্ব্বার হয় ত সাক্ষাতের সুযোগ হইতে পারে, তবে আপাততঃ বিদায়।"

হেলেনের ইঙ্গিতে কোচম্যান ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারিল, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী সবেগে ছুটিয়া চলিল, যতক্ষণ গাড়ীখানা দেখা গেল, উল্‌ফেন্‌ডেন্ নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। পূর্ব্বে টেলিগ্রাম পাইয়া তাঁহার মা তাঁহার জন্য ষ্টেশনে একখানি টম্‌টম্ পাঠাইয়াছিলেন, হেলেনের গাড়ী অদৃশ্য হইলে তিনি গুণ গুণ করিয়া গান করিতে করিতে টম্ টমে উঠিয়া বসিলেন, তাহার পর বাড়ী চলিলেন।

১৩

পাগলের কীর্ত্তি।

লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেনের মাতা কাউন্টেস্ ডেরিংহাম আপনাকে বড় দুর্ভাগ্যবতী মনে করিতেন, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণও ছিল। যৌবনকালে লণ্ডনের মহিলা-সমাজে সম্ভ্রান্তবংশীয় নরনারীগণের মজ্‌-লিসে তাঁহার একাধিপত্য ছিল, কিন্তু একদিন সহসা তাঁহার অবস্থান্তর ঘটিল, তাঁহার স্বামীর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে বুঝিয়া তিনি সকল আমোদ-প্রমোদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার পল্লীভবনে স্বামীর পরিচর্য্যায় কালযাপন করিতে লাগিলেন; লণ্ডন-সমাজের সহিত তাঁহার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। তাঁহার স্বামী অ্যাডমিরাল আরল্ ডেরিংহাম্ নৌ-যুদ্ধ-বিশারদ সেনাপতি বলিয়া সর্ব্বত্র প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অটুট স্বাস্থ্য, সুদৃঢ় দেহ ও অনন্য সাধারণ শ্রমশীলতায় অধিকারী হইয়াছিলেন; কিন্তু পূর্ব্বকথিত শোচনীয় জাহাজডুবি ব্যাপারে একদিনেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, তাঁহার আজীবনের ব্রত ব্যর্থ হয়, তাঁহার চিরন্তনের সঙ্কল্প শিথিল হয়। সেই ভীষণ দুর্ঘটনার দিন তাঁহার সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজগুলি জীর্ণ ধাতুপাত্রের ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে সমুদ্রে তলাইয়া গিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কর্ম্মজীবনের কত সহচর, কত বিশ্বস্ত বন্ধু, অকালে সমুদ্র-গর্ভে সমাধি-শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই দুর্ঘটনায় সহস্রাধিক ইংরাজ নৌযোদ্ধা প্রাণ হারাইয়াছিল। যাঁহারা ডুবিয়াছিলেন, এই বিভ্রাটের জন্য তাঁহারাই প্রধানতঃ দায়ী হইলেও, যাঁহারা দৈবক্রমে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাঁহারাও আপনাদিগকে কলঙ্কমুক্ত করিতে পারেন নাই। আরল্ ডেরিংহাম এই নৌবহরের সেনাপতি ছিলেন, তাঁহার উপরেও কলঙ্কপাত হইয়াছিল।

অন্ত অন্ত জাহাজগুলি জলমগ্ন হইতে দেখিয়া তিনি তাঁহার জাহাজে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অনেক চেষ্টায় তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পর হইতেই তাঁহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিল, তিনি সেই শোক সংবরণ করিতে পারিলেন না ; মনের কষ্টে হতাশহৃদয়ে তিনি তাঁহার সম্মানিত পদ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল, এই দুর্ঘটনায় ইংলণ্ডের শক্তি অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। ইউরোপের কোন প্রবলশক্তি নরপতি অতঃপর ইংলণ্ড-বিজয়ের জন্য যদি কতকগুলি যুদ্ধ-জাহাজ পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে ইংলণ্ড অতঃপর আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবে না। তাহাকে শত্রুর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হইবে ; টেম্‌স নদীর বক্ষে বিদেশী বহর সগর্ব্বে বিচরণ করিবে। তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নির্জ্জন পল্লীভবনে নিরানন্দময় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ইংলণ্ডের মহা পরাক্রান্ত ও সর্ব্বজনবিশ্রুত নৌশক্তি যে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হাতে কলমে প্রতিপন্ন করিবার জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তিনি একখানি ছোট জাহাজ ক্রয় করিয়া দুই বৎসর কাল ক্রমাগত ইংলণ্ডের উপকূলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা তথ্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন. ইংলণ্ড-রক্ষার জন্য যে সকল যুদ্ধ-জাহাজ ও রণতরী প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাদের প্রত্যেকখানি তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের কোথায় কি ত্রুটি আছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন এবং যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিলেন, তাহার রাশীকৃত "নোট" লইয়া তাঁহার নয়ফোকের বাড়ীতে আসিয়া রিপোর্ট প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তিনি কল্পনা করিতেন, তাঁহার এই রিপোর্টের মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য সমস্ত ইংরাজজাতি রুদ্ধনিশ্বাসে বসিয়া

আছে। তাঁহার স্ত্রী এবং তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণ মনে করিতে লাগিলেন, তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী এক-দিনও এই কার্য্যে তাঁহাকে নিরুৎসাহ করেন নাই। তিনি তাঁহার লাইব্রেরীতে বসিয়া যে রিপোর্ট প্রস্তুত করিতেন, কর্ম্মচারীর দ্বারা তাহা নকল করিয়া লইতেন; অবশেষে তাঁহার মনে এই আশঙ্কা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, যদি ইংলণ্ডের কোন শত্রু কোনক্রমে এই সকল রিপোর্ট হাত করিতে পারে, তাহা হইলে আর ইংলণ্ডের রক্ষা নাই, ইংলণ্ডের দুর্ব্বলতা কোথায়—তাহার সন্ধান পাইলেই শত্রুপক্ষের যুদ্ধ-জাহাজে রণদুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে; ইংলণ্ডের শিয়রপ্রান্তে শত্রুপক্ষের মানোয়ারি জাহাজের বহর হইতে কালানলশিখা উদ্গীরিত হইতে থাকিবে। তাঁহার এই ভয় ক্রমে এরূপ বর্দ্ধিত হইল যে,তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিলেন; তাহার গৃহ সুরক্ষিত করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। প্রত্যেক জানালা ও দরজা দৃঢ় করা হইল, প্রহরীরা দিবারাত্রি বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া সাবধানে বাড়ী পাহারা দিতে লাগিল। তিনি সকলের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করিলেন. কোন নূতন লোক কোন কারণে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকিত না। এমন কি, আহারের সময় তাঁহার স্ত্রী ভিন্ন অন্য কাহা-রও তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত থাকিবার হুকুম ছিল না। এই সকল কারণে লোকে স্থির করিল, তিনি পাগল হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং যে কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপণ করিতেন না, অন্য কোন বিষয়ের আলাপ করিতেন না, ইহাই যেন তাঁহার ধ্যান-ধারণার বিষয় হইয়াছিল। তাঁহার বয়স তখন ষাট বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বোধ হইত; বৃদ্ধ হইলেও তিনি কদাকার হন

নাই, চক্ষুর জ্যোতি তখনও হ্রাস হয় নাই; তাঁহার বাহ্যিক ভাব দেখিয়া একবারও মনে হইত না যে, তাঁহার প্রকৃতির কোন প্রকার বিকৃতি ঘটিয়াছে।

উল্‌ফেন্‌ডেন্ যথাসময়ে গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে নিজের কক্ষে লইয়া চলিলেন এবং চা দিয়া পুত্রের অভ্যর্থনা করিলেন। কাউণ্টেস্ ডেরিংহাম যৌবনে অত্যন্ত রূপবতী ছিলেন, এখন তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ হইলেও তাঁহার দেহ হইতে রূপের চিহ্ন সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নাই; তাঁহার কৃষ্ণ কেশরাশি কতক কতক পাকিয়া গিয়াছিল, নানা দুশ্চিন্তায় ও অনিয়মে দেহও শীর্ণ হইয়াছিল। উল্‌ফেন্‌ডেন্ চা খাইতে খাইতে মাতার সহিত গল্প করিতে লাগিলেন।

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "বাবার শরীর বোধ হয় ভালই আছে; আমি বাড়ী প্রবেশ করিবার সময় জানালা দিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহার ঘরের দরজায় প্রহরীরা বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া বসিয়া আছে কেন?"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "ইহা তোমার পিতার খেয়াল; ডন ও হেগেস্ দিবা রাত্রি তাঁহার ঘর পাহারা দিতেছে; তাঁহার বিশ্বাস, চোর আসিয়া তাঁহার মূল্যবান্ কাগজপত্র চুরি করিবে। তিনি শারীরিক সুস্থ আছেন বটে, কিন্তু আমার বোধ হয় তাঁহার মাথা ক্রমেই খারাপ হইতেছে; এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, বুঝিতে না পারিয়া আমি তোমাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "ব্যাপার যে এত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তোমার পত্রে তাহা বুঝিতে পারি নাই; দুশ্চিন্তার কথা বটে, তুমি আমাকে সকল কথা খুলিয়া বল।"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "তিনি সর্ব্বদা কি চিন্তা করেন, তাহা ঠিক

বুঝিয়া উঠিতে পারি না, এখন আর তিনি শয়নকক্ষে শয়ন করেন না। লাইব্রেরীর সম্মুখে যে ছোট কুঠুরীটা আছে, সেই খানে খাটিয়া পাতিয়া রাত্রে শুইয়া থাকেন। আজ অতি প্রত্যুষে হঠাৎ দুইবার বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া বাড়ীর সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি নীচে গিয়া দেখিলাম, কয়েকজন চাকর লাইব্রেরীর দরজার বাহিরে সোরগোল করিতেছে; লাইব্রেরীর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি দরজা খুলিয়া আমাকে ভিতরে ডাকিলেন। লাইব্রেরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমি দেখিলাম, অন্যান্য দ্বার জানালা বন্ধ বলিয়া সেই কক্ষটি তখনও অন্ধকারপূর্ণ। তাঁহার হাতে একটি পিস্তল, পিস্তলের নলের মুখ দিয়া তখন অল্প অল্প ধূম বাহির হইতেছিল। তিনি উত্তেজিতভাবে আপন মনে বিড়্বিড়্ করিয়া কি বকিতেছিলেন,তাঁহার একটি কথাও বুঝিতে পারিলাম না; যে সিন্দুকে তিনি নক্সা ও কাগজ পত্র রাখিয়াছিলেন, সেই সিন্দুকটি ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে টানিয়া আনা হইয়াছে। একটি লোহার শিকল দিয়া সেই সিন্দুকটি বেষ্টিত ছিল,সেই শিকলের উপর কে যেন হাতুড়ীর ঘা মারিয়া তাহা তোবড়াইয়া ফেলিয়াছে; একটা ল্যাম্প তখনও ঘরের মধ্যে মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। জানালার একটি সার্শী অল্প খোলা। আমাকে দেখিবামাত্র তোমার পিতা বলিলেন, "মর্টন ফিলিপ ও ডন্‌কে শীঘ্র ডাকিয়া পাঠাও, বাগানের চারিদিকে চোরকে খুঁজিবার জন্য লোক নিযুক্ত কর, দেউড়ী দিয়া কেহ যেন পলাইতে না পারে; অল্পক্ষণ পূর্ব্বে আমার ঘরে চোর আসিয়াছিল।"

আমি মর্টনকে ডাকাইয়া তাঁহার অভিপ্রায় জানাইলাম। রিচার্ডসন্ বারান্দায় পাহারায় ছিল, তাহাকেও জানাইলাম। অল্পক্ষণ পরে রিচার্ডসন্ আমার সম্মুখে আসিলে দেখিলাম, তাহার কপাল কাটিয়া

রক্ত পড়িতেছে ; বোধ হইল, কেহ তাহার কপালে গুরুতর আঘাত করিয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রিচার্ডসন্, কি হইয়াছে ?" রিচার্ডসন কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই তোমার পিতা বলিলেন, "আমি ঘুমাইতেছিলাম, কয়েক মিনিট পূর্ব্বে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, ঘরে দুই জন চোর আসিয়াছে ; রিচার্ডসন্ বারান্দায় পাহারায় ছিল, তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া চোর কিরূপে ঘরে ঢুকিল, বুঝিতে পারিলাম না। চোরেরা ঘরের কোণ হইতে সিন্দুকটা এখানে টানিয়া আনিয়াছে ; তাহারা সিন্দুক ভাঙ্গিবার চেষ্টায় ছিল। আমি একজন চোরের হাত লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলে সেও গুলি করিল, তাহার পর তাহারা দুজনে রিচার্ডসনের পাশ দিয়া পলাইয়া গেল। তাহারা বোধ হয়, রিচার্ডসন্‌কে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, তাই তাহার কপাল কাটিয়া গিয়াছে। হতভাগা নিশ্চয়ই ঘুমাইতেছিল, না ঘুমাইলে চোর তাহার পাশ দিয়া পলাইল কিরূপে ?"

আমি প্রশ্নসূচক-দৃষ্টিতে রিচার্ডসনের দিকে চাহিলাম, কিন্তু রিচার্ডসন্ তোমার পিতার ভয়ে কোন কথা বলিতে পারিল না। তখন আমি তাহাকে একটু দূরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "রিচার্ডসন্, উনি যাহা বলিলেন, তাহা কি সত্য ?"

রিচার্ডসন্ বলিল, "না ; উনি বলিলেন, ঘরে চোর আসিয়াছিল, কিন্তু ঘরে কেহই আসে নাই ; হুজুর নিজে সিন্দুকটা টানিয়া ঘরের মধ্যস্থলে আনিয়াছিলেন। ঘুমের ঘোরে ইহা করিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু সিন্দুক টানিবার শব্দ শুনিয়া আমি জানালার ফাঁক দিয়া দেখিলাম, তিনি সিন্দুক ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন। জানালার ফাঁক দিয়া আমার মাথা দেখিবামাত্র তিনি "চোর

চোর” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথা লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলেন, গুলিটা আমার কানের পাশ দিয়া চলিয়া গেল ; আর একটু হইলেই আমি মরিয়াছিলাম। আমার আর চাকরীতে কাজ নাই, সাহেব কোন্ দিন আমাকে গুলি করিয়া মারিবেন, তাহা বলা যায় না ; তিনি যেরূপ ক্ষেপিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে ঘরের মধ্যে আট্‌কাইয়া রাখা উচিত।”

কাউণ্টেস্ বলিতে লাগিলেন, “তোমার পিতার আদেশে বাড়ীর চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখা হইল, কিন্তু কাহারও সন্ধান পাওয়া গেল না। আমার বিশ্বাস, চোর আসে নাই, তোমার পিতা স্বপ্ন দেখিয়া এই বিভ্রাট ঘটাইয়াছেন ; তিনি যে রিচার্ডসন্‌কে খুন করেন নাই, ইহাও পরম ভাগ্যের কথা।”

উল্‌ফেন্‌ডেন্ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, “ব্যাপার বড় গুরুতর দেখিতেছি, বন্দুক হাতে থাকিলে উনি যে কাহাকে কখন্ খুন করিবেন না, তাহার নিশ্চয়তা কি ?”

কাউণ্টেস্ বলিলেন, “আমি তাঁহার বন্দুক সরাইয়া রাখিয়াছি, কিন্তু তাহা তিনি চাহিলেই বাহির করিয়া দিতে হইবে।”

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, “এক কাজ কর, বন্দুকটা আমাকে দাও, আমি খালি টোটা তাহাতে পূরিয়া রাখি ; যদি তিনি কাহাকেও আক্রমণ করেন, তাহা হইলে খুন জখম হইবার ভয় থাকিবে না। বাবার কেরাণী ব্লাদার উইক কি বলে ?”

কাউণ্টেস্ বলিলেন, “তাহার অবস্থাও শোচনীয় ; সে তোমার পিতার সম্মুখে যাইতে হইলে ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপে। আজ কালের মধ্যেই সে চাকরী ছাড়িয়া দিবে বলিতেছে। তাহাকে বৎসরে পাঁচ হাজার টাকা বেতন দেওয়া হয়, কিন্তু টাকাটা তাহাকে

অনর্থক দেওয়া হইতেছে, সমস্ত দিন ধরিয়া সে বাজে কাজ করে।”

উল্‌ফেন্‌ডেন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহাকে কি করিতে হয়?”

কাউণ্টেস্ বলিলেন, “সে তোমার পিতার আদেশে নক্সা তৈয়ারী করে, কাগজপত্রের নকল করে; বেচারার স্নানাহারের অবসর নাই, কিন্তু সমস্তই পণ্ডশ্রম মাত্র।”

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, “সত্যই কি ইহা পণ্ডশ্রম? এ সকল কাগজের কি কোন মূল্য নাই?”

কাউণ্টেস্ বলিলেন, “আমার ত ইহাই বিশ্বাস; গ্রাদার উইকও ইহা পণ্ডশ্রম মনে করে, সে যাহা নকল করে, তাহার কোন অর্থ আবিষ্কার করা কঠিন।”

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, “এক কাজ করিলে হয় না,? গবমেণ্টের সেক্রেটারী ডেনভার্সকে এখানে আনান যাউক, তিনি যেন বাবাকে বলেন, গবর্মেণ্ট আপাততঃ তাঁহার রিপোর্ট চাহেন না; এইরূপ কোন কথা বলিলে, বাবা বোধ হয় আর রিপোর্ট লইয়া ব্যস্ত হইবেন না। ডেন্‌ভার্স খুব ভাল লোক, বাবার বিশেষ বন্ধু, তিনি বোধ হয় এ প্রস্তাবে আপত্তি করিবেন না।

কাউণ্টেস্ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না, এ ফন্দী খাটিবে না; অল্পদিন পূর্ব্বে ডেনভার্স এখানে আসিয়া তোমার পিতার কাজ দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত উৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার পর, পত্র লিখিয়াও জানাইয়াছেন, যুদ্ধ-আফিস তাহার রিপোর্টের প্রতীক্ষা করিতেছে; সুতরাং এখন হঠাৎ ডেনভার্স অন্য কথা বলিতে সম্মত হইবেন না; তদ্ভিন্ন হাতের কাজ হঠাৎ বন্ধ হইলে তোমার পিতা পীড়িত হইতে পারেন, একটা কাজ লইয়া তিনি ভালই আছেন।”

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "ইহাও অসঙ্গত কথা নহে, কিন্তু চোরের ভয়ে তিনি এত ব্যস্ত কেন; কাহাকেও কি তিনি সন্দেহ করেন?"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "মিস্ মার্টনের উপর তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল; তাহাকে তিনি তাড়াইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস যে,সে যাহা নকল করিত, তাহার একখানি শত্রুপক্ষকে দিত; তবে সর্ব্বাপেক্ষা গোপনীয় অংশ নকল করিবার পূর্ব্বেই তিনি তাহাকে তাড়াইয়াছেন, এবার আর কাহাকেও বিশ্বাস না করিয়া নিজেই সেটুকু নকল করিতেছেন।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীর বাহিরে কাহাকেও বাবা সন্দেহ করেন কি?"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "তাহা জানি না; তবে শুনিয়াছি, ডুমেনি নামক কে এক জন বড় গোয়েন্দা আছে, তাহাকে তাঁহার বড় ভয়। কাল্ রাত্রে তিনি বলিতেছিলেন, ডুমেনি যদি আমার কাগজপত্র চুরি করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে বিপদ্, তাহার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। কিন্তু তিনি যে কাহাকেও সন্দেহ করেন এরূপ বোধ হয় না, তবে তাঁহার ভয় বড় অধিক।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "তাঁহার অবস্থার কথা ভাবিলে দুঃখ হয়; ডাক্তার হুইটলেট্ তাঁহাকে দেখিয়া কি বলিয়াছেন? ডাক্তার ইতিমধ্যে কি আসিয়াছিলেন? ডাক্তারী চিকিৎসায় যে কোন উপকার হইবে তাহাও ত বোধ হয় না।"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "ডাক্তার হুইটলেট্ সকল কথা খুলিয়াই বলিয়াছেন, তাঁহার এ ব্যাধি চিকিৎসার অতীত, ক্রমশই অবস্থা খারাপ হইবে। এখন এ সকল কথা থাক্, আহার প্রস্তুত, চল, তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।"

১৪

প্রলোভন।

ভোজনের টেবিলে পিতা পুত্রে সাক্ষাৎ হইল। উল্‌ফেন্‌ডেন্ দীর্ঘকাল পরে তাঁহার পিতাকে দেখিলেন, তাঁহার আকৃতিতে বাহ্যিক কোন পরিবর্ত্তনই দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, কথাবার্ত্তাতেও তাহা বুঝিতে পারিলেন না। পিতার সহিত তাঁহার অধিক কথা হইল না, সময়োচিত দুই চারিটি কথা মাত্র হইল। উল্‌ফেন্‌ডেন্ দেখিলেন, তাঁহার পিতা মদ্যপান করিলেন না, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আর্‌ল্ ভেরিংহাম বলিলেন, "আমি এখন যে কাজ লইয়া ব্যস্ত আছি, তাহাতে মাথা ঠাণ্ডা রাখা বড় আবশ্যক, সে জন্য আমি এখন সরাব স্পর্শ করি না।" ইহা ত পাগলের মত কথা নহে, লোকে কেন তাঁহাকে পাগল মনে করিতেছে; ইহা বুঝিতে না পারিয়া উল্‌ফেন্‌ডেন্ বিস্মিত হইলেন। তিনি স্থির করিলেন, স্বয়ং একবার সকল বিষয়ের সন্ধান লইবেন।

আহারের পর ধূমপানের কক্ষে প্রবেশ করিয়া একটা চুরুট টানিতে টানিতে তিনি নানা কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সেই কক্ষের দ্বারে বাহির হইতে কে করাঘাত করিল, উল্‌ফেন্‌ডেন্ তাহাকে ভিতরে আসিতে বলিলেন। উল্‌ফেন্‌ডেনের পিতার কেরাণী ব্রাদারউইক ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

উল্‌ফেন্‌ডেন্ তাহাকে বলিলেন, "ব্রাদারউইক, এস, অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হইতেছে, একটা চুরুট খাও; আমার এ চুরুট বাবার চুরুটের মত কড়া নহে, টানিতে কষ্ট হইবে না।"

ব্রাদারউইক একটু ইতস্ততঃ করিয়া মনিব-পুত্রের হাত হইতে

চুরুট গ্রহণ করিল। ব্লাদারউইক অল্পবয়স্ক যুবক, বেশ শান্ত-শিষ্ট, কেরাণীগিরিতে তাহার বড় অনুরাগ। লোকটি কিছু কৃশ, অম্বলের রোগী, দৃষ্টিশক্তিও কিছু কম, সেই জন্য সর্ব্বদা চসমা ব্যবহার করিত।

ব্লাদারউইক চুরুটটা লইয়া উল্‌ফেন্‌ডেন্‌কে বলিল, "আমি বড় একটা চুরুট খাই না, চোখের অসুখের জন্যই অধিক চুরুট ব্যবহার করি না; আপনি দিলেন, তাই লইলাম।"

লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "এক আধটা চুরুট খাইলে আর তুমি কাণা হইবে না, এখন কি খবর বল।"

ব্লাদারউইক বলিল, "আজ সকালে একখানি পত্র পাইয়াছি, পত্রখানি পড়িয়া কিছু বুঝিতে পারিলাম না, তাই আপনাকে তাহা দেখাইতে আসিয়াছি। আমার বোধ হয়, কোন লোক তামাসা করিয়া আমাকে এ পত্র লিখিয়াছে; তথাপি আপনি যখন বাড়ী আসিয়াছেন, তখন পত্রখানি একবার আপনাকে দেখান উচিত।"

ব্লাদারউইক পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া উল্‌ফেন্‌-ডেনের হস্তে প্রদান করিল। পত্রখানির উপরে লণ্ডনের ডাকঘরের মোহর ছিল, পূর্ব্বদিনের পত্র।

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন,—

"মিঃ আর্ণণ্ড ব্লাদারউইক,

প্রিয় মহাশয়! আপনি যদি এই পত্রের লেখকের কিঞ্চিৎ উপ-কার করেন, তাহা হইলে আপনি তাহার বিনিময়ে দশ হাজার টাকা পুরস্কার লাভ করিতে পারেন। আপনাকে কি করিতে হইবে, তাহা পত্রে খুলিয়া লেখা সঙ্গত নহে; তবে কিরূপ কাজ করিতে হইবে, সংক্ষেপে তাহা জানাইতেছি।

আপনি আরল্ ডেরিংহামের খাস মুন্সীর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন; ইংলণ্ডের উপকূলভাগের রক্ষণাবেক্ষণ ও নৌ-বহর সম্বন্ধে কতকগুলি হিসাব ও রিপোর্ট নকল করিবার ভার আপনার হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে, এই পত্রের লেখকও এইরূপ একটি রিপোর্ট প্রস্তুতের ভার পাইয়াছেন, তাঁহার রিপোর্টটিও প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু দুই একটি তথ্য এখন পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। লর্ড ডেরিংহামের যে সকল সুবিধা আছে, তাঁহার সে সকল সুবিধা না থাকায় এই সকল তথ্য-সংগ্রহে বিলম্ব হইতেছে; আপনি সেই তথ্যগুলি জানাইলেই এ পক্ষের নিকট হইতে দশ হাজার টাকা পুরস্কার পাইবেন।

আপনি ধর্ম্মভীরু লোক, এই জন্য এই পুরস্কার-গ্রহণে আপনি ইতস্ততঃ করিতে পারেন, কিন্তু আপনার ইতস্ততঃ করিবার কারণ নাই। লর্ড ডেরিংহাম যে কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাহা পণ্ডশ্রম মাত্র, পাগলের পাগলামী ভিন্ন তাহা অন্য কিছুই নহে। লর্ড ডেরিংহামের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, এ কথা আপনিও বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। তাঁহার বুদ্ধি-বিকারের পরিচয় আপনার সুবিদিত, সুতরাং তিনি যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ফলপ্রসূ হইবে না; এ অবস্থায় আপনি তাঁহার সংগৃহীত দুই একটি তথ্য অন্যকে জানাইলে তাঁহার কোনই ক্ষতি নাই, তাহার মূল্য হিসাবে দশ হাজার টাকা পুরস্কার অনেক অতিরিক্ত। এই পত্রের লেখক চেষ্টা করিলে অন্য উপায়েও এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার অর্থব্যয়েরও আশঙ্কা নাই, কিন্তু তাহা সময়সাপেক্ষ, পত্র-লেখকের সময় বড় মূল্যবান এবং এই তথ্যগুলি তাঁহার শীঘ্র সংগ্রহ করা আবশ্যক, এই জন্যই আপনাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক অবিলম্বে ইহা আপনার নিকট হইতে সংগ্রহ করা আবশ্যক

হইয়াছে। পত্রলেখক ধনবান্ ব্যক্তি, এই কার্য্যের জন্ত আপনাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করিতে তাঁহার কোন কষ্ট হইবে না, কিন্তু সময় নষ্ট করিতে কষ্ট হইবে।

আপনি বুদ্ধিমান্ লোক, সুতরাং বোধ হয়, আপনি এই প্রস্তাবে অসম্মত হইবেন না। আপনি আগামী বৃহস্পতিবার বেলা একটা হইতে দুইটার মধ্যে ক্রোমারের গ্র্যাণ্ড হোটেলে আহারার্থ উপস্থিত হইলে, সেখানে কোন বিশিষ্ট লোকের মুখে সকল কথা শুনিতে পাইবেন, তাহার পর আপনাকে উপদেশ অনুসারে কাজ করিতে হইবে। আপনি এই পত্র-লেখকের অপরিচিত ব্যক্তি নহেন, হোটেলে উপস্থিত হইলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।"

লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন্ পত্রখানি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত দুইবার পাঠ করিলেন; তাহার পর ব্লাদারউইকের হস্তে তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, "পত্রখানি যে অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

ব্লাদারউইক বলিল, "আমার বোধ হইতেছে, কেহ আমার সঙ্গে চালাকি করিবার জন্ত এই পত্র লিখিয়াছে।"

লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই পত্রখানি তুমি বিদ্রূপের বিষয় বলিয়া মনে করিতেছ কেন? তুমি কি মনে কর, তুমি বাবার যে সকল কাগজ নকল করিয়াছ, তাহাদের কোন মূল্য নাই?"

ব্লাদারউইক ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমার মুখে স্পষ্ট কথা শুনিয়া আপনি বিরক্ত হইবেন না। আপনার পিতার আদেশে আমাকে যে সকল কাগজপত্র নকল করিতে হয়, তাহা যে কাহারও কোন কাজে লাগিবে বা তাহা হস্তগত করিবার জন্ত কাহা-

রও বিন্দুমাত্র আগ্রহ হইতে পারে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না, সত্যকথা বলিতে কি, সেই সকল কাগজ নকল করিতে এক এক সময় আমার মাথা ঘুরিয়া উঠে; তাহা কেবল নীরস নহে, সম্পূর্ণ অর্থহীন বলিয়াই মনে হয়। আপনি জিজ্ঞাসা না করিলে আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপনাকে এ কথা বলিতাম না। আপনার পিতার মস্তিষ্ক যে স্বাভাবিক অবস্থায় আছে, এরূপ অনুমান করা কঠিন। এরূপ বিকৃত-মস্তিষ্কের পক্ষে কোন দায়িত্ব-পূর্ণ কঠিন কার্য্যের ভার গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "কিন্তু যে ব্যক্তি এই পত্র লিখিয়াছে, তাহার বিশ্বাস অন্যরূপ।"

ব্লাদারউইক বলিল, "সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই আপনার পিতার মানসিক অবস্থার কথা অবগত নহে, সুতরাং সে হয় ত মনে করিয়াছে, এই সকল কাগজে তাহার কোন উপকার হইতে পারে; কিন্তু আমি আপনার পিতার নিকট দীর্ঘকাল কাজ করিতেছি, তাঁহার সম্বন্ধে আমি যাহা জানি, অন্যের তাহা জানিবার সম্ভাবনা নাই।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবার অবস্থা কি পূর্ব্বাপেক্ষা খারাপ হইয়াছে, এ সম্বন্ধে তোমার কিরূপ ধারণা?"

ব্লাদারউইক কহিল, "এক সপ্তাহ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার অবস্থা বিশেষ খারাপ বলিয়া মনে হয় নাই; আমি চাকরীতে নিযুক্ত হইবার সময় যেরূপ দেখিয়াছিলাম, এক সপ্তাহ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রায় সেইরূপই ছিল, কিন্তু গত সপ্তাহ হইতে তাঁহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত মন্দ বোধ হইতেছে। যে দিন হইতে মিস্ মার্টনকে তিনি সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছি। মিস্ মার্টনকে তিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সে তাহার

সম্পূর্ণ উপযুক্ত, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, তিনি তাহাকে অন্যায় করিয়া তাড়াইয়াছেন। তাহার পর কাল রাত্রে বা আজ প্রত্যুষে যে ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, আপনি কাউণ্টেসের নিকট তাহা শুনিয়া থাকিবেন; ইহাতে কে বলিবে, আপনার পিতা উন্মত্ত হন নাই? আমার কথা বোধ হয় কিছু রূঢ় হইল, কিন্তু উন্মাদকে উন্মাদ ভিন্ন আর কি বলিতে পারি?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "বড়ই দুঃখের বিষয় বটে।"

ব্লাদারউইক বলিল, "অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে আমি আর কি করিয়া এখানে চাকরী করি? প্রকৃতপক্ষে আমি যাহা করিতেছি, তাহার কোন মূল্য নাই; কেবল পণ্ডশ্রম করিতেছি, অথচ সে জন্য আমি অনেক টাকা বেতন লইতেছি। আপনাদের অর্থ এ ভাবে নষ্ট করা আমি অকর্ত্তব্য মনে করি, সেই জন্য আমি চাকরীতে ইস্তফা দিব, স্থির করিয়াছি।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "তুমি চাকরী ছাড়িলে আমরা সকলেই বড় দুঃখিত হইব। যদি নিতান্তই চাকরী না কর, তাহা হইলেও এত শীঘ্র হঠাৎ তোমার চলিয়া যাওয়া উচিত নহে।"

ব্লাদারউইক বলিল, "আপনি আর এ বিষয়ে আপত্তি করিবেন না, আমার স্বাস্থ্য তেমন ভাল নহে, পরিশ্রম অত্যন্ত অধিক হইতেছে; বিশেষতঃ আজকাল আপনার পিতা যেরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে তিনি কখন্‌ কি করিয়া বসেন, বলা যায় না; তাঁহাকে দেখিলেই আমার ভয় হয়। কাল রাত্রে একটা দ্বারবান্‌কে তিনি গুলী করিয়াছিলেন, পরমায়ু আছে, তাই বেচারা বাঁচিয়া গিয়াছে, আবার যে তিনি কখন্‌ কাহাকে গুলী করিবেন, কিরূপে

বুঝিব? লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন্, বিশেষ অসুবিধা না হইলে আমি কাল সকালের ট্রেণেই চলিয়া যাইব।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "না না, এত শীঘ্র তোমার যাওয়া হইবে না; আর এই পত্রখানি সম্বন্ধে একটা কিছু করা উচিত।"

ব্রাদারউইক বলিল, "যাহা করিতে হয়, আপনি করিবেন, পত্রখানি আমাকেই লেখা হইয়াছে বটে, কিন্তু যে বিষয়ের জন্য এই পত্র, সে বিষয়ের সহিত আমার নিজের কোন সম্বন্ধ নাই। কাল সকালের ট্রেণে আমি কর্ণওয়ালে যাইব, সেখানে আমার মাসীর বাড়ী, তাহার বাড়ীতে কয়েক দিন বাস করিব।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "দেখ ব্রাদারউইক, তুমি যাও, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে আমার একটু কাজ করিয়া যাইতে হইবে। আমার পিতার মানসিক অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয়, ইহাতে সন্দেহ নাই. কিন্তু যাহারা তোমাকে এরূপ পত্র লিখিতে পারে, তাহারা কি আমার বাবার কাগজপত্র অন্য উপায়ে না পাইলে, তাহা চুরি করিবার চেষ্টা করিতে পারে না? এ অবস্থায় বাবা চোরের ভয়ে অত্যন্ত ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলে তাঁহার দোস দিতে পারি না। আমার বিশ্বাস, কোন না কোন লোক, যে কারণেই হউক, বাবার এই কাগজ-পত্রগুলিকে অত্যন্ত মূল্যবান্ মনে করিয়াছে এবং তাহা হস্তগত করিবার অন্য উপায় না দেখিয়া তোমাকে এই উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়া তাহা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছে। কে এরূপ চেষ্টা করিতেছে, কে তোমাকে এই পত্রখানি লিখিয়াছে, আমাকে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।"

ব্রাদারউইক বলিল, "এ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নাই।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "সে কথা আমি বিশ্বাস করি; কিন্তু

পত্রলেখক লিখিয়াছে, তুমি তাহার অপরিচিত নহ; লোকটি কে, তাহা স্থির করাও কঠিন বোধ হয় না। তুমি বৃহস্পতিবার যথা-সময়ে গ্র্যাণ্ড হোটেলে উপস্থিত হইলেই পত্রলেখকের সন্ধান পাইবে।"

ব্লাদারউইক বলিল, "তাহার সন্ধান লইয়া আমার কোন লাভ নাই, আমি ত তাহার নিকট উৎকোচ লইবার জন্য ব্যস্ত নহি। আমি হোটেলে যাইব না।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "উৎকোচ-গ্রহণে তোমার লোভ না থাকিতে পারে, কিন্তু লোকটিকে আমার চিনিয়া রাখা আবশ্যক; তুমি আমাকে সাহায্য না করিলে আমি তাহাকে ধরিতে পারিব না। তোমার যদি বিশেষ চক্ষুলজ্জা হয়, তুমি সেখানে অপেক্ষা না করিলেই পারিবে, আমি লোকটিকে কেবল চিনিয়া রাখিব; কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে না থাকিলে তাহাকে চিনিতে পারিব না। তুমি আমার এই উপকারটুকু করিলে আমি তোমাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দিব।"

ব্লাদারউইক তখনও ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, কিন্তু সে পাঁচশত টাকার মায়া ত্যাগ করিতে পারিল না; তাহার পিতা একটি পল্লীগ্রামে পাদরীগিরি করিতেন, তাঁহার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, অথচ সংসারে পরিবার অল্প নহে; এ অবস্থায় পাঁচশত টাকা পাইলে অনেক উপকার হইবে ভাবিয়া সে উল্‌ফেন্‌ডেনের প্রস্তাবে সম্মত হইল।—বলিল, "আচ্ছা, আমি বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত থাকিব।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "তুমি আমার কথাটা রাখিলে, ইহাতে বড় সুখী হইলাম, আর একটা চুরুট খাও।"

ব্রাদারউইক চুরুট না লইয়াই উঠিল; এমন সময় তাঁহাদের বাড়ীর দরজায় একখানি গাড়ী আসিল; সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ব্রাদার-উইক বলিল, "এমন অসময়ে কে বাড়ীতে আসিল?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ সবিস্ময়ে বলিলেন, "এখন ত কাহারও আসিবার কথা নাই।"

ইতিমধ্যে উল্‌ফেন্‌ডেনের মাতা ব্যস্তভাবে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

১৫

মিঃ ফ্রাঙ্কলিন উইলমট।

লেডী ডেরিংহাম সেই কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিলেন, তাঁহার হস্তে একখানি কার্ড ও একখানি খোলা চিঠি।

লেডী ডেরিংহাম পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "উল্‌ফেন-ডেন্, তুমি এখানে আছ দেখিয়া সুখী হইলাম। বড় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে, এখন কি কর্ত্তব্য, বল।"

ব্রাদারউইক উঠিয়া ধীরে ধীরে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। উল্‌-ফেন্‌ডেন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেহ কি আসিয়াছে?"

লেডী ডেরিংহাম বলিলেন, "হাঁ, একজন ভদ্রলোক হঠাৎ আসিয়া এই কার্ডখানি দিয়াছেন, তাঁহাকে আমি চিনি না, তুমি তাঁহাকে চেন কি?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ মাতার হস্ত হইতে কার্ডখানি লইয়া নামটি পাঠ করিলেন;—"মিঃ ফ্রাঙ্কলিন উইলমট।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "হাঁ, ইহাঁর নাম

আমার অপরিচিত নহে, ইনি লণ্ডনের একজন বিখ্যাত ডাক্তার; রাজ-পরিবারেও ইঁহার প্রতিপত্তি আছে।"

লেডী ডেরিংহাম বলিলেন, "তিনিও ডাক্তার বলিয়াই আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন এবং ডাক্তার হুইট্‌লেটের নিকট হইতে পরিচয়-পত্র আনিয়াছেন।"

লেডী ডেরিংহাম সেই পত্রখানি উল্‌ফেন্‌ডেনের হস্তে প্রদান করিলেন, আধখানি ডাকের কাগজে পত্রখানি লেখা, দেখিয়া মনে হয়, পত্রখানি অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত লিখিত হইয়াছে।

পত্রে লিখিত ছিল, "প্রিয় লেডী ডেরিংহাম, ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন উইলমট আমার বাল্যবন্ধু, কার্য্যানুরোধে তিনি ক্রোমারে আসিয়া এইমাত্র আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, কথায় কথায় আমি তাঁহাকে লর্ড ডেরিংহামের অবস্থার কথা বলিয়াছি। তাঁহার রোগের বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি আমার সঙ্গে আপনাদের বাড়ী গিয়া রোগীকে একবার দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু আমাকে এখান হইতে দশ মাইল দূরে একটি রোগী দেখিতে যাইতে হইতেছে, সুতরাং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তাড়াতাড়ি আপনাদের বাড়ী যাইবার সুবিধা করিতে পারিলাম না; ডাক্তার উইলমটও এখানে থাকিতে পারিবেন না, অতি প্রত্যুষেই তিনি লণ্ডনে চলিয়া যাইবেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি, তিনি একাকী আজ রাত্রে আপনার স্বামীকে দেখিতে যাইবেন; রোগী সম্বন্ধে তাঁহার মত জানিতে পারিলে চিকিৎসারও সুবিধা হইবে। তিনি কি মত প্রকাশ করেন তাহা জানিবার জন্য আমারও বড় আগ্রহ হইয়াছে, মস্তিষ্ক-রোগে ডাক্তার উইলমটের অভিজ্ঞতা সর্ব্বজনবিদিত; কিন্তু তিনি প্রায়ই লণ্ডনের বাহিরে যান না বলিয়া বাহিরের রোগী তাঁহাকে দিয়া

দেখাইবার সুবিধা পায় না ; আপনাদের সেই সুযোগ উপস্থিত, অতএব এ সুযোগ ত্যাগ করা কখনই কর্ত্তব্য হইবে না। তাড়াতাড়ি পত্রখানি শেষ করিতে হইল, ক্রটি মার্জ্জনা করিবেন ; ডাক্তার উইলমটকে ফিঃ দিতে হইবে না।

আপনার একান্ত বিশ্বস্ত
জন্ হুইট্লেট্।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ পত্রখানি পাঠ করিয়া তাহা তাঁহার মাতার হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন ;—বলিলেন, "ডাক্তার উইল্‌মট খুব বড় ডাক্তার, কিন্তু তিনি বড় অসময়ে আসিয়াছেন, এ সময়ে তাঁহাকে দিয়া রোগ পরীক্ষা করান কি সহজ হইবে ?"

লেডী ডোরংহাম বলিলেন, "সে কথা আমিও ভাবিয়াছি, কিন্তু কি করা যায় ? তুমি একবার তাঁহার সহিত দেখা কর।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ তাঁহার মাতার সহিত ড্রয়িংরুমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দীর্ঘাকৃতি একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক এক কোণে একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন, তাঁহার হাতে একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা, তিনি মনোযোগ সহকারে সেই পত্রিকার একখানি ছবি দেখিতেছিলেন। মাতা ও পুত্র ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিলে ডাক্তার পত্রিকাখানি টেবিলে রাখিয়া তাঁহাদের দিকে চাহিলেন।

লেডী ডেরিংহাম ডাক্তারের নিকট তাঁহার পুত্রকে পরিচিত করিলে ডাক্তার বলিলেন, "আমি বড় অসময়ে আসিয়া পড়িয়াছি। কিন্তু এ সময়ে আমার একাকী আসিবার কারণ, আমার বন্ধু ডাক্তার হুইট্লেট্ বোধ হয় পত্রে লিখিয়াছেন।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন,

ইহাতে আমরা সুখী হইয়াছি, কিন্তু এ সময় হঠাৎ বাবাকে উঠাইয়া তাঁহার দেহ পরীক্ষা করান সহজ হইবে না।"

ডাক্তার উইল্‌মট্ বলিলেন, "এ কথাও আমি চিন্তা করিয়াছি, যদি রোগীকে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে পরীক্ষার সুবিধা হইত বটে; কিন্তু রোগী আমার সম্মুখে উপস্থিত না হইলেও অন্য উপায়ে আমি পরীক্ষা করিতে পারি। অন্ততঃ রোগসম্বন্ধে মোটমুটি সকল কথা বলিয়া দেওয়া সম্ভব।"

ডাক্তারের কথা শুনিয়া উল্‌ফেন্‌ষ্টেন্ তাঁহার মাতার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর ডাক্তারকে বলিলেন, "আপনার অভিপ্রায় ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, রোগীকে না দেখিয়া তাঁহার রোগ পরীক্ষা হইতে পারে, এ কথা এই নূতন শুনিলাম। আপনি সকল কথা খুলিয়া বলুন।"

ডাক্তার উইল্‌মট্ বলিলেন, "আপনাদের ন্যায় অনভিজ্ঞের নিকট কথাটি সম্পূর্ণ নূতন বলিয়াই মনে হইবে; কিন্তু যদি আপনারা ল্যান্সলেট মেডিক্যাল জর্ন্যাল প্রভৃতি ডাক্তারী মাসিক পত্রগুলি পাঠ করিতেন, তাহা হইলে এ কথা আপনাদের নিকট নূতন বোধ হইত না, রোগীকে না দেখিয়াও রোগীর চিঠিপত্র পরীক্ষা করিয়া, যদি তিনি লেখক হন, তাহা হইলে তাঁহার রচনা পরীক্ষা করিয়া রোগীর মানসিক বিকারের অবস্থা নির্ণয় করা কঠিন নহে। আমি স্বীকার করি, একখানিমাত্র পত্র দেখিয়া বা রোগী যে সকল বিষয়ের আলোচনা লইয়াই ব্যস্ত আছেন, তাহার একটিমাত্র পাণ্ডুলিপি দেখিয়া রোগের নিদান নির্ণয় করা যায় না, এ জন্য অনেকগুলি পত্র পরীক্ষা করা আবশ্যক। সংপ্রতি তিনি যে সকল পাণ্ডুলিপি-রচনায় প্রবৃত্ত আছেন, তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক। তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিব,

রোগ সহজ কি কঠিন, রোগীর মস্তিষ্ক কি পরিমাণে দুর্ব্বল হইয়াছে। সুতরাং লর্ড ডেরিংহাম আজকাল যে সকল বিষয়াবলম্বনে যাহা কিছু লিখিতেছেন, তাহা একবার পরীক্ষার সুযোগ পাইলে আমি আমার বন্ধু হুইট্‌লেট্‌কে রোগ সম্বন্ধে আমার অভিমত জানাইতে পারিব। এবার বোধ হয়, আপনারা আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছেন।”

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন,“হাঁ,বুঝিয়াছি,আপনি যাহা বলিলেন, তাহা খুব আশ্চর্য্য হইলেও বিশ্বাসের অযোগ্য মনে হইতেছে না; কিন্তু আপনার প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করা সহজ নহে। প্রথম অসুবিধা এই যে, আমার পিতা যাহা কিছু লিখিয়া রাখেন, তাহা জনপ্রাণীকেও তিনি দেখাইতে সম্মত নহেন, এমন কি, আমারও তাহা দেখিবার অধিকার নাই। দ্বিতীয় কথা, তাহার পাণ্ডুলিপিগুলি তাঁহার কক্ষ হইতে স্থানান্তরিত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।”

ডাক্তার উইল্‌মট্‌ বলিলেন, “এ সকল রোগের ইহাই মন্দলক্ষণ; রোগী যাহা কিছু রচনা করেন, হয় ত তাহার কোনই মূল্য নাই, কিন্তু তিনি মনে করেন, এমন মূলবান্‌ সামগ্রী বিশ্বসংসারে আর নাই। কেবল ইহাই নহে, তাঁহার রচনা কখন্‌ কে চুরি করিবে, এই আশঙ্কায় তিনি দিবারাত্রি ব্যাকুল থাকেন; সর্ব্বদাই সন্দেহ, ঐ বুঝি চোর আসিল। রোগের কঠিন অবস্থাতেই সাধারণতঃ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই শ্রেণীর রোগী অত্যন্ত বিরল আমি অযাচিতভাবে কখনও কোন রোগীকে দেখিতে যাই না, আমার সে অবসরও নাই, তবে আমার বন্ধু ডাক্তার হুইট্‌লেটের নিকট লর্ড ডেরিংহামের রোগের অবস্থার কথা শুনিয়া তাঁহার অবস্থা পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল হওয়াতেই আমি অযাচিতভাবে আমার বন্ধুর পত্র লইয়া এখানে আসিয়াছি। আমার অবসর বড় অল্প, এ জন্যই এই অসময়ে আসিতে

হইয়াছে; অতি প্রত্যূষেই আমি লণ্ডনে যাত্রা করিব, সুতরাং এ সুযোগ পরিত্যাগ করিলে ভবিষ্যতে এমন সুযোগলাভের আর আশা নাই।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "আজ রাত্রিটা এখানে থাকিতে পারেন না? অতি প্রত্যূষে যাহাতে আপনি ক্রোমারে ট্রেণ ধরিতে পারেন, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।"

ডাক্তার উইল্‌মট্ বলিলেন, "না, রাত্রে আমার এখানে থাকা অসম্ভব, আমি যে বন্ধুর বাড়ীতে আছি, এই রাত্রেই তাঁহার সহিত আমার অনেক পরামর্শ আছে; যদি আপনার পিতার রোগ সম্বন্ধে আমার পরামর্শগ্রহণ আবশ্যক মনে করেন, তাহা হইলে আজ এখনই তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

লেডী ডেরিংহাম বলিলেন, "এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।"

ডাক্তার উইল্‌মট্ বলিলেন, "আপনার পিতার পাণ্ডুলিপিগুলি যেখানে আছে, আমায় সেইখানে লইয়া চলুন। অবশ্য, আমি এ কথা বলিব না যে, আপনি সেই সকল কাগজপত্র আমার হস্তে প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনি সেখানে উপস্থিত থাকিবেন।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ তাঁহার মাতাকে বলিলেন, "বাবাকে কয়েক মিনিটের জন্য লাইব্রেরী হইতে সরাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে না?"

লেডী ডেরিংহাম বলিলেন, "তিনি নড়িবেন কি না, বলিতে পারি না, তবে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।"

লেডী ডেরিংহাম সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

ডাক্তার উইল্‌মট্ উল্‌ফেন্‌ডেন্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার

পিতা এখন কিরূপ রচনায় প্রবৃত্ত আছেন, এ সকল রচনার উদ্দেশ্য কি, আপনি কোন দিন কি সে কথা তাঁহার নিকট শুনেন নাই ?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ মাথা নাড়িয়া বলিলেন,"না, এ সম্বন্ধে তিনি আমার সহিত কোন দিন কোন পরামর্শ করেন নাই ; তবে আমার অনুমান, ইংলণ্ডের উপকূলভাগের কোন্ কোন্ স্থান অরক্ষিত, কোন্ কোন্ স্থান দিয়া শত্রুসৈন্য এ দেশে প্রবেশপূর্ব্বক ইংলণ্ডকে বিপন্ন করিতে পারে, আমাদের দেশে নৌবলের কি কি ত্রুটি আছে এবং কি উপায়েই বা সেই সকল ত্রুটি সংশোধিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তিনি সুদীর্ঘ রিপোর্ট প্রস্তুত করিতেছেন, তিনি দীর্ঘকাল প্রধান অ্যাড-মিরালের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং এই সকল বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি এ দেশে আর কেহই নাই।"

ডাক্তার উইল্‌মট্ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "এ সকল রাজনীতি-ঘটিত ব্যাপারের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই ; গত দশ বৎসর হইতে চিকিৎসা-কার্য্যে আমি ডুবিয়া আছি, নিজের পেশা ভিন্ন অন্য কোন দিকে আমার চাহিবার অবসর নাই।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন,"আমিও রাজনীতির কোন ধার ধরি না ; আমরা বেশ নিরাপদেই আছি ; ইউরোপে ইংরাজের যে প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রম আছে, তাহা কোন পরাক্রান্ত রাজ্য অপেক্ষা অল্প নহে ; কে ইংলণ্ডকে আক্রমণ করিতে সাহস করিবে ? এ অবস্থায় আমাদের দেশের কোথায় কি দুর্ব্বলতা আছে, কোন্ গুপ্তরন্ধ্রপথে শত্রুদল আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে বিপন্ন করিয়া ফেলিতে পারে, এ সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া দেশের সকল লোককে আতঙ্কিত করিবার কোন আবশ্যক দেখি না ; আমার পিতা সেজন্য কেন যে এত পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাও বুঝিতে পারি না ; এই সকল

কথা ভাবিয়া ভাবিয়াই ত তাঁহার মাথা খারাপ হইয়াছে, এ সকল কথা লইয়া ইতিপূর্ব্বে আমাদের দেশের আর কোন লোকের মাথা ব্যথা করে নাই। যদি তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত না হইত, তাহা হইলে বুঝিতাম, তিনি সত্যই একটা কাজ করিতেছেন।"

ডাক্তার উইল্‌মট্‌ বলিলেন, "আপনি অতি সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন; কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এইরূপ পণ্ডশ্রমের সমর্থন করিবেন না।"

অল্পক্ষণ পরে লেডী ডেরিংহাম সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আমি অনেক কষ্টে কৃতকার্য্য হইয়াছি। আমার স্বামী উপরে গিয়াছেন, আমি তাঁহাকে নানা কথায় আধঘণ্টাকাল সেখানে রাখিতে পারিব। উল্‌ফেন্‌ডেন্, তুমি ডাক্তার উইল্‌মট্‌কে লইয়া তাঁহার লাইব্রেরীতে যাও।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ ডাক্তারকে লইয়া লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিলেন; লাইব্রেরীতে রাশি রাশি পুস্তক, খাতাপত্র, মানচিত্র ও পাণ্ডুলিপি; কতক আলমারিতে, কতক টেবিলের উপর, কতক বা র্‍যাকের উপর সজ্জিত ছিল; টেবিলের উপর যুদ্ধ-জাহাজের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদর্শ সযত্নে সংরক্ষিত হইয়াছিল। ব্লাদারউইক এক কোণে বসিয়া কতকগুলি কাগজ নকল করিতেছিল, উল্‌ফেন্‌ডেন্ সেই গভীর রাত্রে একজন অপরিচিত লোককে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন দেখিয়া ব্লাদারউইকের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে জানিত, সেই কক্ষে বাহিরের লোকের প্রবেশ নিষেধ।

টেবিলের উপর কতকগুলি খোলা কাগজ পড়িয়া ছিল, তাহার দুই একখানির কালি তখনও শুকায় নাই; বোধ হইল, লর্ড ডেরিংহাম তাহা লিখিতে লিখিতে উঠিয়া গিয়াছেন।

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ ডাক্তারকে বলিলেন, "আপনি কাগজগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখুন, ইহাই আমার পিতার শেষ পাণ্ডুলিপি।"

ডাক্তার উইল্‌মট্‌ কাগজ গুলি টানিয়া লইয়া ক্রমাগত পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিলেন, তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তিনি যেন রুদ্ধ-নিশ্বাসে তাহা পাঠ করিতেছেন। অন্য কোন দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, দীর্ঘকালের ক্ষুধিত ব্যক্তি সম্মুখে স্তূপীকৃত খাদ্যদ্রব্য পাইলে যে ভাবে তাহা গ্রাস করিতে আরম্ভ করে, ডাক্তার উইল্‌মটের ভাবও সেইরূপ; উল্‌ফেন্‌ডেনের নিকট ডাক্তারের সেই ক্ষুধিত দৃষ্টি কেমন রহস্যপূর্ণ বোধ হইল। ব্লাদারউইক নির্ব্বাক্‌-বিস্ময়ে ডাক্তারের কাজ দেখিতে লাগিল; তাহার পর সে দণ্ডায়মান হইয়া উল্‌ফেন্‌ডেন্‌কে বলিল, "লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন্‌, আপনি আমার বেয়াদপি মাপ করিবেন; কিন্তু আপনার পিতা যদি হঠাৎ এই ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পান, একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার কাগজপত্র ঘাঁটিতেছে, তাহা হইলে তিনি মহা অনর্থ ঘটাইবেন।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "চুপ কর ব্লাদারউইক, তোমার কোন ভয় নাই, ইনি ডাক্তার।"

উল্‌ফেন্‌ডেনের তাড়া খাইয়া ব্লাদারউইক চেয়ারে বসিয়া পড়িল; ডাক্তার উইল্‌মট্‌ তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া একখানি পকেট-বহিতে পাণ্ডুলিপির নানা কথা টুকিয়া লইতে লাগিলেন। এমন সময় বাড়ীর বহির্দ্বারে একখানি ঘোড়ার গাড়ীর চক্রশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল।

সে শব্দ ডাক্তার উইল্‌মটের কর্ণে প্রবেশ করিল না। তিনি তখন অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে নোট লইতেছিলেন, কিন্তু সেই শব্দ শুনিয়া উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ জানালার নিকট উপস্থিত হইয়া পথের দিকে

চাহিলেন ;—দেখিলেন, ডাক্তার হুইট্‌লেট্‌ তাঁহার টম্‌টম্‌ হইতে নামিতেছেন।

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "ডাক্তার হুইট্‌লেট্‌ আসিয়াছেন। তিনি যে হঠাৎ এখানে আসিবেন, তাঁহার পত্রে ত সে কথা লেখা নাই।"

উল্‌ফেন্‌ডেনের কথা শুনিয়া ডাক্তার উইল্‌মটের হাত হইতে কাগজ পড়িয়া গেল, তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি তাড়াতাড়ি বাতায়ন-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া পথের দিকে চাহিলেন, তাহার পর জড়িতস্বরে উল্‌ফেন্‌ডেন্‌কে বলিলেন, "ডাক্তার হুইট্‌লেট্‌ই ত বটে, আমি একবার আধ মিনিটের জন্ম তাঁহাকে একটা কথা বলিব, আপনি তাঁহাকে এইখানে ডাকিয়া আনুন।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ তৎক্ষণাৎ ডাক্তার হুইট্‌লেট্‌কে আনিবার জন্য বারান্দার দিকে চলিলেন। তিনি কয়েক পদ অগ্রসর হইতে না হইতে ব্লাদারউইক চীৎকার করিয়া উঠিল ; উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ব্লাদারউইক ? কি হইয়াছে ?"

ব্লাদারউইক হতাশভাবে বলিল, "আর কি হইয়াছে, আপনার ডাক্তার জানালার ভিতর দিয়া বিড়ালের মত লাফাইয়া পলাইল !"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ একলম্ফে জানালার নিকটে আসিয়া দেখিলেন, ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন উইল্‌মট্‌ তাঁহার গাড়ীতে বায়ুবেগে পলায়ন করিতেছেন।

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ভাবে গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়াই ডাক্তার হুইট্‌লেট্‌কে দেখিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বন্ধু ডাক্তার উইল্‌মট্‌ জানালার ভিতর দিয়া পাগলের মত শ্বাসে পলাইলেন কেন ?"

ডাক্তার হুইট্‌লেট্‌ সবিস্ময়ে বলিলেন, "ডাক্তার উইল্‌মট্‌? কে সে? তাহাকে আমি চিনিও না, বোধ হয়, কোন প্রবঞ্চক তোমা-দের সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছিল।"

১৬

প্রতিভা না উন্মত্ততা?

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ ডাক্তার হুইট্‌লেটের কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তকালের জন্য বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি আর একটি কথাও না বলিয়া ধীরে ধীরে ব্লাদারউইকের নিকটে আসিলেন, তাহাকে বলি-লেন, "ব্লাদারউইক, বড় নির্ব্বোধের মত কাজ হইয়া গিয়াছে। বাবা কাগজগুলি যেমন ভাবে রাখিয়া গিয়াছিলেন; ঠিক সেই ভাবে গোছা-ইয়া রাখ; অন্য লোক যে এ ঘরে আসিয়াছিল, এ কথা যেন তিনি জানিতে না পারেন।"

ব্লাদারউইক বলিল, "আপনার আদেশ পালন করিব, কিন্তু ঐ টেবিলের কাগজপত্রে আমার হাত দিবার হুকুম নাই, আমাকে ঐ টেবিলের কাছে দাঁড়াইতে দেখিলেই আপনার পিতা আমাকে ভয়া-নক ধমকাইবেন।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "তাঁহাকে যাহা বলিতে হয়, আমি বলিব, তুমি কাগজগুলি গোছাও।"

তাহার পর উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ ডাক্তার হুইট্‌লেট্‌কে সঙ্গে লইয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন; সেখানে তিনি ডাক্তারকে গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "ব্যাপার বড়ই গুরুতর! ডাক্তার, লোকটা আপনার যে পত্র আনিয়াছিল, সেই পত্রখানা কি জাল?"

ডাক্তার উইল্‌মট্‌-নামধারী ব্যক্তি ডাক্তার হুইট্‌লেটের যে

পরিচয়পত্র আনিয়াছিল, সে পত্রখানি উলফেনডেন্ ডাক্তারকে দিলেন; ডাক্তার তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বলিলেন, "ইহার আগাগোড়া জাল, লোকটা কে, কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছিল ?"

উল্‌ফেনডেন্ বলিলেন, "কিন্তু যে ডাকের কাগজে এই পত্র লেখা, সে কাগজখানি বোধ হয় জাল নহে, এই কাগজের এক কোণে আপনার নাম ছাপা আছে; নাম স্বাক্ষরটিও অনেকটা আপনার স্বাক্ষরের মত, এ অবস্থায় আমাদের ভ্রম হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে।"

ডাক্তার বলিলেন, "ব্যাপারটা এখন কতক কতক বুঝিতে পারিতেছি; আজ সন্ধ্যা ছয়টার সময় কয়েকটা কলে বাহির হইয়াছিলাম, সদর রাস্তায় উপস্থিত হইতেই দেখিলাম, একখানি ব্রুহাম ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। সেই গাড়ীতে কোচম্যানের কাছে চাকরের মত একজন লোক বসিয়াছিল; আমার গাড়ী যখন সেই গাড়ীখানি ছাড়াইয়া গেল, তখন তাহাদের দুই একটা কথা আমার কানে গিয়াছিল, আমার নাম করিয়া তাহারা কি বলাবলি করিতেছিল; আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইল, ব্রুহামখানি কোথায় যায়, তাহা দেখিবার জন্য আমি পুনঃ পুনঃ পশ্চাতে চাহিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরে গাড়ীখানি আর দেখা গেল না, আমার মনে হইল, গাড়ীখানি মোড় ঘুরিয়া আমার বাড়ীর কাছে গিয়াছে। রোগী দেখিয়া এই পথে ফিরিবার সময় দেখিলাম, সেই ব্রুহামখানি তোমাদের দরজায় দাঁড়াইয়া আছে, সেই সময় যদি তোমাদের বাড়ী আসিতাম, তাহা হইলে সেই রাস্কেলটাকে হাতে হাতে ধরিতে পারিতাম। কিন্তু এ দিকে না আসিয়া আমি বাড়ী চলিলাম; আমার চাকরের মুখে শুনিলাম, আমি রোগী দেখিতে যাইবার অল্পক্ষণ পরে একটি অপরিচিত ভদ্রলোক আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন;

আমি বাহিরে গিয়াছি শুনিয়া ভদ্রলোকটি চাকরকে বলেন, তিনি একখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়া যাইবেন; তাঁহার কথা শুনিয়া আমার চাকর তাঁহাকে আমার বসিবার ঘরে লইয়া যায়। তিনি প্রায় দশ মিনিট সেখানে বসিয়াছিলেন। ভদ্রলোকটি কি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, দেখিবার জন্য টেবিলের উপর তাঁহার পত্র খুঁজিতে লাগিলাম, কোন পত্র পাইলাম না। কোন বন্ধুকে পত্র লিখিব বলিয়া আমার নাম-ছাপা একখানি চিঠির কাগজ টেবিলের উপর রাখিয়া গিয়াছিলাম, দেখিলাম সেই কাগজখানি নাই। তখন আমার মনে অত্যন্ত সন্দেহ হওয়ায় আমি তৎক্ষণাৎ আমার টম্‌টমে চড়িয়া তোমাদের বাড়ী ছুটিলাম, এই জন্যই এত রাত্রে হঠাৎ এখানে আসিলাম। এখানে আসিয়া দেখিলাম, সেই ব্রুহামখানি তখনও তোমাদের দরজায় দাঁড়াইয়া আছে।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "আপনি যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, সে জন্য ধন্যবাদ, আপনি কিছু আগে আসিলে ভাল হইত; এখন বুঝিতেছি, সেই লোকটাই আপনার পত্র জাল করিয়াছে। কিন্তু বাবার কাগজ-পত্র দেখিবার জন্য তাহার এত আগ্রহ কেন? ইহাতে তাহার কি স্বার্থ-সিদ্ধি হইবে, লোকটা নিশ্চয়ই সাধারণ চোর নহে।"

ডাক্তার হুইট্‌লেট্ বলিলেন, "তোমার পিতা তাঁহার এই সকল কাগজপত্রকে অত্যন্ত মূল্যবান্ মনে করেন; হয় ত সত্যই তাহার কোন মূল্য আছে।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "কিন্তু আপনার, আমার মাতার, ব্লাদার-উইকের, এমন কি যে যুবতী আমার পিতার কাগজ-পত্রাদি নকল করিত, সকলেরই বিশ্বাস আমার পিতার এ সকল কাগজপত্র নিতান্ত মূল্যহীন। আপনারা চারিজনেই এ সকল কাগজের কোন না

কোন্ অংশ দেখিয়াছেন এবং দীর্ঘকাল হইতে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন, ইহা যদি নিতান্ত পাগলের কীর্ত্তি না হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ ইহা অপ্রকৃতিস্থ মস্তিষ্কের ফল ভিন্ন কিছুই নহে; তথাপি এই সকল মূল্যহীন অকিঞ্চিৎকর কাগজ-পত্রের নকল লইবার জন্য এই একজন লোক যে দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কেবল তাহাই নহে, এরূপ দুই একটা নকল সংগ্রহের জন্য কোন লোক ব্রাদারউইক্‌কে অনেক টাকা উৎকোচ দিতে চাহিয়াছে; যৎসামান্য অসার অপদার্থ রচনার জন্য—উন্মত্তের খেয়াল প্রসূত—কতকগুলি প্রলাপবাক্য আত্মসাৎ করিবার জন্য কোন কোন অপরিচিত ব্যক্তির এরূপ আগ্রহ কেন? এ কথার উত্তর কি?"

ডাক্তার হুইট্‌লেট্ উল্‌ফেন্‌ডেনের কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাদারউইককে কে উৎকোচ দিতে চাহিয়াছে?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "তাহাই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে; আজ আহারাদির পর ব্রাদারউইক সেই পত্র আমাকে দেখাইয়াছে; কোন লোক তাহাকে লিখিয়াছে, 'লর্ড ডেরিংহামের পাণ্ডুলিপির যৎসামান্য নকলের জন্য তাহাকে অনেক টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। এ অবস্থায় বাবার এই সকল কাগজ-পত্রের যে বেশ মূল্য আছে, ইহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।"

সহসা উল্‌ফেন্‌ডেনের মাতা সেই কক্ষে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "উল্‌ফেন্‌ডেন্, সে লোকটি কে? কোথায় সে?"—তাঁহার মুখ অত্যন্ত মলিন, তিনি ভয়ে কাঁপিতেছিলেন।

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "সে একটা প্রবঞ্চক, প্রকাণ্ড জালিয়াৎ, সে ডাক্তার হুইট্‌লেটের যে পত্র আনিয়াছিল, তাহা জাল পত্র। লোকটা সরিয়া পড়িয়াছে।"

লেডী ডেরিংহাম ডাক্তারকে বলিলেন, "আপনি এই রাত্রে হঠাৎ আসিয়া মহা বিপদ্ হইতে আমাদের রক্ষা করিয়াছেন, আমি বড় ভয় পাইয়াছি। আমার স্বামী বলিতেছিলেন, তাঁহার কয়েকখানি কাগজ ও জাহাজের কয়েকটি আদর্শ পাওয়া যাইতেছে না, তিনি বুঝিয়াছেন, তাঁহার ঘরে চোর আসিয়াছিল, তাঁহার অবস্থা এখন অতি শোচনীয়, মূর্চ্ছার উপক্রম হইতেছে; আপনি লাইব্রেরীতে চলুন।"

ডাক্তারকে ও উল্‌ফেন্‌ডেন্‌কে সঙ্গে লইয়া লেডী ডেরিংহাম লাইব্রেরীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে,তাঁহারা সভয়ে দেখিলেন,লর্ড ডেরিংহাম উভয় হস্তের মুষ্টি শূন্যে তুলিয়া ইতস্ততঃ আন্দোলিত করিতেছেন, ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তাভ, চক্ষু হইতে যেন অগ্নিশিখা বহির্গত হইতেছে। তিনি তাঁহার স্ত্রীর দিকে চাহিয়া সক্রোধে বলিলেন, "আমার ঘরে কেহ আসে নাই, আমার কাগজ-পত্র কেহ নাড়ে নাই, এ কথা আমি কোন মতেই বিশ্বাস করিব না। হতভাগা ব্লাদারউইক ঘুমাইয়াছিল, না মরিয়াছিল, সে ঘরে থাকিতে টেবিলের উপর হইতে কাগজ চুরি যায়? আধ ঘণ্টার মধ্যে ডেস্কের উপর হইতে জাহাজের মডেল চুরি যায়? আমি দুইটি মডেল ও একখানা কাগজ পাইতেছি না; হয় তাহা ব্লাদারউইক চুরি করিয়াছে, না হয় কোন চোরে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে; সে কুকুরটা কোথায়?"

লেডী ডেরিংহাম বলিলেন, "তোমার ভয়ে সে পলাইয়া সিঁড়ির মধ্যে লুকাইয়াছে, বেচারা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।"

এবার ডাক্তার হুইট্‌লেট্ কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনার বাড়ীতে চোর আসিয়া—"

ডাক্তারের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে লর্ড ডেরিংহাম সক্রোধে গর্জ্জন

করিয়া বলিলেন, "আমি দেখিতেছি, কতকগুলি নীরেট আহম্মুখের হাতে পড়িয়া গিয়াছি ; তোমরা সকলেই সমান বুদ্ধিমান্, সমান হস্তি-মূর্খ ! চোরের দল আমার এই সকল কাগজপত্র চুরি করিবার জন্য ক্রমাগত কিরূপ চেষ্টা করিতেছে, তোমরা তাহার কোন সন্ধানই রাখ না। তোমরা জান না, এই কয় বৎসর আমি দিন-রাত্রি পরিশ্রমে যে সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছি,তাহা যদি কোন ক্রমে কোন কোন লোকের হস্তগত হয়, তাহা হইলে সমস্ত ইউরোপের,—এমন কি সমগ্র খ্রীষ্টীয় জগতের ভয়ঙ্কর রাজনীতিক পরিবর্ত্তন ঘটিবে। আমি জানি, কয়েকজন লোক আমার কাগজপত্র চুরি করিবার জন্য ক্রমাগত আমার বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর তোমরা বাড়ীর লোক হইয়া সেই সকল চোরকে ডাকিয়া ঘরের মধ্যে আনিতেছ। আমার এত কষ্টের,---এত সাধনার সামগ্রী অনায়াসে তাহাদের হস্তে তুলিয়া দিতেছ, যেন সেই সকল কাগজের কোন মূল্য নাই। আজ রাত্রে আমার ঘরে এইরূপ একটা চোরকে ডাকিয়া আনিয়াছিলে। যদি সে আরও কিছু কাল এখানে থাকিবার অবসর পাইত, তাহা হইলে কি সর্ব্বনাশ ঘটাইত, বলিতে পারি না।"

লেডী ডেরিংহাম বলিলেন, "তুমি কেন এত ব্যস্ত হইয়াছ ? চোরের সন্ধানে চারিদিকে লোক নিযুক্ত করিয়াছি, আর কেহ বাড়ীর সীমানায় আসিতে পারিবে না, তুমি আমার কথার উপর নির্ভর করিতে পার।"

লর্ড ডেরিংহাম বলিলেন, "সত্য করিয়া বল, কে আমার ঘরে আসিয়া জানালা দিয়া পলাইয়াছে ? ব্রাদারউইক আমাকে এ কথা বলিয়াছে, কিন্তু লোকটা কে, আমি জানিতে পারি নাই। তাহার নাম কি, বল।"

লেডী ডেরিংহাম একবার বক্রদৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে চাহিলেন, ডাক্তার সম্মতিসূচক মাথা নাড়িলে লেডী ডেরিংহাম তাঁহার স্বামীকে বলিলেন, "তুমি যাহা শুনিয়াছ, তাহা সত্য, তোমার নিকট যে কথা আর গোপন করিব না ; একজন লোক একখানি জাল পত্র লইয়া এখানে আসিয়াছিল, সে আমাদিগকে বড় ঠকাইয়া গিয়াছে ; কিন্তু সে পাঁচ মিনিটের অধিক কাল এ ঘরে ছিল না ; যাহা হইবার হইয়াছে, এরূপ ভ্রম আর কখনও হইবে না।"

স্ত্রীর কথা শুনিবামাত্র লর্ড ডেরিংহামের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাঁহার ক্রোধ অপেক্ষাকৃত প্রশমিত হইল, তিনি সংযতস্বরে বলিলেন, "আমার ঘরে চোর আসিবে, তাহা জানিতাম, সেই জন্য ক্রমাগত তোমাদিগকে সাবধান করিয়া আসিয়াছি, তোমাদের বুদ্ধি বড় অধিক, তাই তোমরা আমাকে পাগল মনে করিয়া নিশ্চিন্ত-ভাবে বসিয়া ছিলে। যদি ড্রুসেলি আসিত, তাহা হইলে আর রক্ষা ছিল না, আমার এত কালের পরিশ্রম সমস্তই বৃথা হইত ; ড্রুসেলি নিজে না আসিলেও আমার বোধ হয়, সে তাহার কোন গুপ্তচরকে পাঠাইয়াছিল।"

লেডী ডেরিংহাম বলিলেন, "এখন হইতে আমরা খুব সাবধানে থাকিব, আর কেহ আমাদের চোখে ধূলা দিতে পারিবে না। আমরা আরও কয়েকজন প্রহরী নিযুক্ত করিব, প্রত্যেক জানালায় গরাদে দিব।"

লর্ড ডেরিংহাম বলিলেন, "যত দিন আমার কাজ শেষ না হয়, যত দিন আমার রিপোর্ট কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে প্রদান করিতে না পারি, তত দিন আমি মুহূর্ত্তের জন্যও আর এ কক্ষ ত্যাগ করিব না। আমার কাগজপত্র চুরি হইলে ইংলণ্ডের বিপদের সীমা থাকিবে না। যাহাতে

সেরূপ বিপদের সম্ভাবনা না ঘটে, আমাকে তাহা করিতেই হইবে। হেগ্‌স ও মর্টনকে বলিয়া দাও, তাহারা এখন হইতে এই ঘরের মধ্যে বসিয়া পাহারা দিবে, আর একজন প্রহরী বাহিরে বসিয়া থাকিবে, সে তাহার বন্দুক মুহূর্ত্তের জন্যও হাত হইতে নামাইবে না। এখন তোমরা যাও, আমার যাহা যাহা চুরি গিয়াছে, পুনর্ব্বার তাহা প্রস্তুত করিতে হইবে; খানিক পরে আমাকে এক পেয়ালা কাফি পাঠাইবে, আমার আলমারির মধ্যে এক বাক্স টোটা আছে, তাহাও পাঠাইবে।”

লর্ড ডেরিংহাম দ্বার রুদ্ধ করিলেন, উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ পিতার সকল কথাই শুনিয়াছিলেন, তাঁহার একটি কথাও প্রলাপবাক্য বলিয়া উল্‌-ফেন্‌ডেনের মনে হইল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার পিতার সকল কথাই সত্য, তাঁহার পিতার কাগজপত্রগুলি চুরি হইলে অল্প দিনের মধ্যেই ইংলণ্ডের মহা বিপদ্‌ ঘটিতে পারে, ইহা ভাবিয়াই তাঁহার পিতা এত সতর্ক। এই অতি-সতর্কতার জন্যই লোকে মনে করে, তাঁহার বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে। ডাক্তার হুইট্‌লেট্‌ সুচিকিৎসক হইতে পারেন কিন্তু তাঁহার ভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে। তাঁহার মাতাও তাঁহার পিতার এই সতর্কতার কারণ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে উন্মত্ত স্থির করিয়া বসিয়াছেন। কোন কোন লোক যে তাঁহার পিতার এই দীর্ঘ পরিশ্রমের ফল অপহরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যাহাতে এই সকল তস্ক-রের চেষ্টা সফল না হয়, সেই জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন, এই সকল তস্কর কাহারা, তাহাদের উদ্দেশ্য কি, তিনি তাহার সন্ধান লইবেন।

১৭

বিরাট্ ষড়্যন্ত্র।

সে দিন ঠিক যে সময়ে ডাক্তার উইল্‌মট্-নামধারী ব্যক্তি লর্ড ডেরিংহামের লাইব্রেরীর জানালা দিয়া পলায়ন করিয়াছিল, সেই সময়ে মিঃ সেবিন্ তাঁহার বাসায় বসিয়া একজন ভদ্রলোকের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি যে কক্ষে বসিয়া ছিলেন, তাহা এক-তালার এক প্রান্তে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র কক্ষ, কক্ষটি তেমন সজ্জিত নহে। মিঃ সেবিন্ একখানি ইজি-চেয়ারে বসিয়া একটি সিগারেট টানিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি অগ্নিকুণ্ডে সংবদ্ধ ছিল; তিনি তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন।

মিঃ সেবিন্ ধীরে ধীরে বলিলেন, "এখন যদি একটি সামান্য ভুলও হয়, তাহা হইলে আমার এত কালের পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে, কোন কারণে একবার পদস্খলন হইলেই সকল সুখ-স্বপ্নের অবসান হইবে। আজ রাত্রে জয়-পরাজয় স্থির হইবে; নিজেষ্টিন্‌কে অনুকূল মত জ্ঞাপন করিতে পারিব কি না, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহার মীমাংসা হইবে। এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া এখন কি হতাশ-ভাবে ফিরিব ?—না, তাহা বোধ হয় না।"

মিঃ সেবিনের দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ ছিল; তাঁহার জীবনের একমাত্র উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য তিনি আজীবন নানা পন্থায় ঘুরিতেছেন; তাঁহার সঙ্কল্প সাধারণ লোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্কল্পের অনুরূপ ছিল না; তাঁহার সঙ্কল্পের উপর একটি প্রকাণ্ড জাতির উন্নতি ও অবনতি, উত্থান ও পতন নির্ভর করিতেছিল; এত কাল ধরিয়া তিনি যে কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, আজ রাত্রে সেই

কঠোর ব্রত-উদ্‌যাপন শেষ হইবার কথা। এইবার কার্য্য আরম্ভ হইবে; তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপর অগণ্য মনুষ্যের সুখ-স্বাধীনতা নির্ভর করিতেছিল।

হঠাৎ তিনি দ্বারে করাঘাত-শব্দ শুনিয়া উঠিয়া বসিলেন, সহসা তাঁহার মুখখানি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল, ললাট হইতে দুশ্চিন্তার রেখা অপসৃত হইল; তিনি যেন এতক্ষণ ধরিয়া নিশ্চিন্তমনে সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছিলেন, এই ভাবে 'সেণ্ট জেম্‌স' গেজেটখানির উপর চক্ষু বুলাইতে লাগিলেন।

মুহূর্ত্তকাল পরে একটি বিদেশী ভদ্রলোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, আগন্তুকের দেহ যেরূপ সুদীর্ঘ, সেইরূপ স্থূল, প্রকাণ্ড গোঁফ-জোড়াটা কটা, দেখিলেই মনে হয়, সৈনিকের গোঁফ। যে ভৃত্য তাঁহাকে এই কক্ষে লইয়া আসিয়াছিল, সে প্রস্থান করিলে আগন্তুক তাঁহার ওভারকোট খুলিয়া চেয়ারে উপবেশন করিলেন; ওভারকোটের নীচে তাঁহার পদমর্য্যাদাসূচক বৈদেশিক ইউনিফরম্ তাঁহার উচ্চ-পদের পরিচয় প্রদান করিল।

মিঃ সেবিন্ আগন্তুককে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে যে সকল কাগজপত্র পাঠাইয়াছেন, তাহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি।"

আগন্তুক বলিলেন, "পাঠ করিয়া কি বুঝিলেন?"

মিঃ সেবিন্ বলিলেন, "পাঠ করিয়া বুঝিলাম, ইংরাজের বিরুদ্ধে আপনাদের জাত-ক্রোধ সম্বন্ধে আমার যে সন্দেহ ছিল, তাহা অমূলক বটে।"

এই আগন্তুক সামান্ত ব্যক্তি নহেন, ইনি ইংলণ্ডস্থ জর্ম্মান-রাজদূত ব্যারণ নিজেটিন্।

ব্যারণ বলিলেন, "আপনি তাহা হইলে বুঝিতে পারিয়াছেন, অনেক দিন পূর্ব্বেই যে বীজ বপন করা হইয়াছে, আমি সযত্নে এত কাল যাহাতে জলসিঞ্চন করিয়াছি, এখন তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছে; শীঘ্রই ইহার ফল ফলিবে, তখন এ দেশের লোকের বিস্ময়ের সীমা রহিবে না; আমি জানি বলিয়াই এ কথা বলিতেছি।"

মিঃ সেবিন্ অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া সসঙ্কোচে বলিলেন "আপনি যাহা বলিলেন, সে কথা সত্য হইতেও পারে, কিন্তু ইংরাজ জর্ম্মানের জ্ঞাতি; জ্ঞাতিত্বের বন্ধন বড় সুদৃঢ়, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত দুইটি সাক্সন-জাতির মধ্যে সহসা যে বিরোধের বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, ইহা অনুমান করা কঠিন।"

ব্যারণ হাসিয়া বলিলেন, "জ্ঞাতিত্বের বন্ধন ছিন্ন করা আপনি যত কঠিন মনে করিতেছেন, তাহা তত কঠিন নহে, আমার তর্জ্জনীর এক আঘাতেই তাহা ছিন্ন হইবে।"—প্রিন্স আবেগভরে টেবিলের উপর তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীদ্বয়ের আঘাত করিলেন; তাহার পর তিনি বলিতে লাগিলেন, "জ্ঞাতি-শত্রুর ন্যায় প্রবল শত্রু পৃথিবীতে আর কে আছে? জ্ঞাতির সহিত যত বিরোধ উপস্থিত হয়, নিঃসম্পকীয় কোন ব্যক্তির সহিত সেরূপ বিরোধ ঘটে না, ব্যক্তিগতভাবে ইহা যেমন সত্য, জাতিগতভাবেও ইহা সেইরূপ সত্য। বন্ধু, আমার কথা শুনিয়া আপনি বিস্মিত হইবেন না। ভিতরে ভিতরে যে প্রলয়ের আয়োজন হইতেছে, আপনি এ কথা বিশ্বাস করুন। সুবিশাল জর্ম্মান-জাতির ভাগ্যসূত্র এখন যাঁহার করধৃত, যুদ্ধেই তাঁহার আনন্দ, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনাই তাঁহার শ্রুতিসুখকর। সত্যই আমরা ইংরাজের বর্ত্তমান সুখ-সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত; এই ঈর্ষার যথেষ্ট কারণও আছে; পৃথিবীর যে অংশেই আমরা পদার্পণ করি, সেইখানেই

দেখিতে পাই, আমাদের জাতির দল জায়গাটি জুড়িয়া বসিয়া আছে, যেখানেই আমরা উপনিবেশ স্থাপন করিতে যাই, স্থানাভাবে সেখান হইতেই ভগ্নমনোরথে ফিরিয়া আসি। পৃথিবীর যে সকল স্থান অর্থোপার্জ্জনের অনুকূল, ধন-ধান্যপূর্ণ, স্বর্ণপ্রসূ, বাণিজ্যের সকল সুযোগ যেখানে বর্ত্তমান, সেই সকল স্থানই ইংলণ্ড পূর্ব্ব হইতে দখল করিয়া বসিয়া আছে। কি শিল্পে, কি বাণিজ্যে, কি উপনিবেশ-স্থাপনে, সকল বিষয়েই আমরা সুযোগের অভাবে ইংরাজের নিকট অবনত হইয়া আছি। অথচ আমাদের লোকসংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে, দেশে আর স্থান নাই, কিন্তু বাহিরে পা বাড়াইবারও উপায় নাই। পৃথিবীতে ক্রমবর্দ্ধনশীল ইংরাজ ও ক্রমবর্দ্ধনশীল জর্ম্মান জাতির একত্র স্থান হইবে না, সুতরাং একজনকে সরিয়া দাঁড়াইতেই হইবে; জর্ম্মানীর প্রতিজ্ঞা, অদৃষ্টে যাহাই থাক্, সে সরিয়া দাঁড়াইবে না। আপনি বলেন, ফরাসী আমাদের স্বাভাবিক শত্রু; আমি এ কথা অস্বীকার করি; তবে ইতিহাসে ফরাসী আমাদের শত্রু বলিয়া পরিগণিত, এ কথা সত্য, কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই; আজ যদি ইংলণ্ডের সহিত জর্ম্মনীর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে জর্ম্মনীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সানন্দচিত্তে সেই যুদ্ধের সমর্থন করিবে। প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইবে, এ কথা যেমন সত্য; শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক,ইংলণ্ডের সহিত জর্ম্মনীর যুদ্ধ বাধিবে, এ কথাও সেইরূপ সত্য। সর্ব্বপ্রথম এই বিবাদ কোথায় আরম্ভ হইবে, তাহা পর্য্যন্ত আমি বলিতে পারি, ইহা স্থির হইয়া গিয়াছে,কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য-সমাবেশ হইতে যে কিছু বিলম্ব।"

মিঃ সেবিন্ বলিলেন, "ইউরোপে এরূপ যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না।"

ব্যারণ বলিলেন, "না, ইউরোপেও নহে, এসিয়াতেও নহে,

আফ্রিকার প্রান্তরে এই রণদুন্দুভি শীঘ্র বাজিয়া উঠিবে, যুদ্ধের দাবানল প্রজ্বলিত হইবে।"

লিঃ সেবিন্ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ট্রান্সভালে কি?" ব্যারণ হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, আফ্রিকায় ইংরাজের একচেটে অধিকারে আমাদের বড় ক্ষতি হইতেছে, আমাদের দেশে লোকসংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে; তাহারা দেশ-বিদেশে উপনিবেশ-স্থাপন, রাজ্য-বিস্তার ও স্বাধীনতা-লাভের আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে; এ জন্য দেশের বাহিরে আমাদের নূতন অধিকার-স্থাপনের আবশ্যক। জর্ম্মানীর শক্তি বৃদ্ধি করাও একান্ত প্রয়োজনীয়। কোন সুবিখ্যাত ইংরাজ-পত্রিকা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, জর্ম্মন্-জাতির উপনিবেশ-স্থাপনের উপযোগী বুদ্ধি ও সামর্থ্য নাই, এ কথা মিথ্যা; সে বুদ্ধি আমাদের আছে, ইচ্ছাও আছে, সামর্থ্যেরও অভাব নাই, অভাব কেবল আমাদের সুযোগের। ইংলণ্ড লক্ষবাহু দানবের ন্যায় পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ক্রমাগত বাহু প্রসারণ করিতেছে এবং ধরণীর পৃষ্ঠে যেখানে যে কিছু ধন-রত্ন তাহাদের হস্তে ঠেকিতেছে, তাহাই কুড়াইয়া লইতেছে। আমাদের রাজ্য-বিস্তারের পক্ষে আফ্রিকা যেমন উপযোগী, এমন আর কোন স্থান নহে, কিন্তু সেই আফ্রিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থানগুলি ইংলণ্ডের কর-কবলিত। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ইংলণ্ড সমগ্র আফ্রিকা আত্মসাৎ করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছে। আমাদের দেশ ইহা সহ্য করিবে না; দীর্ঘকাল হইতেই আমরা ইংলণ্ডের নিকট দুর্ব্বল হইয়া আছি, কিন্তু আমরা আফ্রিকা চাই, ইহা কেবল যে আমারই মনোগত অভিপ্রায়, এরূপ নহে, আমার প্রভুরও এইরূপ ইচ্ছা; এজন্য যদি ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, তাহাতেও আমরা পশ্চাৎপদ্ নহি।"

মিঃ সেবিন্ স্তব্ধভাবে জর্ম্মান্-দূতের কথাগুলি শ্রবণ করিলেন; মৃদুহাস্যে তাঁহার ওষ্ঠ রঞ্জিত হইল। তিনি ত ইহাই চান; ইউরোপে একটা ওলোট-পালোট ঘটাইবেন, ইহাই তাঁহার দীর্ঘকালের অভিসন্ধি। অনেকক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "আপনার কথায় আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইয়াছে; আপনার নিকট ইউরোপের বর্ত্তমান রাজনীতি-সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম, কিন্তু এখনও একটি সমস্যার মীমাংসা আবশ্যক, যদি আমি অন্য পক্ষের সহিত সকল বন্দোবস্ত কাঁচাইয়া দিই, তাহা হইলে আপনারা আমাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে সম্মত আছেন কি?"

ব্যারণ বলিলেন, "আপনি আমাদিগকে যে ভাবে সাহায্য করিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই অঙ্গীকার পালন করিলে আপনি যে পারিশ্রমিক চাহিবেন, আমার প্রভু প্রসন্নমনে তাহা আপনাকে দান করিবেন। তিনি ইচ্ছা করিলে আপনাকে দিতে না পারেন, এমন কি আছে?"

মিঃ সেবিন্ তাঁহার চেয়ারখানি প্রিন্সের আরও নিকটে টানিয়া লইয়া গিয়া নিম্নস্বরে তাঁহাকে বলিলেন, "গত চারি বৎসরকাল ধরিয়া আমি যে সংকল্প-সাধনের চেষ্টা করিতেছি, সেই সঙ্কল্প-সাধন করিতে হইলে ইংলণ্ডের একটিমাত্র লোকের সহায়তা-গ্রহণ আবশ্যক, কিন্তু এই সহায়তালাভ অতি কঠিন কার্য্য। যদি আমি ছলে, বলে, কৌশলে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি, তাহা হইলে ইংলণ্ডকে আমরা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারিব। আপনাকে কয়েকখানি কাগজ ও একটি ক্ষুদ্র পার্শেল প্রদান করিলেই ইংলণ্ডের ভাগ্যসূত্র আপনারা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবেন। আমি যে কৃতকার্য্য হইব, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; আমার এই গুপ্ত তথ্যের উপর ইংলণ্ডের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ নির্ভর

করিতেছে বটে, কিন্তু আমার পরিশ্রমের মূল্য সামান্য নহে, তাহা অত্যন্ত অধিক।"

ব্যারণ বলিলেন, "কত টাকা বলুন,—এক কোটী, দুই কোটী, উচ্চ রাজসম্মান, আপনি কি চাহেন ?"

মিঃ সেবিন্ বলিলেন, "নিজের জন্য আমি কিছুই চাহি না।"

মিঃ সেবিনের কথা শুনিয়া প্রিন্স বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছুই নহে ?"

সেবিন্ বলিলেন, "হাঁ, নিজের জন্য কিছুই নহে।"

ব্যারণ বলিলেন, "আপনার এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না, কোন্ সর্ত্তে আপনি আমাদের সাহায্য করিবেন ?"

মিঃ সেবিন্ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমার সর্ত্ত এই,—আপনারা ফ্রান্স জয় করিয়া বর্ত্তমান সাধারণ-তন্ত্রের ধ্বংস করিবেন এবং তৎ-পরিবর্ত্তে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজপুত্র হেনরীকে রাজা ও তাঁহার জ্ঞাতি-ভগিনী বোর্ব্বো-বংশীয়া রাজকুমারী হেলেনকে রাণী করিবেন।"

মিঃ সেবিনের প্রস্তাব শুনিয়া ব্যারণ সবিস্ময়ে "ওঃ!" এইমাত্র শব্দ উচ্চারণ করিলেন।

মিঃ সেবিন্ ব্যারণের এই বিস্ময়বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু কোন কথা বলিলেন না, রুদ্ধনিশ্বাসে উত্তরের প্রতীক্ষায় দূতবরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; তাঁহার বক্ষঃস্থল কম্পিত হইতে লাগিল, মুখ মলিন ও ওষ্ঠ শুষ্ক হইল, তাঁহার সন্দেহ হইল, হয় ত জর্ম্মানরাজ-দূত এই গুরুতর দায়িত্বভার-গ্রহণে সম্মত হইবেন না।

অল্পক্ষণ পরে ব্যারণ ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনি সত্যই বলিয়াছেন, আপনি যে পারিশ্রমিক চাহিতেছেন, তাহা অপরিমিত।"

মিঃ সেবিন্ শুষ্কহাস্যে ধীরে ধীরে বলিলেন, "সে কথা ত আমি

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কিন্তু আমি যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহা কি সামান্য? আপনি সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমার সাহায্যে আপনারা কিরূপে লাভবান্ হইবেন, সে কথা চিন্তা করুন। আপনাদের কার্য্যোদ্ধার হইবার পূর্ব্বে আমি যে পুরস্কার চাহিতেছি, এরূপ নহে; আমার সাহায্যে আপনারা উদ্ধত ইংলণ্ডের দর্প চূর্ণ করিতে পারিবেন, ইচ্ছা করিলে তাহার উপনিবেশগুলি হস্তগত করিতে পারিবেন, তাহার বিপুল বাণিজ্য ধ্বংস করিতে সমর্থ হইবেন, তাহার পর যুদ্ধের ক্ষতি-পূরণ বহন করিতে ইংলণ্ডের ন্যায় অতুল ঐশ্বর্য্যশালী দেশকেও সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে। আমার সাহায্যে আপনাদের এই সকল লাভ। জার্ম্মানি তখন ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজশক্তিরূপে পরিগণিত হইবে। ফ্রান্সও আপনাদের কৃপা-প্রার্থী হইবে; এ কথা কেন বলিতেছি, শুনুন। ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় যাঁহাদের অনুরাগ আছে, বৎসরে বৎসরে, মাসে মাসে, দিনে, দিনে, এমন কি, প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহারা শক্তি সঞ্চয় করিতেছেন; ইউরোপের মধ্যে অপ্রতিহত শক্তির অধিকারী হইয়া আপনারা যে মুহূর্ত্তে বলিবেন, আমরা ফরাসী সাধারণতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন করিয়া রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে চাই, সেই মুহূর্ত্তেই লক্ষ লক্ষ রাজতন্ত্র-পক্ষপাতী রাজভক্ত প্রজা আপনাদের এই প্রস্তাবের সমর্থন করিবেন। ফ্রান্সের অধিবাসিবর্গের মন যে উপাদানে গঠিত, তাহা সাধারণ-তন্ত্রের উপযোগী নহে; ফ্রান্স অন্তরে অন্তরে রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। ফ্রান্সের প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারবর্গের প্রকৃত মনোভাব-সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা নাই বলিয়াই আপনি আমার প্রস্তাবে বিস্মিত হইয়াছেন, কিন্তু আমি তাহাদের প্রকৃত মনোভাব জানি, তাঁহাদিগকে আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি; দীর্ঘকাল হইতে তাঁহারা শুভ মুহূর্ত্তের

প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, এতদিন পরে সেই সুখের, সেই—সুযোগ উপস্থিত ; ফ্রান্স "রাজার জয় হউক্, রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হউক্" এই কথা উচ্চারণ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে ; আপনি ইহা কল্পনামাত্র মনে করিবেন না,ইহা পরীক্ষিত সত্য. আমি আমার মাতৃভূমির ধমনীর গতি পরীক্ষা করিয়াছি, আমার ন্যায় মাতৃভক্ত সন্তানের ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই।"

জর্ম্মান-রাজদূত উৎকর্ণ হইয়া মিঃ সেবিনের এই উক্তি শ্রবণ করিলেন। তিনি বুঝিলেন, মিঃ সেবিন্ যে সকল কথা বলিলেন, তাহা বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে ; কিন্তু ইহা কি কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব ! যদি এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে জর্ম্মণ-রাজনীতির ইতিহাসে তিনি অমরতা লাভ করিবেন, জর্ম্মন-সম্রাটের তিনি দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইবেন, তাঁহার কোন উচ্চাভিলাষই অপূর্ণ থাকিবে না, কিন্তু ইহা কি সম্ভব !

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রাজদূত বলিলেন, "আর একটা দিক আপনি ভাবিয়া দেখেন নাই, আমরা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে রুসিয়া কখনই নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিবে না, রুসিয়া আমাদের এই অনধিকার চর্চ্চায় সমর্থন করিবে না।"

মিঃ সেবিন্ মৃদুহাস্য করিলেন, সে হাস্য উপেক্ষাপূর্ণ। তিনি বলিলেন, "প্রিয় বন্ধু, আপনি এত বড় রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত হইয়া এমন অনভিজ্ঞের ন্যায় কথা বলিতেছেন, ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। আপনার মুখে একথা শোভা পায় না, তবে আপনার কোন দোষ নাই, চারিদিকের অবস্থা সম্বন্ধে আমি যে ভাবে চিন্তা করিয়াছি, আপনি সে ভাবে চিন্তা করেন নাই, তাহা আপনার আবশ্যক বোধ হয় নাই। ইউরোপে যাহাই ঘটুক, রুশিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে না,

তাহার দিগন্তব্যাপী সুবিশাল স্থবির দেহ লইয়া একপ্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, ফ্রান্সের সাহায্যের জন্ত সে একটি অঙ্গুলিও তুলিবে না। ফ্রান্সকে বিপন্ন দেখিয়া রুসিয়া তাহার সাহায্যে কি জন্ত অগ্রসর হইবে? তাহাতে তাহার কি স্বার্থ আছে? ফ্রান্স রুসিয়াকে কি প্রদান করিতে পারে? রুসিয়া যদি ফ্রান্সের সাহায্যার্থ সমরে অবতীর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহার কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইবে, কোন্ প্রলোভনে সে এই অনাবশুক ব্যয়ভার বহন করিতে যাইবে? রুস জাতিকে আমি বিলক্ষণ চিনি, তাহাদের পদনখরপ্রান্ত হইতে চুলের ডগা পর্য্যন্ত স্বার্থপরতায় পূর্ণ। তাহার পর আর একটি ভাবিবার কথা আছে, পূর্ব্বে আপনারা যে ভাবে ফ্রান্সকে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবার ফ্রান্স-আক্রমণে আপনাদের সেরূপ কোন দুরভিসন্ধি থাকিবে না। আপনারা কেবল শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তনের জন্ত ফ্রান্স আক্রমণ করিবেন, তাহাকে বিপন্ন বা লুণ্ঠিত করা আপনাদের উদ্দেশু নহে। স্বীকার করি, ফ্রান্সের সহিত রুসিয়া বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ; সেই ফ্রান্সে সাধারণ-তন্ত্রের পরিবর্ত্তে যদি রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় তাহা হইলে আপনি কি মনে করেন, রাজতন্ত্রাবলম্বী রুসিয়া ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের সহায়তায় অগ্রসর হইবে? ফরাসী সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে সিংহাসন-লাভের উত্তমে বাধা দান করিবেন? না, একথা কখনই মনে করিবেন না। বন্ধু, আমার কথা চিন্তা করুন এবং বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমার এই অনুমান সত্য কি না?"

কথা বলিতে বলিতে মিঃ সেবিনের মুখ উজ্জল হইয়া উঠিল, চক্ষু প্রদীপ্ত হইল, উত্তেজনায় কণ্ঠস্বর কম্পিত হইতে লাগিল; তাঁহার সেই উৎসাহ-প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া, দৈববাণীর স্থায় গম্ভীর

কণ্ঠবর শ্রবণ করিয়া, তাঁহার যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া, জর্ম্মন-রাজদূত ক্ষণকালের জন্ত স্তম্ভিত হইলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "বন্ধু, আপনি অকাট্য যুক্তিবলে আমাকে নিরুত্তর করিয়াছেন, আমি মুগ্ধ হইয়াছি, স্তম্ভিত হইয়াছি; আমার নয়ন সমক্ষে আপনি যে স্বপ্নরাজ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, কোন দিন যে, তাহা বাস্তবে পরিণত হইতে পারে, তাহার সাফল্য কথনও সম্ভব, এ ধারণা আমার ছিল না। মিঃ সেবিন্, আমি বুঝিয়াছি, আপনি সাধারণ ব্যক্তি নহেন, কোন সাধারণ লোকের মুখ হইতে এ সকল কথা বাহির হইত না, আমাকে বিশ্বাস করুন, আমার দ্বারা আপনার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই; আপনার ছন্মনাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্য বলুন আপনি কে? সেবিন্ নিশ্চয়ই আপনার আসল নাম নহে, আপনার আসল নাম কি, আপনি ছদ্মবেশধারী কোন্ মহা রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রণাকুশল ব্যক্তি, খুলিয়া বলুন।"

মিঃ সেবিন্ হাসিয়া বলিলেন, "যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য্য শেষ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে মিঃ সেবিন্ বলিয়াই জানুন; ইহা যে আমার প্রকৃত নাম নহে, একথা আমি এখন স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।"

জর্ম্মান-রাজদূত বলিলেন, "ফরাসী দেশের আমি একটিমাত্র লোককে জানি, তিনি রাজনীতিশাস্ত্রে মহা পণ্ডিত। ফরাসী দেশে সাধারণ-তন্ত্রের পরিবর্ত্তে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় তিনি চির-যত্নশীল, বর্ত্তমান কালে তিনি রিসিলুর সমকক্ষ ব্যক্তি; আপনি যদি তিনিই হন, তাহা হইলে আপনার নাম—"

মিঃ সেবিন্ হাত তুলিয়া বাধা দিলেন, বলিলেন, "যদি জানেন, তবে সে নাম উচ্চারণ করিবার আবশ্যক নাই। আমি আপাততঃ

আমার ছদ্মনাম পরিত্যাগে ইচ্ছুক নহি; সুতরাং আমাকে আপনি মিঃ সেবিন্ বলিয়াই জানুন। এখন আমার কথার উত্তর দিন, আমার যাহা বক্তব্য ছিল বলিয়াছি, এখন আপনার মত কি, তাহা বলুন।"

জর্ম্মান-রাজদূত চক্ষু হইতে তাঁহার সোনার চসমা খুলিয়া লইয়া রুমালে তাহা পরিষ্কার করিতে করিতে বলিলেন, "আমি আমার মনের ভাব আপনার নিকট সরলভাবে প্রকাশ করিতেছি; আমার উত্তর আপনার অনুকূল। আগামী কল্যই আমি অবকাশ-গ্রহণের জন্য আমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব এবং এক সপ্তাহ-মধ্যে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা তাঁহার গোচর করিব, যদি কোন কারণে তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত না হন, তথাপি আপনি হতাশ হইবেন না; আমি যেমন করিয়া পারি, তাঁহাকে এই প্রস্তাবে সম্মত করিব। তবে কথা এই যে, আপনি যুক্তি দ্বারা আমাকে যে সকল কথা বুঝাইয়া দিলেন, তাহা হাতে-কলমে সম্পন্ন করা কতদূর সম্ভব হইবে, ইহাই সম্রাটকে বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন।"

মিঃ সেবিন্ বলিলেন, "যদি আপনি সম্রাট্‌কে এ কথা বুঝাইতে না পারেন, তাহা হইলে আপনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিবেন। আপনি এই কথা স্মরণ রাখিবেন যে, যদি কোন কারণে আমার ষড়্‌যন্ত্র ব্যর্থ হয়, কোন কারণে আপনাদের কার্য্যোদ্ধার যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে আপনাদের কোন ক্ষতি নাই; কারণ, আপনাদের সাফল্যলাভের উপর আমার এই পারিশ্রমিক লাভ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। সুতরাং আমার সর্ত্ত আপনাদের অনুকূল, যদি আমি কার্য্যোদ্ধারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিতাম, তাহা হইলে এই দুর্ব্বল সর্ত্তে আমি রাজী হইতাম না। স্বদেশে গমন করিয়া কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিলেই আমাকে সংবাদ দিবেন।"

জর্ম্মান-রাজদূত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ওভার-কোটের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে বলিলেন, "আবশ্যক হইলে নিশ্চয়ই সংবাদ দিব ; কতদিনের মধ্যে সকল বন্দোবস্ত শেষ করা আবশ্যক আপনি মনে করেন ?"

মিঃ সেবিন্ বলিলেন, "দুই সপ্তাহের মধ্যে শেষ করিতে পারিলেই ভাল হয়, বোধ হয় দুই সপ্তাহই যথেষ্ট।"

জর্ম্মান-রাজদূত প্রস্থান করিলেন, তাঁহাকে বিদায়দান করিয়া মিঃ সেবিন্ গুণ গুণ স্বরে একটি অপেরার গান গাহিতে লাগিলেন, যেন তিনি সন্ধ্যার পর হইতে এই গানটিই অভ্যাস করিতেছিলেন।

১৮

সম্রাট সকাশে যাত্রা।

জর্ম্মান রাজদূত মিঃ সেবিনের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে আর্লিংটন ষ্ট্রীটের অভিমুখে ধাবিত হইলেন ; একটি যুবক এতক্ষণ পর্য্যন্ত মিঃ সেবিনের গৃহের অদূরে তাঁহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিলেন ; তিনি তৎক্ষণাৎ গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া আর একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উঠিয়াই কোচমানকে আদেশ করিলেন, "রুস রাজদূতের বাড়ী চল, জোরে হাঁকাও।"

গাড়ী তৎক্ষণাৎ রুস-রাজদূতের ভবনাভিমুখে বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিল, গাড়ী ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে যুবক গাড়ী হইতে নামিয়া হলে প্রবেশ করিলেন, দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুজুর ভিতরে আছেন কি ?"

দ্বারবান্ বলিল, "হাঁ মিঃ ফেলিক্স, তিনি আহারে বসিয়াছেন, এখনও টেবিল হইতে উঠেন নাই।"

ফেলিক্স জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার নিকট আর কে আছে?"

দ্বারবান্ বলিল, "অধিক লোক নাই।" সে তিন চারি জনের নাম বলিল।

ফেলিক্স কাগজ ও পেন্সিল বাহির করিয়া কয়েক ছত্র কি লিখিলেন, তাহার পর সেই পত্রখানি লেপাফায় পূরিয়া দ্বারবানের হস্তে দিলেন, বলিলেন, "এই পত্রখানি হুজুরকে দাও, আমি ওয়েটিংরুমে তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিব।"

দ্বারবান পত্র লইয়া চলিয়া গেল। ফেলিক্সও দ্বিতলে উঠিয়া একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন এবং একখানি চেয়ারে বসিয়া গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন; প্রায় দুই মিনিট পরে রুস-রাজদূত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন; ফেলিক্স উঠিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার অভিবাদন করিলেন।

রুস-রাজদূত প্রিন্স লোবেনস্কি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফেলিক্স, কোন জরুরী খবর আছে কি? তোমাকে বড় পরিশ্রান্ত দেখাইতেছে।"

ফেলিক্স বলিলেন, "হাঁ হুজুর, সেবিন্ সম্বন্ধে কিছু জরুরী খবর আছে।"

প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর বল, তাহার সঙ্গে কোন রফা করিলে না কি?"

ফেলিক্স বলিলেন, "তাহার দফা একেবারেই রফা করিব; আপশোষের কথা এই যে, আপনার ভয়েই আমি তাহাকে সাবাড় করিতে পারিতেছি না।"

প্রিন্স বলিলেন, "না ফেলিক্স, এ দেশে আসিয়া কোন রকম ফৌজদারী হাঙ্গামা বাধাইও না, তাহাতে তুমি বিপন্ন হইবে, আমারও

দুর্নামের সম্ভাবনা আছে ; তোমার জীবন আমার নিকট বড় মূল্যবান্, সে জীবন কোন কারণে বিপন্ন করিও না। সে কথা যাক্, আজ মিঃ সেবিনের সম্বন্ধে কোন নূতন সংবাদ আনিয়াছ কি ?"

ফেলিক্স বলিলেন, "আমি তাহার বাড়ীর কাছে গাড়ি পাতিয়া বসিয়াছিলাম, বড় এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম।"

প্রিন্স কৌতূহলভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিলে ?"

ফেলিক্স অল্প হাসিয়া বলিলেন, "জর্ম্মন-রাজদূত ব্যারণ নিকেষ্টিন ছদ্মবেশে সেবিনের সঙ্গে তাহার বাড়ীতে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তিনি সেখানে প্রায় একঘণ্টা ছিলেন, তিনি যতক্ষণ সেখানে ছিলেন, ততক্ষণ আমি সেই বাড়ীর নিকট হইতে নড়ি নাই।"

ফেলিক্সের কথা শুনিবামাত্র রুস-রাজদূতের মুখ হইতে হাসি চলিয়া গেল ; তাঁহার মুখ বর্ষার আকাশের ন্যায় অন্ধকারপূর্ণ হইয়া উঠিল; চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিল ; তিনি নিম্নস্বরে বলিলেন, "মিঃ সেবিন নিশ্চয়ই সাধু উদ্দেশ্যে তাহাকে আহ্বান করে নাই।"

ফেলিক্স বলিলেন, "জর্ম্মান-রাজদূতের সহিত সেবিনের যে পরামর্শই হউক, ঘণ্টাখানেক পরে ব্যারণ যখন বাহিরে আসিলেন, তখন তাঁহাকে বড় আনন্দিত ও উৎসাহপূর্ণ বোধ হইয়াছিল।"

প্রিন্স অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "হতভাগা মনে করে, রাজনীতিতে সে মহাপণ্ডিত, শীঘ্রই তাহার বিদ্যা জাহির হইবে। ফেলিক্স, এ বড় সুবিধার কথা নহে, সেবিনের সঙ্গে অবিলম্বে আমার সাক্ষাৎ করা আবশ্যক। আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিব, আমার সঙ্গে চালাকি খাটিবে না ; সে এখন কোথায় আছে, শীঘ্র সন্ধান লইয়া আমাকে জানাইতে চাও।"

ফেলিক্স তৎক্ষণাৎ টুপী হাতে করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই আপনাকে সে খবর দিতে পারিব।"

ফেলিক্স অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "সেবিন্ আধ ঘণ্টার কিছু পূর্ব্বে লণ্ডন ত্যাগ করিয়াছে।"

প্রিন্স বলিলেন, "লণ্ডন ত্যাগ করিয়াছে? তাহা হইলে বোধ হয়, সে জর্ম্মানি গিয়াছে।"

ফেলিক্স মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না হুজুর, সে নরফোকে গল্ফ খেলিতে গিয়াছে।"

প্রিন্স বলিলেন, "নরফোকে গল্ফ খেলিতে গিয়াছে! ফেলিক্স, তুমি বুদ্ধিমান হইয়া এমন অসম্ভব কথা কি করিয়া বিশ্বাস করিলে?"

ফেলিক্স হাসিয়া বলিলেন, "আমার কথা সত্য হুজুর! আমাদের গুপ্তচর লাবানক্ ভুল করিবার লোক নহে, সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, সেবিন্ কিংসক্রশ ষ্টেশনে টিকিট লইয়া ট্রেণে চাপিয়াছে।"

প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন, "লাবানফ চোখে দেখিতে পায় ত?"

ফেলিক্স বলিলেন, "তাহার দৃষ্টিশক্তি আমাদের অপেক্ষা তীক্ষ্ণ, সেবিন্ কিরূপ অসাধারণ লোক, আপনার তাহা জানা থাকিলে আপনি একথা শুনিয়া বিস্মিত হইতেন না। সেবিন্ এখন দিনকতক অজ্ঞাতবাস করিবে; তাহার এই অজ্ঞাতবাসের কারণ শীঘ্রই জানিতে পারিবেন।"

প্রিন্স বলিলেন, "আমার কাছে তাহার চালাকি খাটিবে না, ফেলিক্স, এখন তুমি আহারাদি করিতে যাও, আহারের পর সন্ধান লইয়া আইস, নিজেষ্টিনের ইংলণ্ড ত্যাগ করিবার কোন সম্ভাবনা আছে কি না। নিজেষ্টিন্ বিশেষ গুপ্তকথা কাহাকেও লিখিবে না। নিজেষ্টিনের অভিসন্ধি জানিতে যদি তোমার অসুবিধা হয়,তাহা হইলে

অন্য একটি উপায় করা যাইতে পারে, আমি তাহাকে আগামী সপ্তাহে আমার এখানে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিব, নিমন্ত্রণ-পত্রখানি তুমি লইয়া যাও ; পত্রখানি তাঁহাকে দিয়া উত্তর লইয়া আসিবে।"

প্রিন্স তাড়াতাড়ি একখানি পত্র লিখিয়া তাহা ফেলিক্সের হাতে প্রদান করিলেন। ফেলিক্স পত্রখানি লইয়া ব্যারণ নিজেষ্টিনের গৃহে যাইলেন, প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে ফেলিক্স প্রিন্সকে সেই পত্রের উত্তর আনিয়া দিলেন। নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া ব্যারণ প্রিন্সকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—

জর্ম্মান-দূত-ভবন।

বুধবার রাত্রি।

প্রিয় প্রিন্স!

আপনার নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নিমন্ত্রণ-রক্ষার সুযোগ হইবে না। সর্দ্দি কাশি হইয়া পুনর্ব্বার কষ্ট পাইতেছি। অসুখটা ক্রমেই বাড়িতেছে, এদেশে ইংরাজ ডাক্তারের হাতে চিকিৎসার ভার দিয়া আমার মূল্যবান্ জীবন বিপন্ন করিবার ইচ্ছা নাই, সেই জন্য আমাদের দেশের সুবিখ্যাত ডাক্তার ষ্টিন্‌লসকে আমার চিকিৎসার ভার প্রদানের জন্য আগামী কল্য রাত্রে আমি বার্লিন যাত্রা করিতেছি। অতএব নিমন্ত্রণ-গ্রহণে আমার এই অসামর্থ্যের জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

আপনার চিরবিশ্বস্ত,

কার্ল ভন্ নিজেষ্টিন।

পত্রখানি পাঠ করিয়া প্রিন্স বলিলেন, "নিজেষ্টিন ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিবার জন্যই বার্লিনে যাইতেছে বটে, কিন্তু সে ডাক্তার অন্য কেহ নহে, স্বয়ং জর্ম্মান সম্রাট।

১৯

উল্‌ফেন্‌ডেনের কোর্টসিপ।

উল্‌ফেন্‌ডেন একদিন তাঁহার পল্লীপ্রান্তবর্ত্তী পাহাড়ের ধারে গল্‌ফ খেলিতে গিয়াছিলেন, একটি বালক তাঁহার বল ও খেলিবার যষ্টি লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল; তিনি পাহাড়ের পাদদেশে ঘুরিতেছেন, এমন সময় সেই পাহাড়ের উপত্যকা হইতে সুমিষ্টকণ্ঠে কে ডাকিল, "লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন?"

লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন্ ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলেন, সুন্দরী হেলেন, দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। উল্‌ফেন্‌ডেন্ তাঁহাকে দেখিবামাত্র দ্রুতপদে পাহাড়ে উঠিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

উল্‌ফেন্‌ডেন্ হেলেনের সহিত করকম্পন করিয়া বলিলেন, "আপনি কি এখানে এখনও একা আছেন? মিঃ সেবিন্ আজও আসেন নাই কি?"

হেলেন বলিলেন, "হাঁ, একাই আছি, নির্জ্জন বাসায় একাকী দিন কাটান বড় কঠিন, বলিতে কি, এ স্থানটি আমার ভাল লাগিতেছে না, অস্থির হইয়া উঠিয়াছি, মামারও কোন পত্র পাই নাই, তবে তিনি যে কোন মুহূর্ত্তে আসিয়া পড়িতে পারেন।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ দেখিলেন, আলাপ করিবার ও মনের কথা বলিবার এমন সুযোগ সর্ব্বদা পাওয়া যায় না। তিনি বলিলেন, "এই স্থানটি বড় সুন্দর, বেড়াইবার উপযুক্ত স্থান, চলুন একটু ঘুরিয়া আসি।"

ঘুরিতে ঘুরিতে হেলেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি গল্‌ফ খেলিতে আসিয়াছেন, খেলা করিবেন না? আপনি যাঁহার সঙ্গে

খেলিবেন, ঐ দেখুন, নীচে তিনি আপনার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "খেলিবার সুযোগ সকল সময়েই পাওয়া যায়, কিন্তু আপনার সহিত গল্প করিবার সুযোগ তেমন সুলভ নহে; ঐ লোকটি পেষাদার খেলোয়াড়, পয়সার জন্য আমার সঙ্গে খেলিতে আসিয়াছে।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ তাঁহার ভারবাহী বালকটিকে তাঁহার নিকট আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। সে আসিলে তিনি একখানি কার্ডে পেন্সিল দিয়া দুই ছত্র কি লিখিলেন এবং কার্ডখানি বালকের হাতে দিয়া বলিলেন, "ইহা ম্যাকফার্সন দাও; আর আমার জিনিস পত্র ব্যাগে গোছাইয়া রাখ, আজ আর খেলা হইবে না।"

বালক চলিয়া গেল, হেলেন বলিলেন, "আমি আপনার খেলাটা মাটী করিলাম, দুঃখের কথা নহে কি?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ হাসিয়া বলিলেন, "আমার পক্ষে ইহা পরম সুখের কথা। এমনভাবে খেলা মাটী করিতে আমি সর্ব্বদাই রাজী।"

হেলেন সহাস্যে বলিলেন, "দেখিতেছি, মনোরঞ্জন-বিদ্যায় আপনি সুনিপুণ। আর সত্যকথা বলিতে কি, আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি বড় আনন্দিত হইয়াছি; আজ আমার একাকী থাকিতে বড়ই কষ্ট হইতেছিল; আমার মনটা ও বড় দমিয়া গিয়াছে।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "ইহা আর এমন আশ্চর্য্য কি? এখানে আপনার বন্ধুবান্ধব কেহ নাই, আপনার মত বয়সে আমোদ-প্রমোদ ছাড়িয়া পল্লীগ্রামের এক প্রান্তে একাকী চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যে কত কষ্টকর, তাহা আমি বুঝিতে পারি। আজ সহসা আপনার সাক্ষাৎ পাইয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি।"

হেলেন বলিলেন, "আপনি অধিক আনন্দিত হইবেন না, এ আনন্দ শীঘ্রই শেষ হইতে পারে।

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "আপনি ইচ্ছা করিলে স্থায়ীও হইতে পারে; আজ সকালেও আপনার কথা ভাবিতেছিলাম; মনে হইতেছিল, আপনার মামা যদি আপনাকে বাসায় একাকী রাখিয়া এখানে গল্‌ফ খেলিতে আসেন,তাহা হইলে বাসায় একাকী থাকিতে আপনার বড় কষ্ট হইবে। আপনার ইচ্ছা হইলে আমার মাকে একদিন আপনার বাসায় লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত আপনার পরিচয় করিয়া দিতে পারি; তাঁহার সহিত পরিচয় হইলে আপনি নিশ্চয়ই সুখী হইবেন। আপনার মত সঙ্গিনী পাইলে তিনিও বড় আনন্দিত হইবেন।"

হেলেন সহসা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন, আমার পক্ষে তাহা যতই প্রীতিকর হউক, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা অসম্ভব। অসম্ভব কেন, সে কথা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না। আপাততঃ আমি আপনার মাতার সহিত পরিচিত হইতে পারিব না; ইহা আমার পক্ষে অসম্ভব, কেবল এইটুকু জানিয়াই আপনি সন্তুষ্ট থাকুন।"

হেলেনের কথা শুনিয়া উল্‌ফেন্‌ডেন্ কিছু খুন্ন হইলেন, রমণী-সমাজে কাউণ্টেস্ ডেরিংহামের যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল; তাঁহার সহিত পরিচিত হওয়া ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত যুবতীগণের পক্ষে গৌরবের কথা; কিন্তু হেলেন অনায়াসে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। কে এই যুবতী, কোন সাধারণ রমণীর এত সাহস হইত না। হেলেনকে দেখিয়া তাঁহার পরিচ্ছদে, তাঁহার কথাবার্ত্তায় কোন ছদ্মবেশিনী মহা সম্ভ্রান্তবংশীয়া অসাধারণ রমণী বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিবার উপায় নাই।

উল্‌ফেন্‌ডেন্ শুষ্কহাস্যে বলিলেন, "আপনি সম্পূর্ণ রহস্যময়ী নারী।"

হেলেন বলিলেন, "আপনার কথা সত্য, আত্মগোপন করিতে করিতে আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি; কিন্তু আর অধিককাল এ ভাবে আমার আত্মগোপন করিয়া চলা সম্ভব হইবে না।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি সত্যই শীঘ্র এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইবেন।

হেলেন বলিলেন, "হাঁ, ইংলণ্ডে আমরা আর অধিক দিন থাকিবনা।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "আর কখন কি এ দেশে আসিবেন না?"

হেলেন বলিলেন, "ইংলণ্ড ত্যাগ করিবার পর পুনর্ব্বার যে এ দেশে পদার্পণ করিব, এ সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ হেলেনের ঠিক পাশেই দাঁড়াইয়াছিলেন, নিকটে বা দূরে আর জনপ্রাণীও ছিল না, উল্‌ফেন্‌ডেন্ আবেগ-কম্পিত-বক্ষে ধীরে ধীরে হেলেনের বামহস্তখানি ধারণ করিলেন, হেলেন হাত টানিয়া লইতে পারিলেন না, কিন্তু তিনি উল্‌ফেন্‌ডেনের সাহসে বিস্মিত হইলেন, এ পর্য্যন্ত আর কোন ব্যক্তি বিনা সম্মতিতে তাঁহার করস্পর্শ করিতে সাহস করে নাই।

উল্‌ফেন্‌ডেন্ অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে, প্রেম-গদ্গদস্বরে বলিলেন, "হেলেন, আমি তোমাকে ভালবাসি, তাহা কি তুমি জান না, আমার ইচ্ছা, তুমি ইংলণ্ডে বাস কর, আমাকে বিবাহ কর। আমাকে নিরাশ করিও না। আমি জানি, তোমার নিকট আমার মনের ভাব প্রকাশ করিবার উপযুক্ত সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু তুমি শীঘ্র চলিয়া যাইবে, আর হয় ত জীবনে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, এই কথা ভাবিয়াই আজ তোমার নিকট আমার মনের

কথা প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম; দয়া করিয়া আমার কথায় বাধা দিও না; আমি এখন তোমার প্রণয় প্রার্থনা করিতেছি না; আমি জানি, এত অল্প দিনে তোমার প্রণয়লাভের আশা করা দুরাশামাত্র আমি কেবল জানিতে চাহি, ভবিষ্যতে কোন দিন আমার এ আশা পূর্ণ হইবে কি না।"

হেলেন জড়িতস্বরে বলিলেন, "না, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ তৎক্ষণাৎ হেলেনের হাত ছাড়িয়া দিলেন, তাঁহার হৃদয়ের গভীর বেদনা মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট হইল, তাহা লক্ষ্য করিয়া হেলেন বলিলেন, "আমার কথা শুনিয়া আপনি মনে কষ্ট পাইয়াছেন, ইহাতে আন্তরিক দুঃখিত হইলাম, এখন বুঝিতেছি, আমার মামার কাজ বিবেচনা সঙ্গত হইয়াছিল. আপনার সহিত পরিচয় করা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই; এ দেশে আসিয়া কাহারও সহিত বন্ধুত্ব-স্থাপনও অত্যন্ত অসঙ্গত হইয়াছে; অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ হইয়াছে।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "আমার কথা শুনিয়া তুমি যদি মনে বেদনা পাইয়া থাক, তাহা হইলে আমার সে অপরাধ অমার্জ্জনীয়; কিন্তু তুমি তোমার মনের ভাব স্পষ্ট ভাষায় জানাইলে আমি বড় সুখী হইব। তুমি কি মনে কর, আমার প্রেম—আমার এই জীবন-ভরা ভালবাসা উপেক্ষার বস্তু? না আমাদের মিলনের পথে কোন দুস্তর বিঘ্ন আছে, এই জন্যই এই কথা বলিতেছ?"

হেলেন অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে উল্‌ফেন্‌ডেনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যে কথা বলিতে আমি হৃদয়ে আরও অধিক বেদনা পাইব, যে কথা শুনিলে আপনি আরও অধিক অসুখী হইবেন, সে কথা বলিবার জন্য আপনি আমাকে অনুরোধ করিবেন না; আপনি

এইমাত্র জানিয়া রাখুন, আমি আপনাকে বিবাহ করিতে পারিব না।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আর কাহাকেও বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ?"

হেলেন অবনতমুখে ধীরে ধীরে বলিলেন, "বোধ হয়, অন্য লোকের সহিত আমার বিবাহ হইবে।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেউ কি তোমাকে অন্যের হস্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিতেছে?"

হেলেন্ সহসা মাথা তুলিয়া কিঞ্চিৎ বেগের সহিত বলিলেন, "পৃথিবীতে এমন কেহই নাই, যে আমাকে অন্যের হস্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিতে পারে।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "এমন কেহই নাই? তুমি বলিতেছ, আমাকে বিবাহ করিতে পারিবে না, সম্ভবতঃ অন্যকে বিবাহ করিতে হইবে, অথচ কেহ তোমাকে বলপূর্ব্বক তাহার হস্তে সম্প্রদান করিবার নাই, এ অবস্থায় যদি আমি বলি, তুমি তাহাকে ভালবাস, স্বেচ্ছায় তুমি তাহাকে বিবাহ করিবে, তাহা হইলে আমার সে কথা কি অন্যায় হইবে?"

হেলেন বলিলেন, "আপনি ও সেই ব্যক্তি, এই উভয়ের মধ্যে আপনিই প্রার্থনীয়। তথাপি আপনাকে বিবাহ করিবার উপায় নাই।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "হেলেন, তুমি আমাকে যতটুকু কথা বলিয়াছ, তাহার অধিক কথা জানিবার আমার অধিকার আছে; আমি তোমাকে ভালবাসিয়াছি, আমি কি তোমার বিশ্বাসের পাত্র নহি? তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, আমি তোমার প্রেমা-

কাজ্ক্ষী ইহাতে তোমার আপত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু আমি তোমার বিশ্বস্ত বন্ধু, এ কথা মনে করায় তোমার আপত্তি কি ?”

হেলেন সাগ্রহে উল্‌ফেন্‌ডেনের হস্তধারণ করিলেন, সেই কোমলস্পর্শে উল্‌ফেন্‌ডেনের সর্ব্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইল, তাঁহার ধমনীর গতি দ্রুততর হইল ; তিনি সতৃষ্ণনয়নে হেলেনের মুখের দিকে চাহিলেন ।

হেলেন বলিলেন, “আপনি যে আমার বিশ্বস্ত বন্ধু হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র, তাহা আমি জানি ; আপনি আমার উপর রাগ করিবেন না, আমি আপনার কৃপা প্রার্থনা করি, আমি যে আপনার কৃপার পাত্রী, একদিন তাহা জানিতে পারিবেন, তখন আপনি আমার এই অসম্মতির কারণ বুঝিবেন ; হয় ত আপনি আমার অদৃষ্ট বিড়ম্বনায় দুঃখিত হইবেন ; আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিবার জন্য আমার যতই আগ্রহ হউক, তাহা বলিবার উপায় নাই ; আপনার প্রেম প্রত্যাখ্যান করা আমার পক্ষে বড় দুঃখের বিষয়, কিন্তু তাহা না করিয়া উপায় নাই ।

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, “সকল কথা জানিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে ; আমি বুঝিয়াছি, তুমি আত্ম-বলিদানে উদ্যত হইয়াছ ; তুমি যাহাকে ভালবাস না, তাহাকে বিবাহ করিবে, ইহা অতি অসম্ভব কথা। তুমি কে, যদি তুমি ইহা আমাকে না বল, তাহা হইলে আমি তোমার অভিভাবকের নিকট যাইব, মিঃ সেবিন্‌কে আমি সকল কথা জিজ্ঞাসা করিব ।”

“মিঃ সেবিন্ সে কথা বলিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছেন ।”— তাঁহার পশ্চাৎ হইতে কে এই কথা বলিয়া উঠিল।

উল্‌ফেন্‌ডেন্ সবিস্ময়ে সচকিতভাবে পশ্চাৎ চাহিয়া দেখিলেন,

মিঃ সেবিন্ অদূরে দণ্ডায়মান আছেন। উল্‌ফেন্‌ডেন্ অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মিঃ সেবিন্ বলিলেন, "হঠাৎ সম্মুখে ভূত দেখিলে মানুষ যে ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে, তুমি আমার দিকে সেই ভাবে চাহিতেছ কেন? আমি ভূত নহি, বাতাসে উড়িয়াও এখানে আসি নাই তুমি যেরূপ তদ্গতচিত্তে তোমার প্রাণের কথা বলিতেছিলে, তাহাতে তুমি কিরূপে বুঝিবে, আমি দূর হইতে তোমাদিগকে দেখিতে পাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এখানে আসিয়াছি? আমি খোঁড়া মানুষ, এতদূর উঠিতে কষ্ট হইবে বলিয়া তোমাদের কত ডাকাডাকি করিয়াছি কিন্তু তোমরা বধির হইয়াছিলে, আমার কণ্ঠস্বর তোমাদের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। যাহা হউক, লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন্, তুমি আমার কাছে কি কথা শুনিতে চাও, বল।"

লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন্ মিঃ সেবিনের আকস্মিক আবির্ভাবে বিস্মিত হইলেও কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই, বরং তিনি কতকটা শান্তি বোধ করিলেন; তিনি অসঙ্কোচে বলিলেন, "মিঃ সেবিন্! আমি আপনার ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।"

মিঃ সেবিন্ উল্‌ফেন্‌ডেনের কথা শুনিয়া কিছুমাত্র বিরক্তি বা অধীরতা প্রকাশ করিলেন না, সহজস্বরে বলিলেন, "ইহা আর এমন আশ্চর্য্যের কথা কি? আমার ভাগিনেয়ী যেরূপ সুন্দরী, তাহাতে আমি যদি তোমার মত যুবা পুরুষ হইতাম, তাহা হইলে আমিই এত দিনে তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলিতাম; তোমার রুচির প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার প্রস্তাবানুসারে কার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "সম্ভাবনা নাই কেন, তাহাই আমি

জানিতে চাই। অবশ্যই ইহার কোন কারণ আছে; কি কারণ বলুন।"

মিঃ সেবিন্ বলিলেন, "তাহা বলিতে আমার বিন্দু-মাত্র আপত্তি নাই; কারণ এই যে, আমার ভাগিনেয়ী অন্যের বাগ্‌দত্তা।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বিরক্তিভরে বলিলেন, "কিন্তু সেই ব্যক্তিকে উনি ভালবাসেন না।"

মিঃ সেবিন্ ঈষৎ বিচলিত হইয়া একটু কর্কশ-স্বরে বলিলেন, "তথাপি আমার ভাগিনেয়ী স্বেচ্ছায় তাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে সম্মত হইয়াছে। লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন্, আমার কথা শুন, তোমার সহিত বিরোধ করিতে আমার ইচ্ছা নাই; কয়েকদিন পূর্ব্বে তুমি আত-তায়ীর আক্রমণ হইতে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলে, সে জন্য আমি তোমার নিকট ঋণী, কিন্তু সে জন্য তোমার অসঙ্গত আবদার করা উচিত নহে, আমার ভাগনেয়ী তোমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, আমি এই প্রত্যাখ্যানের সমর্থন করি। আমি স্বীকার করি, তোমার এই প্রস্তাব আমাদের পক্ষে সম্মানজনক, কিন্তু যতই সম্মানজনক হউক, এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবে না, ইহার অধিক আর কি কথা শুনিতে চাও? যদি তুমি আর ভবিষ্যতে কখনও বিবাহের প্রস্তাব মুখে না আন, তাহা হইলে তুমি বন্ধুরূপে আমাদের সহিত মিশিতে পাইবে, কিন্তু যদি তুমি এই কথা লইয়া পুনর্ব্বার আমাদিগকে বিরক্ত কর, তাহা হইলে তোমাকে অতঃপর আমাদের সংস্রবে আসিতে দিব না, তোমাকে মনে করিতে হইবে, আমরা তোমার সম্পূর্ণ অপরিচিত।"

হেলেন্ উল্‌ফেন্‌ডেনের মুখের দিকে চাহিয়া সাগ্রহে বলিলেন,

"লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন্‌, আপনি এ সকল কথা ভুলিয়া যান, আপনার বন্ধুত্ব প্রার্থনীয়।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "তোমার অনুরোধে আমি এই প্রস্তাবে সম্মত হইলাম ; কিন্তু মনে করিও না, ভবিষ্যতে সুযোগ বুঝিলে আমি এই প্রস্তাব উত্থাপনে বিরত থাকিব, আমি এরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতেছি না।"

মিঃ সেবিন্‌ বলিলেন, "তোমার যেরূপ অভিপ্রায়, কিন্তু স্মরণ রাখিও, যে মুহূর্ত্তে তুমি পুনর্ব্বার বিবাহের কথা পাড়িবে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তোমার সহিত আমাদের বন্ধুত্ব-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবে, আলাপ-পরিচয় বন্ধ হইবে। হেলেন, এখন বাড়ী চল ; লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন্‌, যদি অতঃপর আমার সহিত গল্‌ফ-খেলায় আমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হন, তাহা হইলে বড় আনন্দিত হইব।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত।"

মিঃ সেবিন্‌ হেলেনের হাত ধরিয়া বাসার দিকে চলিলেন, হেলেন পশ্চাতে চাহিয়া উল্‌ফেন্‌ডেন্‌কে বলিলেন, "বিদায়, আপনার মনোভঙ্গের জন্ম আমি বড় দুঃখিত হইলাম।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "তুমি দুঃখিত হইও না, আমি নিরুৎসাহ হই নাই।"

২০

অন্ধকারে আলোক।

মিঃ সেবিন্‌ হেলেনকে বাসায় রাখিয়া আসিলেন। তাঁহার বাসা সেখান হইতে অধিক দূরে নহে। অল্পক্ষণ পরেই তিনি ক্রীড়া-স্থলে প্রত্যাগমন করিলেন এবং উল্‌ফেন্‌ডেনের সহিত মহা উৎসাহে

গল্‌ফ-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন ; সেই ক্রীড়ার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিয়া পাঠকের ধৈর্য্য নষ্ট করিবার ইচ্ছা নাই, তবে সেই খেলার সময় উল্‌ফেন্‌ডেনের সহিত মিঃ সেবিনের যে সকল কথা হইয়াছিল, আমাদের এই উপাখ্যানের সহিত সেই সকল কথার সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরা এখানে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

খেলিতে খেলিতে মিঃ সেবিন্ উল্‌ফেন্‌ডেন্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আর কত দিন বাড়ী আছ ?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "এ সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই ; আমার বাড়ী থাকিতে ভাল লাগে না, তবে আপনি এখানে যত দিন থাকি-বেন, তত দিন বোধ হয় আছি।"

মিঃ সেবিন্ বলিলেন, "আমি এখানে কত দিন আছি, তাহারও স্থিরতা নাই ; তোমার পিতার যেরূপ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, তাহাতে তুমি যে শীঘ্র তাঁহাকে ফেলিয়া অন্যত্র যাইতে পারিবে, এরূপ বোধ হয় না।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "তাহা হইতেও পারে।"—পিতার সম্বন্ধে মিঃ সেবিন্‌কে তাঁহার কোন কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং আর কোন কথা না বলিয়াই তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

মিঃ সেবিন্ ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি বলিলেন, "তোমার পিতা বোধ হয়, বাহিরের কোন লোকজনের সহিত সাক্ষাৎ করেন না ?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "না, তিনি ঘরের বাহিরেও যান না, এমন কি, তাঁহার কোন বাল্যবন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেও তাঁহাকে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হয়। বাবা এখন কি

কতকগুলা সরকারী রিপোর্ট লইয়া ব্যস্ত আছেন, দিবারাত্রি তাহাতেই ডুবিয়া থাকেন, তাহাই তাঁহার ধ্যান-ধারণার বিষয়।"

মিঃ সেবিন্ বলিলেন, "বহুকাল পূর্ব্বে আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরে তোমার পিতার সহিত আমার একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তিনি তখন ব্রিটিস নৌবহরের সেনাপতিরূপে ভিক্টোরিয়া জাহাজ পরিচালন করিতেন; এত দিন পরে তিনি বোধ হয়, আমাকে চিনিতে পারিবেন না; কিন্তু সেই সময় আমি তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করি, যদি আমার কখনও ইংলণ্ডে যাওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি যেখানেই থাকুন, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। সে আজ প্রায় পনের বৎসরের কথা।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "সে কথা বোধ হয়, তিনি এত দিন ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্মরণশক্তির অবস্থা বড় শোচনীয়।"

মিঃ সেবিন্ বলিলেন, "ব্রিটিস নৌবহর সম্বন্ধে আপনার পিতার অভিজ্ঞতা বড় চমৎকার, এ সকল বিষয়ে তিনি ঝানু। সেই সময় তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছিলাম, ব্রিটিস নৌ-বাহিনীর নাড়ী-নক্ষত্রে সংবাদ তিনি যেমন রাখেন, তেমন লোক এ দেশে আর দ্বিতীয় নাই।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "হাঁ, রাজকর্ম্মচারীরাও এ সম্বন্ধে তাঁহাকে অথরিটি বলিয়াই স্বীকার করেন।"

মিঃ সেবিন্ বলিলেন, "কিন্তু নৌ-বিভাগের কর্ম্মচারীদের সহিত কোন কোন বিষয়ে তাঁহার মতের মিল নাই; ব্রিটিস-বাহিনীর উচ্চ নীচ সকল কর্ম্মচারীর বিশ্বাস, এ দেশের নৌ-শক্তি অক্ষুণ্ণ, কোথাও কোন ত্রুটি নাই, কিন্তু আপনার পিতার বিশ্বাস অন্তরূপ। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ব্রিটিস-বাহিনীর এমন সকল গলদ আছে, যাহা

বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িলে শত্রুপক্ষ নিঃসন্দেহে ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে পারে। অবশ্য এ অনেক দিনের কথা, জানি না, তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কি না।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "আমাদের নৌ-শক্তিতে বাবা চিরদিনই সন্দিহান; তিনি বলিতেন, আমাদের নৌ-শক্তির ইংলণ্ডের উপকূল-ভাগ রক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই; এই মতভেদ লইয়া অনেক সময় তাঁহার সহযোগী কর্ম্মচারিগণের সহিত কসা উপস্থিত হইত।"

মিঃ সেবিন্‌ বলিলেন, "এখন বোধ হয় তাঁহার সে খেয়াল নাই।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "তিনি তাঁহার পূর্ব্বের খেয়াল ছাড়িয়াছেন, এ কথা বলিতে পারি না। যদিও এখন তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়াছেন, তথাপি এ সকল আলোচনা ত্যাগ করিতে পারেন নাই।"

মিঃ সেবিন্‌ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ বহুদর্শী কর্ম্মচারীর রাজকর্ম্ম হইতে অবসর-গ্রহণ রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলের কথা নহে; তিনি কি আর বাড়ীর বাহিরে যান না?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "তাঁহার ষ্টীমারে পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে সমুদ্র-ভ্রমণে যাইতেন; কিন্তু বৎসরাধিক কাল হইতে সে অভ্যাসও ছাড়িয়া দিয়াছেন, এখন প্রায় বাড়ীর বাহির হন না।"

মিঃ সেবিন্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শীকার করিতে কি অশ্বারোহণে দুই চারি মাইল ভ্রমণ করিতেও যান না?"

এতক্ষণ পরে উল্‌ফেন্‌ডেনের মনে হইল, মিঃ সেবিন্‌ তাঁহার পিতার সম্বন্ধে এত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? তাঁহার কি

কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছে, না কেবল কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই এ সকল কথা জানিতে চাহিতেছেন? উল্‌ফেন্‌ডেন্ ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, মিঃ সেবিনের প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া শিষ্টাচার-সঙ্গত হইবে না বুঝিয়া তিনি বলিলেন,"না, বাবা কোথাও যান না; সরকারের চাকরী ছাড়িলেও সরকারী কাজ লইয়াই তিনি দিবারাত্রি ব্যস্ত আছেন।"

মিঃ সেবিন্ বলিলেন, "আমি তোমার পিতার সম্বন্ধে এত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি কেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তুমি বোধ হয় কিছু বিস্মিত হইয়াছ, কিন্তু আমার কৌতূহলের যথেষ্ট কারণ আছে। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে লণ্ডননগরে তোমার পিতার সম্বন্ধে বড় একটা অদ্ভুত জনরব শুনিয়াছিলাম; কাহার কাছে শুনিয়াছিলাম, ঠিক মনে নাই; শুনিয়াছিলাম, তোমার পিতা দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্রিটিস রণতরী-সমূহের যাবতীয় ত্রুটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন। আমি আরও শুনিয়াছি, তিনি দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া এই সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রস্তুত করিতেছেন, ব্রিটিস-রণতরী সমূহের সংস্কারকার্য্যে তাহা অপরিহার্য্য।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "আপনি ভুল শুনিয়াছেন, আমার পিতা দিবারাত্রি কাগজ-কলম লইয়া ব্যস্ত আছেন বটে, কিন্তু তিনি যাহা লিখিতেছেন, তাহার কোনই মূল্য নাই।"

মিঃ সেবিন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মূল্য নাই, এ কথা কিরূপে জানিলে? তুমি কি তাঁহার কোন লেখা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "হাঁ, দুই একখানা কাগজ দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার কোন অর্থ আছে বলিয়া মনে হয় না। যে কেরাণীটি তাঁহার কাছে কাজ করিত, এইরূপ পণ্ডশ্রমে অসম্মত হইয়া সে চাকরী

ছাড়িয়া দিয়াছে, অনর্থক বাজে কাজে সে বেতন লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল।"

মিঃ সেবিন্ বলিলেন, "কিন্তু একজন সামান্য কেরাণী এ সকল ব্যাপারের কি বুঝিবে, হয় ত সে ভুল বুঝিয়াছে।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "না, আপনি তাহাকে যেরূপ অপদার্থ মনে করিতেছেন, সে সেরূপ অপদার্থ নহে। লোকটি বুদ্ধিমান্, শিক্ষিত ও ধর্ম্মজ্ঞান-বিশিষ্ট। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, আমার পিতার এই কাগজগুলির কোন মূল্য নাই, কিন্তু অনেকে বোধ হয়, তাহা অত্যন্ত মূল্যবান্ মনে করে; আমরা তাহার প্রমাণও পাইয়াছি।"

মিঃ সেবিন্ কৌতূহলভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রমাণ? বোধ হয়, তাহা বলিতে আপত্তির কোন কারণ নাই।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "না, এ কথা গোপন করিবার আবশ্যক দেখি না। কাল রাত্রে একটা লোক ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন উইল্‌মট্ এই নামে আত্মপরিচয় দিয়া আমার পিতার রোগ পরীক্ষা করিতে যায়; আমাদের পারিবারিক চিকিৎসকের স্বাক্ষরিত একখানি পরিচয়-পত্র লইয়া অনেক রাত্রে সে আমাদের বাড়ী উপস্থিত হইয়াছিল। সেই অসময়ে আমার পিতার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব শুনিয়া সে বলে, 'নূতন একটা থিওরি বাহির হইয়াছে, মস্তিষ্ক-রোগে রোগীর রচনা-প্রণালী দেখিয়া রোগের অবস্থা প্রকাশ করা যায়।' তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমি তাহাকে লাইব্রেরীতে লইয়া গিয়া আমার পিতার কাগজ-পত্র পরীক্ষা করিতে দিই, সে আমার পিতার কাগজ-পত্রগুলি দেখিতেছে, এমন সময় আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক হঠাৎ আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তাহার পর জানিতে পারা গেল, ডাক্তারের সেই পত্রও জাল, লোকও জাল।

লর্ড উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ সে সময়ে যদি খেলায় অত্যন্ত ব্যস্ত না থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কথা শুনিয়া সেবিনের মুখকান্তি কিরূপ হইয়াছিল, দেখিয়া নিশ্চয়ই তিনি স্তম্ভিত হইতেন; কিন্তু সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না।

মিঃ সেবিন্‌ যথাসাধ্য কৌতূহল দমন করিয়া সহজ-স্বরে বলিলেন, "বড় অদ্ভুত গল্প! তাহার পর কি হইল? সেই প্রবঞ্চককে গ্রেপ্তার করিয়াছিলে ত?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "না, লোকটা প্রকাণ্ড ধড়িবাজ; আমি আমাদের চিকিৎসক ডাক্তার হুইট্‌লেট্‌কে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্ম যেমন লাইব্রেরীর বাহিরে পা দিয়াছি, অমনই, সেই জাল ডাক্তার লাইব্রেরীর বাতায়নপথে অন্তর্দ্ধান করিল।"

মিঃ সেবিন্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে তোমার পিতার কোন কাগজপত্র লইয়া পলাইয়াছে না কি?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "দুই একখানি কাগজ লইয়া থাকিতে পারে, অধিক কিছু লইতে পারে নাই। তবে সে যখন কাগজপত্রগুলি দেখিতে ছিল, সে সময় আমি লাইব্রেরীতে উপস্থিত না থাকিলে কি করিত, বলা যায় না।"

মিঃ সেবিন্‌ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার ত! লোকটা দেখিতে কেমন, সাধারণ চোরের মত কি?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না মহাশয়, তাহার আকৃতি ও পরিচ্ছদ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের মত, সে আমাকে ও আমার মাকে বড়ই বেকুব করিয়াছে।"

মিঃ সেবিন্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে লাইব্রেরীতে কতক্ষণ ছিল?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "পাঁচ মিনিটের অধিক নহে।"

মিঃ সেবিন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে সময় ব্লাদারউইক কোথায় ছিল ?"

উল্‌ফেন্‌ডন্ সবিস্ময়ে বলিলেন, "কে, কোথায় ছিল জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?"

সেবিন্ বলিলেন, "ব্লাদারউইক—তোমার পিতার কেরাণী।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "আমার পিতার কেরাণীর নাম ব্লাদার-উইক, তাহা আপনি কিরূপে জানিলেন ?"

সেবিন্ বলিলেন, "একটু আগে তুমি তাহার নাম বলিয়াছ।"

উল্‌ফেন্‌ডেন বলিলেন, "না, আমি বলি নাই, বলিয়াছি কি না, ঠিক স্মরণ হইতেছে না।"

সেবিন্ বলিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই বলিয়াছ, না বলিলে আমি তাহার নাম কিরূপে জানিব ?—সে সে সময় কি লাইব্রেরীতে ছিল ?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "হাঁ, ছিল।"

সেবিন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার সম্মুখ হইতেই লোকটা পলাইয়া গেল ?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "হাঁ।"

সেবিন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্লাদারউইক তাহাকে ধরিল না কেন ?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ হাসিয়া বলিলেন, "লোকটা যে হঠাৎ জানালার ভিতর দিয়া লাফাইয়া পলাইবে, ব্লাদারউইক তাহা অনুমান করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ সে কথা বুঝিতে পারিলেও ব্লাদারউইকের মত ক্ষীণজীবী, খর্ব্বকায় ব্যক্তি সেই প্রকাণ্ড জোয়ানকে আটকাইয়া রাখিতে পারিত, ইহা কখনই সম্ভব নহে; ব্লাদারউইক তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই তাহার হস্তে আহত হইত।"

মিঃ সেবিন্ অতঃপর আর একটা কি কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় উল্‌ফেন্‌ডেন্ বাধা দিয়া বলিলেন, "মহাশয় অনেক গল্প করা গিয়াছে। ক্রমাগত যদি গল্পই করিব, তাহা হইলে খেলা করিব কখন্? আর গল্পে আবশ্যক নাই, আসুন, খেলাটা শেষ করি।"

মিঃ সেবিন্ বুঝিলেন, উল্‌ফেনডেন্ অতঃপর আর কোন কথা বলিতে সম্মত নহেন, অগত্যা তিনি খেলায় মন দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই খেলা শেষ হইল, তখন তাঁহারা সমুদ্রের উপকূল দিয়া মাঠে মাঠে বাসার দিকে ফিরিলেন। ডেরিংহাম প্রবেশ করিবার পথে পদার্পণ করিয়াই তাঁহারা অদূরে একখানি গাড়ীর চক্রশব্দ শুনিতে পাইলেন। গাড়ীখানি দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইলে, উল্‌ফেন্‌ডেন্ কোচম্যানের পরিচ্ছদ ও অশ্বটিকে দেখিয়া বুঝিলেন, সেই গাড়ীতে তাঁহার মাতা ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন।

উল্‌ফেন্‌ডেন্ মিঃ সেবিনকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া গাড়ীর দিকে ছুটিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া কোচম্যান গাড়ী থামাইল। উল্‌ফেন্‌ডেন্ তাঁহার মাতার মুখের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত ভীতও উদ্বিগ্ন হইলেন;—দেখিলেন, তাঁহার মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, চক্ষুদুটি দূরে—যেখানে মিঃ সেবিন্ দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেই দিকে সন্নিবদ্ধ; তাঁহার সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। রাত্রিকালে কোন দুর্ব্বল-প্রকৃতি ব্যক্তি পথ দিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ ভূত দেখিতে পাইলে তাহার অবস্থা যেরূপ হয়, লেডী ডেরিংহামের অবস্থাও প্রায় সেইরূপ! ব্যাপার কি, বুঝিবার জন্ত উল্‌ফেন্‌ডেন্ সবিস্ময়ে একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন;—দেখিলেন, কিছু দূরে মিঃ সেবিন্ সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, নিকটে বা দূরে অন্ত কেহ

নাই। উল্‌ফেন্‌ডেন্ তাঁহার মাতাকে চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তোমাকে এত বিচলিত দেখিতেছি কেন? নূতন কিছু ঘটিয়াছে না কি? তুমি এখন কোথায় যাইতেছ?"

লেডী ডেরিংহাম মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, নূতন কিছু হয় নাই; আজ আমার শরীরটা ভাল নাই, বড় মাথা ধরিয়াছে, তাই একবার বায়ু-সেবনের জন্য বাহির হইয়াছি। খোলা বাতাসে কিছু কাল বেড়াইলেই বোধ হয় সুস্থ হইব। তুমি কেমন গল্‌ফ খেলিতেছ?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ হাসিয়া বলিলেন, "চমৎকার, অনেক দিন গলফ্ খেলিয়া এত আমোদ পাই নাই।"

লেডী ডেরিংহাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড় কে?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "তাহাকে তুমি চেন না; লোকটার নাম সেবিন্-গলফ্। খেলায় তাহার বড় অনুরাগ। লণ্ডন হইতে সে এখানে গলফ্ খেলিতে আসিয়াছে; ঐ দূরে সে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে বোধ হয়, তুমি দেখিয়াছ।"

লেডী ডেরিংহাম অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "লোকটার চেহারা মন্দ মনের মত, গাড়ীতে আসিতে আসিতে উহার মুখ দেখিয়াছি, উহার সহিত তোমার কোথায় আলাপ হইল? এখানে, না লণ্ডনে?"

উল্‌ফেন্‌ডেন বলিলেন, "উহার সহিত লণ্ডনে আমার আলাপ হইয়াছে; হঠাৎ আলাপ হইয়াছে। একদিন আমি হোটেলে খাইতে গিয়াছিলাম, সেবিন্‌ও গিয়াছিল, খাইয়া ফিরিবার সময় হোটেলের নীচে একটা লোক হঠাৎ উহাকে ছুরী মারিতে আসে, আমি না থাকিলে তাহার হাতে বোধ হয়, উহার প্রাণ যাইত, আমি উহার প্রাণ রক্ষা করি, সেই সূত্রে উহার সহিত আমার আলাপ।

নিকটেই একটা ছোট বাটী ভাড়া লইয়া সে এখানে বাস করিতেছে।”

লেডী ডেরিংহাম জিজ্ঞাসা করিলেন,“একা আছে, না সে বাড়ীতে আর কেহ আছে?”

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, “তাহার একটি ভাগিনেয়ী আছে, মেয়েটি বড় সুন্দরী, তাহার সহিত আলাপ করিলে তুমি বড় খুসী হইবে।”

লেডী ডেরিংহাম মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, “তুমি এই লোকটার সঙ্গে বেশী মেশামেশি করিও না, উহার মুখ দেখিয়াই আমার মনে হইয়াছে, লোকটা ভাল লোক নহে, দুর্জ্জনের সংশ্রব ত্যাগ করাই ভাল।”

উল্‌ফেন্‌ডেন্ হাসিয়া বলিলেন, “না, আমি উহার সঙ্গে তেমন মেশামেশি করি না, আর সত্যকথা বলিতে কি, লোকটাও তেমন মিশুক নহে; আমি উহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলাম, অন্তঃত সে কথা ভাবিয়াও আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, সে সেরূপ ব্যবহার করে না। লোকটা বলিতেছিল, আলেক্‌জান্দ্রিয়া সহরে অনেক দিন পূর্ব্বে বাবার সহিত উহার পরিচয় হইয়াছিল, উহার সহিত তোমার বোধ হয় পরিচয় নাই।”

লেডী ডেরিংহাম উল্‌ফেন্‌ডেনের কথা শুনিয়াও শুনিলেন না. তিনি ভীতিবিস্ফারিত-নেত্রে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তাঁহার মুখ অধিকতর মলিন হইয়া গেল; তিনি যেন কি বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না।

উল্‌ফেন্‌ডেন্ তাঁহার মাতার এই ভাব দেখিয়া সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

লেডী ডেরিংহাম অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, “তুমি কি

জিজ্ঞাসা করিতেছিলে? আমি উহাকে আর কোথাও দেখিয়াছি কি না? আমার ঠিক স্মরণ হইতেছে না; আলেকজান্দ্রিয়া নগরে আমিও তোমার পিতার সহিত ছিলাম, তখন হয় ত উহাকে দেখিয়া থাকিতেও পারি।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা এখন কেমন আছেন?"

লেডী ডেরিংহাম বলিলেন, "এখন ত ভালই বোধ হয়; আমি যখন বাহিরে আসি,সেই সময় তিনি তোমার খোঁজ করিতেছিলেন।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "খাইবার সময় তাঁহার সহিত দেখা হইবে, যদি তাঁহার কিছু বলিবার থাকে, সেই সময় শুনিব।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ গাড়ীর নিকট হইতে সরিয়া আসিলেন,কথা শেষ হইয়াছে বুঝিয়া কোচম্যান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল; উল্‌ফেন্‌ডেন্ ধীরে ধীরে মিঃ সেবিনের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "মিঃ সেবিন্, আমি হঠাৎ আপনার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলাম, কিছু মনে করিবেন না, গাড়ীতে মাকে দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল,কোন প্রয়োজনে হয় ত তিনি আমার খোঁজে বাহির হইয়াছেন।"

মিঃ সেবিন্ বলিলেন, "সে জন্য তুমি ব্যস্ত হইও না, আমি এখানে তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি ভাবিয়া তুমি ত তাড়াতাড়ি তোমার মাকে বিদায় করিয়া দাও নাই?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "না, আমাকে তাঁহার বিশেষ কিছু বলিবার ছিল না।"

সেবিন্ বলিলেন, "তোমার মাকে আমি পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি কি না, তাহাই স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু স্মরণ হইল না।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেবিনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার পিতা যখন আলেকজান্দ্রিয়ায় ছিলেন, সেই সময় আমার মাও সেখানে ছিলেন, তথাপি আপনি তাঁহাকে সেখানে দেখিয়াছেন কি'না স্মরণ করিতে পারিতেছেন না, এ কিরূপ কথা ?"

২১

হার্কটের বহুদর্শিতা।

নরফোকে একটি হোটেল ছিল, সেই দিন অপরাহ্নে উল্‌ফেন্‌ডেন্ পরিশ্রান্ত ভাবে জলযোগের জন্য সেই হোটেলে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, কিছু দূরে একটি কক্ষের দরজার সম্মুখে একটি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন; তিনি মুখ দেখিতে না পাইলেও, তাঁহার মনে হইল, লোকটি তাঁহার পরিচিত। লোকটা কে, দেখিবার জন্য উল্‌ফেন্‌ডেন্ সেই দিকে চলিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া মিঃ হার্কট খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

উল্‌ফেন্‌ডেন্ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ! তুমি এখানে কোথা হইতে ?"

হার্কট বলিলেন, "ভয় নাই, আমি আকাশ হইতে পড়ি নাই। তুমিই বা এখানে কোথা হইতে আসিয়া জুটিলে বল দেখি ?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "আমার বাড়ী যে এখানে, লণ্ডন হইতে সম্প্রতি বাড়ী আসিয়াছি, আমাদের বাড়ী এখান হইতে দুই মাইলের অধিক দূর নহে।"

হার্কট জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন অসময়ে হঠাৎ বাড়ী আসিবার কারণ ?

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "বাবার বড় অসুখ; তাই তাহাকে দেখিতে আসিয়াছি।"

হার্কট হাসিয়া বলিলেন, "হঠাৎ তোমার পিতৃভক্তি এমন চাগিয়া উঠিল কেন? এখানে আসিবার বোধ হয় অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "সত্যই অন্য কোন উদ্দেশ্যে আমি আসি নাই, মা আমাকে আসিবার জন্য পত্র লেখাতেই আসিয়াছি। এখানে আসিয়া দেখিলাম, মিঃ সেবিন্‌ও নরফোকে উপস্থিত হইয়াছেন; সৌভাগ্যক্রমে আমি তাহার ভাগিনেয়ীর সহিত লণ্ডন হইতে এক গাড়ীতেই আসিয়াছি।"

হার্কট বলিলেন, "তোমার সৌভাগ্যের কথা শুনিয়া সুখী হইলাম; আমি ভাবিয়া ছিলাম, তুমি আমার সঙ্গে লুকোচুরী খেলিতেছ, আমি আসিবার পূর্ব্বেই তাই এখানে হাজির হইয়াছে, কিন্তু তুমি জান, আমি তোমার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী নহি। আমার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, তাই মিঃ সেবিনের অনুসরণ করিয়াছি; বেচারা ডেন্‌সাম্ তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বটে, কিন্তু সে এদিকের আশা ভরসা ছাড়িয়া দিয়া কাল হঠাৎ ইণ্ডিয়ায় যাত্রা করিয়াছে।

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "সে, সেবিনের প্রকৃত পরিচয় জানিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল, কি জানিতে পারিয়াছে, তাহা আমাকে না বলিয়াই সে চুপে চুপে সরিয়া পড়িল।"

হার্কট বলিলেন, "তাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার যাহা বক্তব্য, তাহা তোমাকে বলিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়া গিয়াছে। সে তোমাকে বলিতে বলিয়াছে, দীর্ঘকাল হইতে তুমি তাহার বন্ধু, সুতরাং তোমাকে প্রতারিত করা

তাহার ইচ্ছা নহে। সে বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছে, এই যুবতীকে লাভ করা তোমাদের উভয়ের পক্ষেই অসম্ভব। তাই সে যুবতীর আশা ত্যাগ করিয়া নিরাশ হৃদয়ে দেশান্তরিত হইয়াছে; তোমাকেও আশা ত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে মন দিতে বলিয়াছে।”

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, “আমি ডেন্‌সামের কথা অবিশ্বাস করি না, কিন্তু ডেন্‌সাম্ এই যুবতী সম্বন্ধে কোন খাঁটি খবর পায় নাই; সে তাহার কোন মহিলা-বন্ধুর নিকট যে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিল, সেই সংবাদের উপর নির্ভর করা কোন উৎসাহী যুবকের পক্ষে সঙ্গত নহে। এই যুবতীকে লাভ করিবার পথে বিস্তর বাধা আছে স্বীকার করি, এই সকল বাধা লঙ্ঘন করা তাহার অসাধ্য হইলেও আমার পক্ষে তাহা অসাধ্য না হইতেও পারে। তুমি স্থির জানিও, কোন বাধা বিঘ্নেই আমার উৎসাহ নষ্ট হইবে না। আমার সঙ্কল্প টুটিবে না, আমি পশ্চাৎপদ হইব না।”

হার্কট বলিলেন, “ডেন্‌সাম তোমাকে যে কথা বলিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল, তাহাই তোমাকে বলিলাম; তুমি যাহা ভাল বুঝিবে করিবে, সে সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য নাই; তবে অন্য বিষয়ে আমি তোমাকে গুটিকত কথা জিজ্ঞাসা করিব, কথাগুলি কিছু গোপনীয়, হোটেলের মত সাধারণ স্থানে সে সকল কথা লইয়া আলোচনা করা চলে না। তোমার যদি অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে আমার গাড়ীতে চল, পথে যাইতে যাইতে তোমাকে সকল কথা বলিব।”

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, “আপাততঃ আধঘণ্টা আমি তোমার জন্য নষ্ট করিতে পারি, কিন্তু তোমার গুপ্তকথা শুনিবার জন্য পথে পথে ঘুরিবার আবশ্যক কি? চল, হোটেলের বাহিরে সমুদ্রের ধারে

একটু নির্জ্জন স্থানে গিয়া বসি ; পথের ধূলা খাওয়া অপেক্ষা তাহা অনেক ভাল।"

হার্কট উল্‌ফেন্‌ডেনের প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন, উভয়ে হোটেল ত্যাগ করিয়া সমুদ্রোপকূলে, একটি নির্জ্জন স্থানে গিয়া বসিলেন। হার্কট একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন ; যখন বুঝিলেন, তাঁহার কথা কাহারও শুনিবার সম্ভবনা নাই, তখন তিনি নিম্নস্বরে উল্‌ফেন্‌ডেন্‌কে বলিলেন, "হঠাৎ আমার বুদ্ধি অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে, সংবাদপত্রের লেখকরূপে আজ আমি এখানে আসিয়াছি ; কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সাধনে তোমার কিঞ্চিৎ সহায়তা আবশ্যক।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "তোমার কথাগুলি আমার নিকট হেঁয়ালির মত বোধ হইতেছে, কথার কোন অর্থ বুঝিয়া উঠা কঠিন। সংবাদপত্রের লেখক হইয়া এখানে কার্য্যোদ্ধার করিতে আসিয়াছ, কিন্তু এখানে এমন কি ঘটিয়াছে, যে তাহা লইয়া সংবাদপত্রে আলোচনা করা আবশ্যক ? এ অঞ্চলে তেমন উল্লেখ যোগ্য কেহই ত নাই।"

হার্কট বলিলেন, "মিঃ সেবিন্‌ এখানে থাকিতে একথা তুমি বলিতে পার না।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ বন্ধুর কথায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে তো তোমার ঘরের ব্যাপার, তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, সংবাদপত্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি ?"

হার্কট বলিলেন, "রাজনীতির সহিত তাহার গুরুতর সম্বন্ধ আছে।"

উল্‌ফেন্‌ডেন বলিলেন, "বটে ? তাহা হইলে মিঃ সেবিন্‌ সম্বন্ধ

তুমি নূতন কিছু জানিতে পারিয়াছ। মিঃ সেবিন্‌কে আমরা যে ভাবে জানি, সে ভাব ছাড়া অন্য ভাবে তাহাকে জানিবার কিছু আছে না কি?"

হার্কট বলিলেন, "আছে, বলিয়াই আমার বোধ হয়। মিঃ সেবিন্ বড় সাধারণ লোক নহেন, লোকটি বিষম প্রহেলিকা পূর্ণ। তাহার জীবন অতি রহস্য-সঙ্কুল, তাঁহার সম্বন্ধে যৎসামান্য জানিতে পারিয়াছি, আরও অধিক কথা জানিবার আশায় এখানে আসিয়াছি, আমার বিশ্বাস ইহা পণ্ডশ্রম নহে।"

উল্‌ফেনডেন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার ভাগিনেয়ী সম্বন্ধে নূতন কিছু জানিতে পারিয়াছ?"

হার্কট বলিলেন, "কিছু না, সে চেষ্টাও করি নাই; আমি ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মিঃ সেবিনের দিকেই আমার দৃষ্টি, তাহার ভাগিনেয়ীর দিকে আমার দৃষ্টি নাই। দেখ উল্‌ফেনডেন্, আমি তোমার মত প্রেমিক বা ভাবুক লোক নহি। মিঃ সেবিনের ভাগিনেয়ী অসাধারণ রূপবতী, এমন রূপসী আমি জীবনে আর কখনও দেখি নাই, ইহা সত্য, কিন্তু নারীর রূপের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আমি যাহা জানিতে চাহি, সে সম্বন্ধে তোমার নিকট কিছু সাহায্য পাইতে পারি কি না?"

উল্‌ফেনডেন্ বলিলেন, "কি করিতে হইবে, কথাটা খুলিয়াই বল না। কাজের কথা না বলিয়া ক্রমাগত ভূমিকাই করিতেছ। তুমি কিরূপ সাহায্য চাও, কি জন্যই বা চাও?"

হার্কট বলিলেন, "মিঃ সেবিন্ কোন গুরুতর রাজনৈতিক-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। দুইটি মহাশক্তিশালী প্রকাণ্ড রাজ্যের রাজদূতের সহিত তিনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা করিতেছেন, নানাপ্রকার শলা-পরা-

মর্শ চলিতেছে; কিন্তু সকল চাল্ অতি গোপনে চালিতেছেন; এই সকল কারণে আমার বিশ্বাস, সেবিন্ নামটি তাঁহার ছদ্ম নাম। কোন বাজে লোক এমন গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিতে সাহস করে না, সুতরাং তিনি সাধারণ লোক নহেন, এই সাধারণ নামটিও তাঁহার প্রকৃত নাম নহে। আমার এই বিশ্বাস যে অমূলক নহে, তাহারও কিছু কিছু প্রমাণ পাইয়াছি। কিন্তু আমি সেই খুঁজিয়া পাইতেছি না; তবে এটুকু বুঝিয়াছি যে, তিনি যে ষড়্যন্ত্রে লিপ্ত আছেন, সেই ষড়্যন্ত্র ইংলণ্ডের অনুকূল নহে। তাঁহার গতিবিধির সন্ধান রাখিবার জন্য আমি গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সেটুকু সন্ধান পাইয়াছি, তাহাতে আমার সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়াছে, তাই তোমার নিকট সাহায্যের আশায় আসিয়াছি।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "দেখ হার্কট, আমার অবস্থা এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে তোমার জন্য কতটুকু কি করিতে পারিব, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, সেবিন্ যে প্রকৃতির লোকই হউন, তাঁহার ভাগিনেয়ী যে কোন প্রকার চাতুরী বা ষড়্যন্ত্রের মধ্যে আছেন, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না, এই যুবতীসম্বন্ধে আমার ধারণা অতি উচ্চ, তাঁহার কোন বিপদ্ বা অসুবিধা ঘটে, তিনি মনে কষ্ট পান, এমন কোন কাজ আমি করিতে পারিব না। হার্কট, আমি অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছি, আমি এই যুবতীর নিকট বিবাহের প্রস্তাবও করিয়াছিলাম।"

হার্কট ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রস্তাব করিয়াছিলে?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "বিবাহের,—আমি তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলাম।"

হার্কট রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর ?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে।"

হার্কট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে অগ্রাহ্য করিল,—মামা না ভাগিনেয়ী ?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "দু'জনেই।"

হার্কট বলিলেন, "তুমি তাঁহাদের নিকট আত্মপরিচয় দিয়াছ ? ভবিষ্যতে তুমি যে আরল্‌-অব্‌-ডেরিংহাম হইবে, এ কথা তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন ?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "আমাকে নূতন করিয়া সে পরিচয় দিতে হয় নাই। মিঃ সেবিন্ আমাদের চেনেন, তিনি বলিতেছিলেন, আমার পিতার সহিতও তাঁহার পরিচয় আছে।"

হার্কট বলিলেন, "এই সকল ভবঘুরে লোকগুলা বড় লোক দেখিলেই তাঁহাদের সহিত পরিচয় করিয়া বেড়ায়।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "তুমি অতি অন্যায় কথা বলিতেছ, সত্যের অনুরোধে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে, মিঃ সেবিন্‌-সম্বন্ধে এ কথা খাটে না, মিঃ সেবিন্ কোন দিন আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান নাই এবং তিনি কোন দিন তাঁহার বাসায় যাইবার জন্য আমাকে অনুরোধও করেন নাই ; আজ প্রভাতে আমাকে তাঁহার ভাগিনেয়ীর সহিত আলাপ করিতে দেখিয়া তিনি ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়াছিলেন।"

হার্কট বলিলেন, "ক্রোধে হতজ্ঞান হওয়া অত্যন্ত সহজ কিন্তু ইহারা যে ভবঘুরে, তোমার কথা শুনিয়াও আমার এ বিশ্বাস টলিতেছে না, তবে উচ্চশ্রেণীর ভবঘুরে বটে, মৎলব সিদ্ধির জন্যই দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। এখন তুমি আমার কোন কোন কথার উত্তর দিবে কি না ;

যদি উত্তর দাও, তাহা হইলে আমাদের উভয়েরই সুবিধা হইবে।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "তোমার প্রশ্ন বল, আমার সাধ্য হইলে উত্তর দিব।"

হার্কট জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বলিলে, এই যুবতী তোমাকে বিবাহ করিতে সম্মত নহে; এই অসম্মতির কারণ কিছু বুঝিতে পারিয়াছ? সে তোমাকে ভালবাসে না বলিয়া বিবাহে অসম্মত, না অন্য কোন কারণে অসম্মত, তুমি নিশ্চয়ই ইহা জানিতে পারিয়াছ, কথা পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।"

উল্‌ফেল্‌ডেন্ প্রায় একমিনিটকাল হার্কটের প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না; স্থিরদৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "তুমি আমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমিও তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছি, সে বিবাহের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে, ইহার অন্য কারণ আছে, তাহার কথায়—তাহার ভাব-ভঙ্গীতে—আমি বুঝিয়াছি, সে আমাকে ভালবাসে, কিন্তু তথাপি বিবাহে সম্মত নহে। আমি তাহাকে এজন্য পীড়াপীড়ি করিতাম, কিন্তু হঠাৎ মিঃ সেবিন্ সেখানে আসিয়া পড়ায় অধিক কথা বলিবার অবসর পাই নাই। মিঃ সেবিন্ আমাকে স্পষ্টই বলিলেন, আমাদের বিবাহ অসম্ভব, তিনি যে আমাকে কায়দায় ফেলিবার জন্য এ কথা বলিয়াছেন, ইহা বোধ হইল না।"

হার্কট বলিলেন, "তোমার সহিত এই যুবতীর বিবাহ অসম্ভব কেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আমি এ কথা বলি না যে, তাঁহারা প্রথম হইতেই কোনরূপ ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত আছেন, তবে উভয়ে বিভিন্ন কারণে এই বিবাহ অসম্ভব বলিয়া থাকিতে পারেন।"

উল্‌ফেন্‌ডেন বলিলেন, "হেলেনের মত নারীরত্ন কাহারও সহিত কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিতে পারেন, তুমি একথা মনে স্থান দিও না এবং আমাকে পুনর্ব্বার এরূপ কথা বলিও না, বলিলে আমি অতঃপর তোমার কোনও কথার উত্তর দিব না। মিঃ সেবিন্ আমাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার ভাগিনেয়ী অন্যের বাগ্‌দত্তা, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি হেলেনের নিকট কোন কথা শুনি নাই।"

হার্কট বলিলেন, "এ কথা সত্য হইতে পারে, না হইতেও পারে; তবে এ কথা স্থির যে, ইহারা সামান্য লোক নহেন, এখন প্রশ্ন এই,—সেবিনের ন্যায় অসাধারণ ব্যক্তি কি উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া নরফোকের সামান্য পল্লীতে নির্ব্বাসিতের ন্যায় কালযাপন করিতেছেন?"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "মিঃ সেবিন্ এখানে গলফ্ খেলিতে আসিয়াছেন; গলফ্ খেলায় তাঁহার বড় অনুরাগ, আর বলিতে কি, এ বিদ্যায় তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলিয়া মনে হয়।"

হার্কট ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "তোমার এই কথা নিতান্ত বালকের মত, ইংলণ্ডে যেন আর কোথাও গলফ্ খেলিবার স্থান নাই। যদি তিনি সত্যই গলফ্ খেলিবার জন্য এখানে আসিতেন, তাহা হইলে আমি এত কষ্ট করিয়া তাঁহার অনুসরণে এখানে আসিতাম না; এ কথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। তিনি এখন গুরুতর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, সেই ষড়যন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অনাবশ্যক আমোদে সময় নষ্ট করিবেন, ইহা সম্ভব মনে হয় না।"

উল্‌ফেনডেন বলিলেন, "অনেক বড় লোকের এক এক রকম বাতিক থাকে, ইহাও বোধ হয় তাঁহার একটা বাতিক; তাঁহার এখানে আসিবার কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছে ইহা মনে হয় না।"

হার্কট বলিলেন, "সেবিনের গল্‌ফের বাতিক থাকিতে পারে, কিন্তু এ বাতিক একটা উপলক্ষ্য মাত্র, গুপ্ত অভিসন্ধি পূর্ণ করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।"

উল্‌ফেন্‌ডেন বলিলেন, "এ সকল তোমার উর্ব্বর মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র, এখানে তাঁহার কি গুপ্ত অভিসন্ধি সিদ্ধ হইবে। তুমি অনর্থক কষ্ট করিয়া এতদূর আসিয়াছ; তবে যদি আমার দ্বারা কোন বিষয়ে তোমার সাহায্য হয় মনে কর, আমি তাহাতে অসম্মত নহি।

হার্কট বলিলেন, "তুমি বলিতেছিলে, আজ তোমার সহিত মিঃ সেবিনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তিনি তোমাকে এই স্থান সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? কোন লোক সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিয়াছিলেন? কোন কথা জানিবার জন্য কি কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছিলেন?"

উল্‌ফেনডেন্ বলিলেন, "না, আমাদের আলাপ পারিবারিক সীমাতেই আবদ্ধ ছিল; অনেক দিন পূর্ব্বে আমার পিতার সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল, সেই প্রসঙ্গে তিনি আমার পিতার সম্বন্ধে কোন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন মাত্র। কাল রাত্রে আমাদের বাটীতে একটা জুয়াচোর আসিয়াছিল, কথায় কথায় আমি তাঁহাকে সেই গল্প বলিলে তিনি আদ্যোপান্ত সকল কথা শুনিবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

হার্কট বলিলেন, "কি হইয়াছিল, আমি তো কিছু জানি না, সেই জুয়াচোরের গল্প বল, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, এ বিষয়ে সেবিনের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইবার কোন কারণ আছে কি না।"

উল্‌ফেন্‌ডেন্ বলিলেন, "ঘটনাটা একটু অসাধারণ, তাহা শুনিলে সকলেরই কৌতূহল হয়, সুতরাং এই ব্যাপারে সেবিনকে

কৌতূহল প্রকাশ করিতে দেখিয়া আমি কিছুমাত্র বিস্মিত হই নাই। সংপ্রতি কিছু দিন হইতে আমার পিতার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, ইহার উপর গবর্ণমেণ্ট তাঁহার হস্তে একটি গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়াছেন, ইংলণ্ডের উপকূল ভাগের কোথায় কোন ত্রুটি আছে, কোন পথে শত্রু-পক্ষ সহসা ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে পারে; ব্রিটিস রণতরীসমূহ কোন কোন ত্রুটির জন্য শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া সহজে বিধ্বস্ত হইতে পারে, এই সকল ব্যাপার সম্বন্ধে একটি বিস্তীর্ণ রিপোর্ট প্রস্তুতের জন্য আমার পিতার উপর ভার দেওয়া হইয়াছে। তিনি প্রত্যহ দশঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া দুইজন কেরাণীর সহায়তায় এই রিপোর্ট প্রস্তুত করিতেছেন; আমার বিশ্বাস আমার পিতা পণ্ডশ্রম করিতেছেন, তাঁহার রিপোর্টের কোন মূল্য নাই, এবং তাহা সংগ্রহ করিয়া গবর্ণমেণ্টেরও কোন লাভ নাই। গত রাত্রে একজন লোক হঠাৎ আমাদের বাড়ী উপস্থিত হয়, সে বলে তাহার নাম ডাক্তার উইল্‌মট্, মস্তিষ্ক রোগের চিকিৎসায় সে অদ্বিতীয়. সে ইহাও জানায়—আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার হুইটলেটের উপদেশে সে আমাদের বাড়ী আসিয়াছে, আমার পিতার রোগ পরীক্ষা করাই তাহার উদ্দেশ্য। তত রাত্রে আমার পিতার সহিত তাহার সাক্ষাতের সুবিধা হইবে না বলায়, সে বলে নূতন থিওরি অনুসারে আমার পিতার হাতের লেখা পরীক্ষা করিয়াই সে রোগের নিদান বলিয়া দিবে; সুতরাং আমার পিতার নূতন পাণ্ডুলিপি তাহাকে দেখাইলেই চলিবে। সে ডাক্তার হুইট্‌লেটের নাম স্বাক্ষরিত পত্র আনিয়াছিল, এজন্য তাহার কথায় আমাদের অবিশ্বাস হইল না. তাহাকে আমার পিতার লাইব্রেরীতে লইয়া চলিলাম; সে কাগজ পত্র দেখিতেছে, এমন সময় আমাদের পারি-

বারিক চিকিৎসক ডাক্তার হুইট্‌লেট, হঠাৎ আমাদের বাড়ী উপস্থিত হন ; তিনি আসিয়াছেন শুনিয়াই ডাক্তার উইলমট্‌ নামধারী ব্যক্তি জানালার ভিতর দিয়া একলম্ফে অন্তর্দ্ধান করে ; পরে জানিতে পারা-গেল, ডাক্তার হুইট্‌লেটের পত্রখানি জাল, লোকটা জাল-পত্র লইয়া আমার পিতার কাগজ-পত্র দেখিতে আসিয়াছিল । কথাপ্রসঙ্গে আমি মিঃ সেবিন্‌কে এই ঘটনার কথা বলিয়াছিলাম, ইহা হইতে তুমি কি তত্ত্ব আবিষ্কার করিবে ?"

হার্কট অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কথা শুনিয়া বলিলেন, "এতক্ষণে সকল কথা বুঝিলাম, ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে ।"

উল্‌কেন্‌ডেন্‌ বলিলেন, "তাহা হইলে বল, আমি একটি গৰ্দ্দভ, কারণ আমি এখন পর্য্যন্ত কিছুই বুঝিতে পারি নাই ।"

হার্কট নিম্নস্বরে বলিলেন, "উল্‌ফেন্‌ডেন্‌ সত্যই তুমি একটি গৰ্দ্দভ তাই মনে করিয়াছ, তোমার পিতার এই রিপোর্টের কোন মূল্য নাই ; মিঃ সেবিন্‌ অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তাই তিনি সহজেই বুঝিয়াছেন, তোমার পিতার এই রিপোর্ট অত্যন্ত মূল্যবান সামগ্রী ।"

উল্‌ফেন্‌ডেন বলিলেন, "মিঃ সেবিনের সহিত আমার পিতার এই রিপোর্টের কি সম্বন্ধ ?"

হার্কট হাসিয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে ; তোমার পিতার রিপোর্টগুলি সংগ্রহ করিবার চেষ্টাতেই মিঃ সেবিন্‌ ইংলণ্ডের এত স্থান থাকিতে তোমাদের বাড়ীর কাছে গল্‌ফ খেলিতে আসিয়াছেন ।